www.facebook.com/alipur.barta.5

ইন্টারনেট সংস্করণ: http://www.alipurbarta.org

পায়ে পায়ে পাড়ায় পাড়ায়

ছয়ের পাতায়

আলিপুর বার্তা

১৯৬৬–২০১৫

ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

পায়ে পায়ে পাড়ায় পাড়ায়

সাতের পাতায়

কলকাতা ঃ ৫০ বর্ষ, ১ সংখ্যা, ২৯ আশ্বিন – ৫ কার্তিক, ১৪২২ ঃ ১৭ অক্টোবর – ২৩ অক্টোবর, ২০১৫

Kolkata : 50 year : Vol No.: 50, Issue No. 1, 17 October - 23 October, 2015 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

সুবর্ণক্ষণে বিশেষ সম্পাদকীয়

৫০–এ পা

৫০–এ পা দেওয়া যে কোনও পত্রিকার জীবনে যেমন গৌরবের তেমনি আরও দায়িত্বের অঙ্গীকার। পণ্যসংস্কৃতি আরও জটিল রাজনৈতিক আবর্তে সাংবাদিকতার জগতে অসম লড়াইয়ে একক ভাবে টিকে থাকার এবং মাথা উঁচু করে, শিরদাঁড়া সোজা করে এগিয়ে যাওয়ার অপর নাম আলিপুর বার্তা। বিনয়ের সঙ্গে আমরা এ দাবি করতে পারি কারণ আমাদের অতীত ঐতিহ্য আর রক্তাক্ত লড়াই–এর পাশে অসংখ্য মানুষের স্বার্থত্যাগ, আত্মত্যাগ জড়িয়ে আছে যা নতুন প্রজন্মের সাংবাদিককূল বিশেষ করে অনেক নবীন সংবাদপত্র যাঁরা আমাদের পথ চলার শরীক তাঁদের কাছে অজানা। ১৯৬৬ সালে কলকাতা শহরের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র আলিপুরে কিছু সৎসাহসী মানুষ যাঁরা শুধুমাত্র মানুষের দরবারে মানুষের বঞ্চনা, তাঁদের অভাব তুলে ধরে প্রতিকারের লক্ষ্যে একত্রিত হয়ে আলিপুর বার্তা পত্রিকার দীপশিখা প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন, সঙ্গে ছিল স্বামীজি ও নেতাজির ভাবধারার প্রেরণা।

সাংবাদিকতার লক্ষ্য ও আদর্শ রক্ষা করতে গিয়ে নানা নির্যাতন তাঁদের সহ্য করতে হয়েছে। সেই সব প্রণম্য সাংবাদিক, সম্পাদক ও সংবাদকর্মীদের প্রণাম জানাই এই সুবর্ণক্ষণে।

সাংবাদিকতার পবিত্র দীপটিকে অনির্বান রাখতে গিয়ে স্বেচ্ছাশ্রমে এগিয়ে আসা আলিপুর বার্তার সাংবাদিক পরিবার যাত্রী পরিবহন পরিষেবা 'যাত্রিক গোষ্ঠী' সৃষ্টি করেছিল। দক্ষিণ ২৪ পরগনার সামালী গ্রামে নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতিও বৃহত্তর সমাজ সেবার মূল লক্ষ্যে ও আলিপুর বার্তার পরনির্ভরতার আশঙ্কা নির্মূল করতে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল বিবেক নিকেতন। আলিপুর বার্তা তাই আজও কোনও দল, গোষ্ঠী, ব্যক্তির বা রাজনৈতিক সংগঠনের কাছে টিকি বাঁধা নয় বা আবদ্ধ নেই কারোর অঙ্গুলী হেলনে। চলতি বাজারে গিরগিটি গণমাধ্যমের অভিজ্ঞতা দেশের মানুষের আছে। আলিপুর বার্তার পাঠকরা জানেন সাংবাদিকতার পরিভাষা ও অভিরুচি। তাঁদের আস্থা আমাদের পাথেয়। নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির প্রাণপুরুষ, পত্রিকার প্রয়াত সম্পাদক তরুণভূষণ গুহ তাঁর হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান ও সংবাদমাধ্যমের সুবর্ণজয়ন্তীর গৌরবময় কক্ষ পথে সফল প্রবেশ দেখে যেতে পারলেন না। এ দুঃখ আলিপুর বার্তার পাঠক, পরিবার সবার।

সাংবাদিকতা জগতের বহু গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ যা একদা রাজ্য রাজনীতিতে ঝড় তুলেছিল তার প্রথম সংবাদদাতার দায়িত্ব তুলে নিয়েছিল আলিপুর বার্তা। অতীত বর্তমান এবং আগামীতে পথ চলার চিরসঙ্গী পাঠকদের শারদীয়া মহাপুজোর প্রাক্কালে আলিপুর বার্তা পরিবারের পক্ষ থেকে তাঁদের দেহ মনে সুস্থ ও আনন্দে থাকার প্রার্থনা জানাই জগৎ জননী মা দুর্গার চরণ কমলে।

নেতাজি রহস্যের পর লালবাহাদুর রহস্য উন্মোচন : মমতার পথে মোদি

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাংলা আজ যা ভাবে ভারত তা ভাবে কাল। স্বাধীনতা বা ক্ষমতা হস্তান্তরের পর দীর্ঘ কংগ্রেসী ও বাম শাসনে এই ঐতিহাসিক ধারণাটি অনেকটাই ফিকে হয়ে পড়েছিল। আজ বাংলা ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে, ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থে তার জৌলুস হারাচ্ছে। কিন্তু নেতাজি সংক্রান্ত সরকারি ফাইল প্রকাশ করার ক্ষেত্রে বাংলার বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে সেই ধারণাটি ফের ফিরে এল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে থাকা নেতাজি সংক্রান্ত ফাইল প্রকাশ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে ভাবনা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন সেই ভাবনায় এবার জারিত হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। গত ১৪ অক্টোবর তিনি দিল্লিতে বসু পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে মিলিত হয়ে জানিয়ে দিলেন কেন্দ্র আগামী ২৩ জানুয়ারি নেতাজি সংক্রান্ত ৫৪টি গোপন ফাইল প্রকাশ করবে। শুধু তাই নয়, নেতাজির কর্মকান্ডের সঙ্গে জড়িত অন্যান্য দেশের কাছেও নেতাজি সংক্রান্ত নথি প্রকাশের দাবি জানাবে। এবারের শারদোৎসবের প্রাক্কালে এই ঘোষণা নিঃসন্দেহে বাঙালির মননে বেশ খানিকটা আনন্দ ছড়িয়ে দিয়ে গেল। এবারের পুজোটা বাঙালি সম্ভবত আর একটু ভালোভাবে কাটাবে।

কিন্তু এই সঙ্গে প্রশ্ন উঠে পড়ল, সত্যি কি তাই? সত্যি কি সকলেই খুশি হল প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণায়? অনেকে এই ঘোষণায় আতঙ্কিত নয় তো? আগামী জানুয়ারির আগে অনেকে বিদেশে পাড়ি দেবেন না তো? বিশেষ করে ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতায় আসীন অতীতের যেসব সরকার বিদেশের সঙ্গে খারাপ সম্পর্ক, দেশজুড়ে অশান্তির জুজু দেখিয়ে ফাইল চেপে রেখেছিল তার কর্ণধাররা কি ভয় পাচ্ছেন? নেতাজির পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কেউ কেউ যারা ফাইল প্রকাশকে 'নন ইস্যু' বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন, যিনি তাঁর বইতে বিমান দুর্ঘটনায় ১৯৪৫ সালের ১৬ আগস্ট নেতাজির মৃত্যুকে (যার হদিশ তিনটি নাম কমিশন করেছে পাওয়া যায় নি) প্রতিষ্ঠা দিয়ে দিলেন, এমনকি নেতাজির 'পবিত্র' চিতাভস্ম কলকাতায় নিয়ে আসার গল্প জানালেন তাঁদের প্রতিক্রিয়া জানা গেল না। তাঁরা ভয় ভীতিতে অন্য কথা ভাবছেন না তো? এখন কিন্তু তাঁদের উপর নজর রাখা জরুরি।

এখন যেটা আপামর ভারতবাসী বুঝতে চায় পশ্চিমবঙ্গ ও কেন্দ্রীয় সরকার দীর্ঘদিনের একটি চেপে রাখা সিদ্ধান্ত হঠাৎ পরিবর্তন করল কেন। নেতাজি ফাইল সংক্রান্ত খবরাখবর যারা রাখেন তারা জানেন এই সিদ্ধান্তগুলো ছিল সময়ের অপেক্ষা। নেতাজি গবেষকদের দীর্ঘ লড়াই সংগ্রাম, বসু পরিবারের অধিকাংশ সদস্যদের দাবি এবং আন্দোলনে যোগদান ধীরে ধীরে ইস্যুটিকে দেশের গন্ডি ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক আঙিনায় ফেলছে। আজ না হোক কাল তথ্যের অধিকারের চাপ ক্রমশ বাড়ছে। এরপর যে প্রশ্নটি সামনে আসতে চলেছে তা হল আজও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু যুদ্ধাপরাধী হিসাবে গণ্য হচ্ছেন কিনা। সমস্ত কল্যাণকর সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সময় একটা বড় ফ্যাক্টর। কখন কিভাবে সেই অনুকূল সময় আসবে তা মানুষের পক্ষে বলা অসাধ্য। তবে এক্ষেত্রে বাংলা ও ভারতে রাজনৈতিক পরিবর্তন সেই অনুকূল পরিবেশ তৈরি করেছে। এটাও ভবিতব্য যে সমস্ত কল্যাণকর সিদ্ধান্তের সঙ্গে চিহ্নিত হয় কিছু দুর্জন। তাদের বিনাশ এক সময় জরুরি হয়ে পড়ে।

দিনগুলি মোর ...

সাত দিন, সাত সকাল, সাত রং। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা রঙ ছড়িয়ে রেখে গেল। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে আমাদের এই নতুন বিভাগ দিনগুলি মোর। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : যে পুরভোট নিয়ে এত শোরগোল অস্থায়ী রাজ্য নির্বাচন কমিশনার হয়ে পুনর্নির্বাচনের ঘোষণা করে তাকে একেবারে থিতিয়ে দিলেন আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রশাসনিক দক্ষতায় পুনর্নির্বাচন হল, তবে ভোট পড়ল খুব কম।

রবিবার : কলকাতার আরও এক গর্ব পরমা উড়ালপুলে যানজট বিতর্ক অস্বস্তিতে ফেলেছে রাজ্য সরকারকে। মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে সিদ্ধান্ত হল আপাতত বেশিরভাগ সময়টাই থাকবে একমুখী।

সোমবার : প্রাথমিকের টেট নিয়ে বিড়ম্বনার অন্ত নেই। ২৩ লক্ষ পরীক্ষার্থী নির্বিঘ্নে পরীক্ষা দেওয়ার পর ফের শুরু হয়েছে প্রশ্ন ফাঁসের বিতর্ক। রাজ্য সরকার এক্ষেত্রে দৃঢ় মনোভাব ও পদক্ষেপ না নেওয়ায় ক্রমশ গতি পাচ্ছে বিতর্কের আগুন। বিরোধীরাও নেমে পড়েছে সরকারকে অস্বস্তিতে ফেলতে।

মঙ্গলবার : প্রাক্তন পাক বিদেশমন্ত্রী খুরশিদ মাহমুদ কাসুরির একটি বই প্রকাশকে কেন্দ্র করে বিজেপির ঘনিষ্ঠ তথা অবজারভার রিসার্চ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান সুধীন্দ্র কুলকার্নির মুখে কালি ঢেলে এক নতুন বিতর্ক তৈরি করল পাকিস্তানের ঘোর বিরোধী শিবসেনা। বিরোধীদের সঙ্গে আসরে নেমে পড়েছেন এরাজ্যের বুদ্ধিজীবীরাও তাঁদের পুরস্কার ফিরিয়ে দিতে।

বুধবার : পুজো এসেছে। উৎসব অপেক্ষা করছে দরজায়। সেই সঙ্গে শুরু হয়ে গিয়েছে দখলদারির রাজত্ব। ব্যস্ত রাস্তা–ঘাট দখল করে পুজো এখন মান্যতা পেয়ে গিয়েছে। সেই সঙ্গে পুজোর কয়েকদিন আগে থেকে পরে দুর্ভোগে কাটাবে শহরের মানুষ। পুজো বলে কথা। রয়েছে রাজনৈতিক স্বার্থ। তাই সাতখুন মাপ পুজো উদ্যোক্তাদের।

বৃহস্পতিবার : আর এক মাহেন্দ্রক্ষণ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেখানো পথে এবার নরেন্দ্র মোদি। এবার নেতাজি ফাইল প্রকাশ করবে কেন্দ্রীয় সরকার। সত্য উদ্ঘাটনের জন্য অপেক্ষায় সকলে। আমরাও।

শুক্রবার : রাজনীতিকরা যখন অপারগ তখন আদালতই ভরসা। এমনকি কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থাও। শেষ পর্যন্ত বিচারকের নির্দেশ জমি ছাড়তেই হবে ভেঙ্কটেশ ফিল্মসকে। সময় এক মাস।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

ছুটি

আসন্ন দুর্গাপুজো এবং লক্ষ্মীপুজো উপলক্ষ্যে আলিপুর বার্তার সমস্ত বিভাগ বন্ধ থাকবে। আগামী ২৪ এবং ৩১ অক্টোবরের সংখ্যা দুটি প্রকাশিত হবে না। ৭ নভেম্বর থেকে যথারীতি পাঠকের কাছে পৌঁছে যাবে পত্রিকা।

আলিপুর বার্তার সমস্ত পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা, বিক্রেতা এবং শুভানুধ্যায়ীদের শারদোৎসব এবং পবিত্র মহরমের আগাম শুভেচ্ছা।

পুজোয় অনুপ্রবেশ ও জঙ্গি তৎপরতা বাড়ার সম্ভাবনা

কুনাল মালিক

দুর্গাপুজোর সময় উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার অরক্ষিত সুন্দরবন এলাকার নদী পথে অবৈধ অনুপ্রবেশ, মাদক পাচার ও জঙ্গি কার্যকলাপ বৃদ্ধির আশঙ্কা করছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাবাহিনী। সেই মর্মে তারা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ও রাজ্য গোয়েন্দাদের রিপোর্ট পেশ করেছে। পুজোর সময় প্রশাসনের নজরদারির ক্ষেত্রে কিছুটা ঢিলেমি থাকে। সেই সুযোগকেই কাজে লাগাতে পারে জেহাদি জঙ্গি গোষ্ঠীরা। সুন্দরবন এলাকার কোস্টাল থানাগুলোর পরিকাঠামো তখন সম্পূর্ণভাবে গড়ে ওঠেনি। প্রয়োজনীয় পুলিশ ফোর্স, স্পীড বোর্ড এবং নজরদারী করার যন্ত্রপাতির অভাব আছে। বাংলাদেশের সীমান্ত লাগোয়া নদী পথগুলোতে পর্যাপ্ত নজরদারির অভাব আছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর ওপার বাংলার সাতক্ষীরার কাছে একদল জেহাদি জঙ্গি গোষ্ঠী আত্মগোপন করে আছে। তারা সুযোগ খুঁজছে এ রাজ্যে ঢোকবার জন্য। অবৈধ অনুপ্রবেশের বড় সুযোগ হয় দশমীর দিন। যেদিন প্রতিমা বিসর্জন করতে দুই বাংলার মানুষ ইছামতিতে ভিড় জমান। অন্য একটি সূত্র জানাচ্ছে উত্তরের বসিরহাট, বনগাঁ, হিঙ্গলগঞ্জ, টাকি এবং দক্ষিণের গোসাবা, বাসন্তী এলাকা দিয়ে পুজোর সময় মাদক পাচারের সম্ভাবনা আছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর, দুই পরগনার নদী পথে উপকূল রক্ষী বাহিনী এবং সীমান্তে বিএসএফকে সতর্ক করা হয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক মারফৎ।

মৎস্যজীবীদের ওপর বন দফতরের অত্যাচারের অভিযোগে বিক্ষোভ

মেহেবুব গাজি : পশ্চিম সুন্দরবনের অভয়ারণ্যে মৎস্যজীবীদের মাছ ধরা বন্ধ ও বন দফতরের লাগাতার আক্রমণের বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলনের হুমকি দিল ৫৮টি মৎস্যজীবীদের সংগঠন ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনাইটেড ফিশারম্যান অ্যাসোসিয়েশন। বধুবার দুপুরে পাথরপ্রতিমার রামগঙ্গা রেঞ্জের বন দফতরে এদিন বিক্ষোভ দেখান কয়েক হাজার মৎস্যজীবী। বিক্ষোভে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে অফিস চত্বর। সামাল দিতে হাজির ছিলেন বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিসের সঙ্গে মৃদু ধাক্কাধাক্কিও হয় মৎস্যজীবীদের। পরে নেতৃত্ব ডেপুটেশন দেন রেঞ্জার শচীদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। বন দফতরের পক্ষ থেকে বিষয়টি সহানুভূতির সঙ্গে দেখা হবে বলে জানানো হয়েছে। এবং রাজ্য সরকারের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানাবেন মৎস্যজীবীদের দুর্দশার কথা। গত ২০১৩ সালে পাথরপ্রতিমার ঢুলিভাসানি থেকে চুলাকাটি পর্যন্ত স্কোয়ার ফুট এলাকাকে পশ্চিম সুন্দরবন অভয়ারণ্য হিসেবে নোটিফিকেশন জারি করে রাজ্য সরকার। সেই মোতাবেক এই এলাকায়

বসবাসকারী বন্য প্রাণীদের জন্য ওই এলাকায় মৎস্যজীবীদের ঢোকার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে বন দফতর। ফলে ওই এলাকায় মাছ, কাঁকড়া ধরা বন্ধ হয়ে যায় মৎস্যজীবীদের। এই এলাকার ঠাকুরান, বিজুয়াড়া, ভূসনকাটি নদীতে প্রচুর পরিমানে মাছ ও কাঁকড়া পাওয়া যায়। মূলত দেশি নৌকো করে মৎস্যজীবীরা এখানে মাছ ধরতেন। গত জুলাই মাসে ওই এলাকার মাছ ধরতে যাওয়া নামখানার শতাধিক নৌকোতে মাছ ধরা পুরোপুরি বন্ধ করে দেয় বন দফতর। ফলে সেই থেকে কর্মহীন হয়ে পড়েন ৭০০ বেশি মৎস্যজীবী পরিবার।

এরপর পাঁচের পাতায়

শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি চিন্তায় ফেলেছে প্রতিমা শিল্পীদের

রিম্পি ঘোষ

প্রতিমার গড়ন ও হাতের কাজ দেখলেই এলাকার মানুষ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলে দেবে প্রতিমাটি চুঁচুড়ার কামারপাড়ার কাছে শ্যামবাবুর ঘাটের প্রতিমা শিল্পী উজ্জ্বল পালের তৈরি। শারদোৎসব উপলক্ষে গত কয়েক মাস ধরে চলছে চরম ব্যস্ততা। রাতদিন কাজ চলছে জোরকদমে। ইতিমধ্যেই একদিকে প্রতিমার রং করার জন্য শেষ পর্বের কাজ চললেও এখনও আসছে নতুন প্রতিমার বরাত। সাবেকী বাড়ি ও বারোয়ারী মিলিয়ে প্রায় দশটি প্রতিমা তৈরির বরাত পেয়েছে এবার। তা সত্ত্বেও এ বছর তুলনামূলকভাবে লাভের পরিমাণ কম হবে এমনটাই জানালেন উজ্জ্বল বাবু। তিনি বলেন প্রতিমা তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ যেমন বাঁশ, মাটি, খড়ের দাম সবই গতবারের তুলনায় এইবার অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। গতবার ১ পিস বাঁশের দাম ছিল প্রায় ১৬৫ টাকা। এইবার তা বেড়ে হয়েছে প্রায় প্রায় ১৮০ টাকা। গতবার ১ লরি মাটির দাম ছিল প্রায় ২৪০০ টাকা। এইবার তার দাম বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩১০০ টাকা। কিন্তু সেই তুলনায় প্রতিমার দাম একটুও বাড়েনি। গতবার যা দাম ছিল এইবারও তাই আছে। গতবার একটি সাবেকি বাড়ির প্রতিমা তৈরি করে আয় হত প্রায় ৭,০০০–৮,০০০ হাজার টাকা। একটি প্রায় সাত–আট ফুটের বারোয়ারী প্রতিমার দাম ছিল প্রায় ৯,০০০–৯,৫০০ টাকা। এই বছরও তাই রয়েছে। এর কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে উজ্জ্বলবাবু বলেন, এখন সবচাইতে বড় সমস্যা হল শ্রমিক সমস্যা। প্রতিমা তৈরি করার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ কর্মী নেই। একজন মিস্ত্রি পিছু খরচা হয় প্রায় ১৫০০–১৬০০ টাকা। উজ্জ্বলবাবুর অধীনে প্রায় তিন–চার জন মিস্ত্রি কাজ করে। বাড়ির দুর্গা প্রতিমা তৈরি করতে সময় লাগে প্রায় আট–নয় দিন। সারা বছর ধরে দুর্গা, কালী, বিশ্বকর্মা ও সরস্বতী সব মিলিয়ে প্রায় ৩২০ টি প্রতিমার বরাত আসে। এই সকল প্রতিমা চুঁচুড়া, চন্দননগরে যায়। বিগত কয়েক দশক ধরেই বংশানুক্রমে প্রতিমা তৈরির কাজ করে আসছেন উজ্জ্বল পালের পরিবার। ঠাকুরদা স্বর্গীয় প্রফুল্ল কুমার পাল ও বাবা কৃষ্ণচন্দ্র পালও এই কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। উজ্জ্বল পাল নিজেও প্রায় সতেরো বছর ধরে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত। উজ্জ্বল পালের ভাই লাল্টু পাল পেশায় একজন প্রতিমা শিল্পী। খুব ছোট বয়স থেকেই তিনি এই কাজ করে আসছেন। ৩২ বছর বয়সী লাল্টু পালের প্রায় আট বছর আগে এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় পেটের তলা থেকে সম্পূর্ণ নিম্নাংশ ভয়ংকরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বর্তমানে শরীরের নিচের দিকে রড ও ক্যাথিডার লাগানো আছে। এই শরীর নিয়েই তিনি প্রতিমা তৈরির কাজ করে যান। ভাইয়ের এই শারীরিক ক্ষতির জন্য, যে সকল প্রতিমা শিল্পী বার্ধক্যজনিত কারণে কাজ করতে পারেন না তাঁদের জন্য সরকারের কাছে আর্থিক সাহায্যের আবেদন করা হয়েছিল কিনা জানতে চাইলে উজ্জ্বলবাবু বলেন কয়েক বছর আগে আবেদন করলেও তেমন ইতিবাচক সাড়া মেলেনি। আমাদের কোনও ইউনিয়ন নেই। তাই জোটবদ্ধভাবে আমরা এই সকল সমস্যার সমাধান করতে পারি না। প্রতিমার উপকরণের দাম বৃদ্ধিতে চিন্তা প্রকাশ করেছেন হুগলির কানাগড়ের পটুয়া পাড়ার প্রতিমা শিল্পী কাশীনাথ পাল। তিনি ও তাঁর দুই ছেলে এই প্রতিমা তৈরির কাজের সঙ্গে যুক্ত। এছাড়াও প্রায় এক মাস ধরে প্রতিদিন প্রায় ১৫–২০ জন তাঁর বাড়িতেই এই প্রতিমা তৈরির কাজ করে থাকে।

এরপর পাঁচের পাতায়

কারেকশনের ভয় সত্ত্বেও সাবলীল ভারত

নয়া বোধনের খোঁজ অর্থবাজারের

শুদ্ধাশিস গুহ

কলকাতায় যখন মা দুর্গার আগমনী পর্ব নিয়ে ব্যস্ততা চরমে উঠেছে তখন ভারতীয় অর্থ বাজারও এক নয়া বোধনের সন্ধান করছে। কিংবা আরও একটু সাহিত্য করে বললে বলা যেতে পারে 'অমৃতকুম্ভের সন্ধান' করছে ভারতীয় শেয়ার বাজার। ধারাবাহিকভাবে বিগত লেখাগুলিতে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল যে চিনের সর্বনাশে পৌষ মাস হতে পারে ভারতীয় অর্থনীতির পক্ষে। ধারাবাহিক ঘটনাপ্রণালী বুঝিয়ে দিচ্ছে এই বক্তব্যের সারবত্তা আছে যথেষ্টই। কারণ ভারতের শেয়ার বাজার নিচের সেই সাড়ে সাত হাজার জোন থেকে প্রায় আগের জায়গা (যেখান থেকে বাজার পড়েছিল) ফিরে পেয়েছে। যদিও নিফটি ৮২০০–র কাছে গিয়ে একটু যে ধ্যাড়াচ্ছে না তা নয়। বরং মনে হচ্ছে একটু যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে নিফটি। সে চাইছে কিছুটা রিট্রেসমেন্ট নিয়ে নিতে।

এইসময় বাজার যদি কারেকশন বা সংশোধনীতে চায় তাকে আবার পতন বলে ভুল করবেন না। কারণ আপাতত ভারতীয় শেয়ার বাজারের যা গতিবিধি তাতে যে কোনও সংশোধনীকে পতন বলে ভুল হতেই পারে। এই দিকটা সাবধান থাকা বিশেষ জরুরি। আসলে অর্থনীতির এখনকার পরিস্থিতিটা এমনই যাকে তুলনা করা যেতে পারে 'ঘর পোড়া গরু'র সঙ্গে। এই বাজার এমন এক ভয়াবহ আর্থিক সঙ্কট দেখেছে যা রীতিমতো শিহরণ জাগানো। সেই ভয়াল অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে ভয়ের করাল অন্ধকারটা রয়েই গিয়েছে। যদিও আশার কথা এই যে এত প্রতিকূলতার মধ্যেও প্রবল প্রতিপক্ষ চিনের থেকেও ভারতের প্রতি বিদেশি লগ্নিকারীদের আস্থা অনেকাংশেই বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিসংখ্যান সে তথ্য তুলে ধরেনি এই বছরের নিরিখে। এখনও পর্যন্ত বিদেশিরা গত কয়েকমাসে খালি বিক্রেতার ভূমিকাতেই থেকে গিয়েছে। সেই ছবিটা খানিকটা পালটে গিয়েছে অবশ্য এই মাসে। এই যে সাড়ে সাত হাজারের ঘরে বুড়ি ছোঁয়া দিয়ে এল বাজার তারপর থেকে ক্রমাগত উত্থানই পরিলক্ষিত হয়েছে। তার মধ্যে আবার এফআইআই বা বিদেশিদের কেনা শুরু হয়েছে ধারাবাহিকভাবে। বহুদিন পর ভারতের বাজারে ক্রেতার ভূমিকা নিয়েছে এই বিদেশিরা। সেই কেনার ব্যাপারটা কি সাময়িক না দীর্ঘস্থায়ী তা লাখ টাকার প্রশ্ন। সাধারণভাবে ভারতীয় লগ্নিকারীদের একটা আশা থাকে পুজো বা বিশেষ করে দীপাবলীর সময়ে ভারতীয় বাজার ওপরে থাকবে নাকি? কারণ এই সময়ে বাজারের উর্দ্ধগামিতার ওপর ভারতীয়দের আবেগ অনেকাংশে জড়িত। সবসময় আবেগের বশে বাজার এগোবে এমন তো নয়। বরং আবেগের চেয়েও এই অর্থবাজার অনেকটাই বেশি নির্ভরশীল যুক্তিযুক্ততার ওপর।

এর বিষয়ে আমরা আগের অনেক লেখাতেই আলোচনা করেছি। তা হল টেকনিক্যাল স্টাডির ওপর ভারতের বাজার কেন পুরো বিশ্ব বাজারের অনেকেই নির্ভর করে থাকেন। ওই তিথিনক্ষত্র দেখে দিন শুরুর করার মতো অনেক পোড়খাওয়া ট্রেডার এই ধরণের টেকনিকের ওপর ধার করে অগ্রসর হন। বিশেষ করে এই ব্যাপারে বড় অঙ্কের লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানগুলি খুব খুঁতখুঁতে। এদের মধ্যে ঘরোয়া এবং বিদেশি প্রতিষ্ঠান উভয়ই রয়েছে। তার জন্য এরা আগে থেকে তোড়জোড় করে বলা যেতে পারে নীল–নকশা হাতে নিয়ে নেমে থাকেন। কি ধরণের টেকনিক্যালের চার্ট দেখে এইসব বৃহৎ আকারের লগ্নিকারীরা বাজারে আসেন তা একটু দেখে নেওয়া যাক। এই টেকনিক্যাল চার্ট আবার নানাবিধ হয়ে থাকে। এর মধ্যে মোটামুটিভাবে কোম্পানির গত কয়েকবছরের উত্থান–পতনের গ্রাফ বিবেচনাধীন হয়ে থাকে। সংশ্লিষ্ট সংস্থাটি কোন খারাপ অবস্থার প্রেক্ষিতে নিচে কতটা গিয়েছিল বা ভালো সময়ে কোন উচ্চতা ছুঁয়েছিল এইগুলো দেখে নিতে হয়। এই চালচিত্রে ধরা পড়তে বাধ্যন কোম্পানির সাম্প্রতিক রূপরেখাটি। অন্তত এমন ধারণা পোষণ করে আসছেন টেকনিক্যাল বিশেষজ্ঞরা। তাদের করা সমীক্ষাতেই এমন কাহিনী বেরিয়ে এসেছে বারংবার। ধরা যাক 'ক' কোম্পানির শেয়ার আপনি খরিদ করেছেন। প্রথমেই দেখে নিতে হয় আপনি যে জায়গায় কিনেছেন সেই জায়গা থেকে কোম্পানি কতটা ওপর উঠেছিল অথবা কতটা নিচে অবতরণ করেছিল। এর ভিত্তিতে মোটামুটিভাবে একটা প্রেক্ষাপট তৈরি হয়ে যায়। এভাবেই শেয়ার বাজারকে বা কোম্পানিগুলিকে

অর্থনীতি

মাপা হয়। যার সমীকরণে পরবর্তী পদক্ষেপ প্রস্তুত হয়ে যায়। এভাবেই শেয়ার বাজার তার নিজস্ব আঙ্গিকে প্রবাহিত হয়ে চলেছে দিনের পর দিন।

এমনিতে অর্থবাজারে ফাটকা খেলতে বা স্বল্প সময়ে বেশি অর্থ রোজগার করতে যারা আগ্রহী তারা স্টপ লস মেনে তাদের সওদা করে থাকেন। এই পদ্ধতিতে লোকসান হলেও কমের ওপর দিয়ে তা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কারণ কোনও সংস্থার শেয়ার কেনার পর এই ধরনের ট্রেডাররা যে স্টপ লস বা লক্ষ্মণরেখা টেনে দেন তার নিচে গেলে ওই সামান্য ক্ষতির মধ্যে দিয়ে পুষিয়ে নেওয়া যায়। আর ওপর দিকে উন্মুক্ত থাকে খোলা আকাশ। সেই হিসাবে লাভের অঙ্কটা অনেকটাই বেড়ে যেতে পারে। তবে এই ধরনের শর্টটার্ম ইনভেস্টররা লোভের বশীভূত হওয়ার থেকেও টেকনিক্যাল চার্ট মেনে ৪–৫ শতাংশ লাভ বা অনেক সময় এর থেকেও কমে সন্তুষ্ট থাকেন। যাঁরা দীর্ঘমেয়াদে শেয়ার কেনাবেচা করেন তারা আবার হুটপাট না করে নিচের দিকে ভালো সংস্থার শেয়ার পেলে কিনে ফেলেন, ওপরের দিকে গেলে বেশ কিছুদিন পর বিক্রি করে ভালো মুনাফা অর্জন করেন। যদিও এরা স্টপ লস দেন না স্বল্পমেয়াদীদের মতো তাও অনেক ক্ষেত্রে এজন্য পস্তাতে হয়। বিশেষ করে কোনও সংস্থার শেয়ার কেনার পর তার দাম প্রভূতাংশে পড়ে গেলে একটা গেল গেল রব ওঠে। এইটা এড়ানো যায় যদি আপনি বা আপনারা একটা সুনির্দিষ্ট স্টপ লস দিয়ে কাজ করেন। সে আপনি স্বল্প মেয়াদ বা দীর্ঘমেয়াদ যে ভিত্তিতেই কেনাবেচা করুন না কেন। এটা হলো শেয়ার বাজারের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক বা অধ্যায়।

এবার আগামী দীপাবলীর দিকে চোখ রেখে অনেক বিনিয়োগকারীরা অনেকটা হালখাতা করার মতো নতুন কিছু শেয়ার নিজেদের পোর্টফোলিওতে অন্তর্ভুক্ত করেন, এবং অনেক রদ্দি মাল বের করে দেন বা লস বুক করেন। এই প্রথাটা বছর বছরই চলে আসছে। তবে একটা ব্যাপক আকারে ক্ষতি স্বীকার করা সাধারণ ট্রেডারদের পক্ষে কখনই সম্ভব নয়। তাদের কাছে একটা সেন্টিমেন্ট বা আবেগ কাজ করে যে আমরা যা কিনেছি সেই দাম না পাওয়া পর্যন্ত কখনই ক্ষতি স্বীকার করবো না বা নিচের দামে শেয়ার বেচবো না। এটা কিন্তু একদিক থেকে ঠিক হলেও এই একগুঁয়ে মনোভাব অনেক সময় অনেক শেয়ার ব্যাপারীকে খাদের দিকে ঠেলে দিতে পারে। এমনই এক সংস্থার কথা এই মুহূর্তে সবার আগে মনে আসছে। বাবার প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা দুভাগ হওয়ার পর দু ভাই তাতে বাটোয়ারা করে নিজ নিজ অংশ বুঝে নিয়েছিলেন। ২০০০–এর পর থেকে এই সংস্থার কেনার দিকে ঝোঁক দেখা গিয়েছিল লগ্নিকারীদের মধ্যে। এ ব্যাপারে কি দেশি আর কি বিদেশি ফারাক ছিল না কোনও। সবাই একজোট হয়ে এই দুই ভাইয়ের শেয়ারগুলি নানা দামে কিনে আসছিলেন। ২০০৮–এর একদম প্রথম দিকে এই সব শেয়ারের দাম তৎকালীন চড়া বাজারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একেবারে হিমালয়সম উচ্চতায় পৌঁছে গিয়েছে। অথচ লেম্যান ব্রাদার্সের চরম দুর্বিপাকের হাত ধরে যখন গোটা বাজারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভারতীয় শেয়ার বাজারেও ব্যাপক ভূমিকম্প পরিলক্ষিত হচ্ছে তখন এইসব সর্বাধিক উচ্চতার শেয়ার প্রায় জলের দামে চলে আসে। স্বাভাবিক ভাবেই উঁচুতে কেনা শেয়ারগুলি ধরে থাকতে বাধ্য হন তৎকালীন ইনভেস্টররা। কিন্তু সেই অভিশাপ আজও কাটেনি। ভারতীয় বাজার সেই তলানী থেকে চারগুণের বেশি হয়ে গেলেও সেই উচ্চতার শেয়ারগুলোর আজও অনেকটাই নিচে পড়ে রয়েছে। সুতরাং কোম্পানি বা সংস্থার ফান্ডামেন্টাল বা ক্ষমতা সম্পর্কে ১০০ শতাংশ ওয়াকিবহাল হয়ে তবেই তাতে প্রবেশ করা উচিত। নচেৎ পরিণাম হতে পারে ভয়ংকর, হারাতে পারেন আপনার অর্থ।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১৭ অক্টোবর – ২৩ অক্টোবর, ২০১৫

মেষ : গৃহ ভূমি সম্পর্কে শুভফলের যোগ লক্ষিত হয়। নূতন কোন ব্যবসায় হাত না দেওয়াই ভালো, লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন না। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছি। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। সাবধান থাকবেন।

বৃষ : কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য রেখে না চললে ক্ষতি হতে পারে, বন্ধুদের থেকে সাবধান থাকবেন, মনের কথা অন্য কাউকে না বলাই ভালো। হিতে বিপরীত হতে পারে। পড়াশুনায় বাধার মাধ্যমে অগ্রসর হতে হবে। তীর্থ ভ্রমণ যোগ রয়েছে।

মিথুন : আত্মীয়দের সাথে সদ্ভাব বজায় রেখে চলতে পারবেন। মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়বেন। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে বিবিধ সমস্যা দেকা দিলেও ক্ষতি হবে না। জলপথে ভ্রমণে যাবেন না।

কর্কট : সময়টি আপনার পক্ষে শুভ। স্নেহ–প্রীতির দিকে মন আকৃষ্ট হবে। লেখা পড়ায় ফল ভাল হবে। আর্থিক বিষয়ে নানান সমস্যা আসবে, তথাপি আপনি শুভ ফল পাবেন। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে কিঞ্চিৎ বাধা আসবে।

সিংহ : গৃহ ভূমি সম্পর্কে শুভ ফল পাবেন। চুরি বা প্রতারনার দ্বারা ক্ষতির যোগ, আর্থিক বিষয়ে মিশ্রফল পাবেন। সঞ্চয়ে বাধা, কোন শুভ কাজে আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। দায়িত্বমূলক কাজে সফলতা পাবেন। প্রোমোটারদের পক্ষে সময়টি শুভ। শিক্ষায় ভাল ফল পাওয়ার যোগ আছে।

কন্যা : অর্থনৈতিক বিষয়ে ক্ষতি করবার চেষ্টা করবে। অসামাজিক কাজে অগ্রসর হবে না। শত্রুরা ক্ষতি করার জন্য তৎপর হয়ে রয়েছে। শিক্ষায় ফল ভাল পাবেন। কর্মস্থলে কিছু না কিছু গোলযোগ লক্ষিত হবে। ব্যবসায় উন্নতির জন্য নানাবিধ সুযোগ আসবে।

তুলা : কর্মস্থলে সুনাম বজায় রেখে চলতে পারবেন। গৃহ ভূমি ও জমি জমা সম্পর্কিত বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। আর্থিক বিষয়ে পূর্বের তুলনায় ভাল হবে। বাত বা বাত জাতীয় পীড়ায় কষ্ট পাবে না পড়াশুনায় মিশ্রফল পাবেন।

বৃশ্চিক : আপনার সৎ চিন্তাধারার জন্য আপনি প্রশংসিত হবেন। সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। আধ্যাত্মিক বিষয়ে উন্নতির যোগ রয়েছে। সদ গুরুলাভ ও সুন্দর চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটবে। লেখাপড়ায় বাধার মাধ্যমে অগ্রসর হতে হবে।

ধনু : মনের দৃঢ়তা ও একাগ্রতার জন্য উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারবেন। রক্ত চাপের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটতে পারে। সতর্ক হওয়া দরকার, লেখ্য পরীক্ষাদি বিষয়ে ও আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। যকৃৎ সম্বন্ধীয় পীড়ায় কষ্ট পাবে না। দূর ভ্রমণ যোগ।

মকর : পায়ে চোট আঘাত লেগে রক্তপাত হতে পারে। সন্তানের উন্নতিতে আনন্দ পাবেন প্রেম–প্রীতিতে কিঞ্চিৎ বাধা আসবে। লেখাপড়ায় ফল ভাল হবে। ভাগ্যের সুপ্রসন্নতায় কিছুটা বাধা আসবে। কিন্তু ভেঙে পড়বেন না। মনের জোরে চলুন।

কুম্ভ : আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে সন্তান বজায় রেখে চলা সম্ভব হবে না। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন না। নূতন বন্ধুলাভ এবং বন্ধুর সাহায্যে লাভবান হবেন। দৈব দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। সাবধানে চলাফেরা করতে হবে।

মীন : শরীর নিয়ে এখনও কষ্ট পাবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে ভাল ফল আশা করা যায়। আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার উন্নতি ঘটবে। কোমরের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। রক্তের চাপ বৃদ্ধি ঘটতে পারে। আপনার সঙ্গে ঠাণ্ডা খাবার হিতকর হবে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ৯১ পদে নিয়োগের সুযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিভিন্ন পদে ৯১ জন কর্মী নিয়োগ করবে দক্ষিণ ২৪ পরগনার গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতি। নিয়োগ হবে এক্সিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট, নির্মাণ সহায়ক, গ্রাম পঞ্চায়েত সেক্রেটারি সহ বিবিধ পদে। প্রার্থী বাছাই করবে ডিস্ট্রিক্ট লেভেল সিলেকশন কমিটি। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : DLSC/S24PGS/01/15.

গ্রাম পঞ্চায়েতের শূন্যপদ : এক্সিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট : ২০টি (সাধারণ–এক্সেম্পটেড ক্যাটেগরি ৮, সাধারণ–প্রাক্তন সমরকর্মী ৩, সাধারণ খেলোয়াড় ২, তফসিলি উপজাতি ২, তফসিলি উপজাতি–এক্সেম্পটেড ক্যাটেগরি ১, ওবিসি–এ এক্সেম্পটেড ক্যাটেগরি ২, ওবিসি–বি১, ওবিসি–বি এক্সম্পটেড ক্যাটেগরি ১)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্নাতক। সঙ্গে কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন স্বীকৃত ডিপ্লোমা কোর্স। সোশ্যাল ওয়ার্ক বা রুর‍্যাল ডেভেলপমেন্ট স্নাতকোত্তর ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা থাকলে কিংবা অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার। কম্পিউটারে এক বছরের ডিপ্লোমা কোর্সে এমএস ওয়ার্ড, এমএস এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট, ইন্টারনেট অপারেশন বিষয়ে শিখে থাকলেও অগ্রাধিকার পাওয়া যাবে। বেতনক্রম : ৭,১০০–৩৭,৬০০ টাকা। সঙ্গে গ্রেড পে ৩,৬০০ টাকা।

নির্মাণ সহায়ক : ২১টি (সাধারণ ৫, সাধারণ এক্সেম্পটেড ক্যাটেগরি ৪, সাধারণ খেলোয়াড় ১, তফসিলি জাতি ৪, তফসিলি জাতি–এক্সেম্পটেড ক্যাটেগরি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি–এ ২, ওবিসি–বি ২, ওবিসি–বি এক্সেম্পটেড ক্যাটেগরি ১)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্বীকৃত ডিপ্লোমা। বেতনক্রম : ৯,০০০–৪০,৫০০ টাকা সঙ্গে গ্রেড পে ৪,৪০০ টাকা।

গ্রাম পঞ্চায়েত সেক্রেটারি : ৪৩টি (সাধারণ ১৪, সাধারণ–এক্সেম্পটেড ক্যাটেগরি ৭, সাধারণ প্রাক্তন সমরকর্মী ২, সাধারণ খেলোয়াড়১, তফসিলি জাতি ৬, তফসিলি জাতি এক্সেম্পটেড ক্যাটেগরি ৩, তফসিলি উপজাতি ২, ওবিসি–এ ৩ ওবিসি–এ এক্সেম্পটেড ক্যাটেগরি ১, ওবিসি–বি ৩, ওবিসি–বি এক্সেম্পটেড ক্যাটেগরি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল। কম্পিউটারে অন্তত ৬ মাসের কোর্সে এমএস ওয়ার্ড, এমএস এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট, ইন্টারনেট অপারেশন বিষয়ে শিখে থাকলে অগ্রাধিকার। বেতনক্রম : ৫,৪০০–২৫,২০০ টাকা। সঙ্গে গ্রেড পে ২,৬০০ টাকা।

পঞ্চায়েত সমিতির শূন্যপদ : অ্যাকাউন্টস ক্লার্ক : ২টি (সাধারণ ১, সাধারণ–দৈহিক প্রতিবন্ধী ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক বা সমতুল। কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনে স্বীকৃত ডিপ্লোমা কোর্স করা থাকলে অগ্রাধিকার। অন্তত এক বছরের মেয়াদের ডিপ্লোমা কোর্সে এম এস ওয়ার্ড, এমএস এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট, ইন্টারনেট অপারেশন বিষয়ে শিখে থাকলে অগ্রাধিকার। বেতনক্রম : ৫,৪০০–২৫,২০০ টাকা। সঙ্গে গ্রেড পে ২,৬০০ টাকা।

ক্লার্ক–কাম টাইপিস্ট : ৩টি (সাধারণ দৈহিক প্রতিবন্ধী ১, সাধারণ এক্সেম্পটেড ক্যাটেগরি ১, তফসিলি জাতি–প্রাক্তন সমরকর্মী ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক বা সমতুল। সঙ্গে ইংরেজিতে মিনিটে ৩০টি শব্দ ও বাংলায় মিনিটে ২০টি শব্দ টাইপ করার দক্ষতা থাকতে হবে। এমএস ওয়ার্ড, এমএস এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট, ইন্টারনেট অপারেশন বিষয়ে জ্ঞান থাকলে অগ্রাধিকার। বেতনক্রম : ৫,৪০০–২৫,২০০ টাকা। সঙ্গে গ্রেড পে ২,৬০০ টাকা।

ডেটা এন্ট্রি অপারেটর : ২টি (সাধারণ ১, তফসিলি জাতি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক বা সমতুল। সঙ্গে ইংরেজিতে মিনিটে ৩০টি শব্দ ও বাংলায় মিনিটে ২০টি শব্দ টাইপ করার দক্ষতা এবং ঘন্টায় ৬,০০০ কি ডিপ্রেশনের ক্ষমতা থাকা বাধ্যতামূলক। পাশাপাশি স্বীকৃত কোনও প্রতিষ্ঠান থেকে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে অন্তত ৩ মাসের ট্রেনিং নিয়ে থাকতে হবে। ডেটা এন্ট্রি অপারেশনে এক বছরের অভিজ্ঞতা অথবা এমএস ওয়ার্ড, এমএস এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট, ইন্টারনেট অপারেশন বিষয়ে জ্ঞান থাকলে অগ্রাধিকার। বেতনক্রম ৫,৪০০–২৫,২০০ টাকা। সঙ্গে গ্রেড পে ২,৬০০ টাকা।

বয়স : ১–১–২০১৫ তারিকে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছরের এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে ছাড় পাবেন।

আন্তর্জাতিক, জাতীয় আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বা জাতীয় বিদ্যালয় স্তরের প্রতিযোগিতায় খেলোয়াড়দের অংশগ্রহণ করে থাকতে হবে। খেলোয়াড় নিয়োগ করা হবে এইসব ক্রীক্ষাক্ষেত্র (বন্ধনীতে কোড নম্বর) থেকে অ্যাথলেটিক্স (ট্রাক ও ফিল্ড ইভেন্ট সহ) (০১), ব্যাডমিন্টন (০২), বাস্কেটবল (০৩), ক্রিকেট (০৪) ফুটবল (০৫), হকি (০৬), সুইমিং (০৭), টেবল টেনিস (০৮), ভলিবল (০৯), টেনিস (১০), ওয়েট লিফটিং (১১), রেসলিং (১২), বক্সিং (১৩), সাইক্লিং (১৪), জিমন্যাস্টিক্স (১৫), জুডো (১৬), রাইফেল শ্যুটিং (১৭), কবাডি (১৮), খো খো (১৯)।

প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউয়ের মধ্যেমে। নির্মাণ সহায়ক পদের ক্ষেত্রে থাকবে মাধ্যমিক স্তরের ইংলিশ (১০ নম্বর), জেনারেল নলেজ (৭ নম্বর) এবং সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং (৭০ নম্বর) বিষয় প্রশ্ন। ডেটা এন্ট্রি অপারেটর পদের ক্ষেত্রে থাকবে উচ্চমাধ্যমিক স্তরের ইংলিশ (১০ নম্বর), বাংলা (১০ নম্বর), অঙ্ক (১০নম্বর), জেনারেল নলেজ (১০ নম্বর), কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন (২৫ নম্বর) এবং প্র্যাক্টিক্যাল টেস্ট (২৫ নম্বর)। বাকি সবক'টি পদের ক্ষেত্রে থাকবে মাধ্যমিক স্তরের ইংলিশ (২৪ নম্বর), বাংলা (২৫ নম্বর) এবং জেনারেল নলেজ (১০ নম্বর)। অবজেকটিভ ধরনের মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে। ভুল উত্তরের ক্ষেত্রে নেগেটিভ মার্কিং আছে। সবশেষে ইন্টারভিউ।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই দুটি ওয়েবসাইটের যে–কোনও একটির মাধ্যমে : www.s24pgs.gov.in বা www.zps24pgs.gov.in প্রার্থীর চালু ই–মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ নভেম্বর। অনলাইন দরখাস্তের সময় রেজিস্ট্রেশন নম্বর পাওয়া যাবে। নম্বরটি টুকে রাখবেন। অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোডের সময় এই নম্বর প্রয়োজন হবে। যথাযথভাবে দরখাস্ত পূরণ করে 'Submit' করুন। সাবমিটের পরে পূরণ করা দরখাস্তের এক কপি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন। পরে প্রয়োজন হবে। অনলাইন দরখাস্ত পূরণ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হলে আপনার মোবাইল নম্বর 'কনফার্মেশন মেসেজ' যাবে।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতিতে ১০২৩

স্টাফ নার্স, ফার্মাসিস্ট, পাবলিক হেলথ ম্যানেজার

কাজের খবর

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্টাফ নার্স, ফার্মাসিস্ট, পাবলিক হেলথ ম্যানেজার, আরবান হেলথ প্ল্যানিং অ্যান্ড মনিটরিং ম্যানেজার ও ডেটা ম্যানেজার পদে ১০২৩ জন কর্মী নেমে রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতি। নিয়োগ হবে চুক্তির ভিত্তিতে ন্যাশনাল আরবান হেলথ মিশনের অধীনে। এই নিয়োগের রিক্রুটমেন্ট নোটিস নম্বর : SHFWS/2015/68.

স্টাফ নার্স : মোট শূন্যপদ ৬১৮টি (সাধারণ ৩২০, তফসিলি জাতি ১৩৭, তফসিলি উপজাতি ৩৭, ওবিসি–এ ৬২, ওবিসি–বি ৪৩, দৈহিক প্রতিবন্ধী ১৯)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : জেনারেল নার্সিং অ্যান্ড মিডওয়াইফারি ট্রেনিং কোর্স পাশ করে থাকতে হবে। অথবা নার্সিংয়ে বিএসসি ডিগ্রি। বাংলা ভাষায় দক্ষতা থাকতে হবে। প্রার্থীকে পশ্চিমবঙ্গ নার্সিং কাউন্সিলের নথিভুক্ত হতে হবে। বয়স : ১–৯–২০১৫ তারিখে ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতন : মাসে ১৭,২২০ টাকা।

ফার্মাসিস্ট : মোট শূন্যপদ ৩০৯টি (সাধারণ ১৬০, তফসিলি জাতি ৬৮, তফসিলি উপজাতি ১৯, ওবিসি–এ ৩১, ওবিসি–বি ২২, দৈহিক প্রতিবন্ধী ৯)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : অ্যালোপ্যাথিকে ২ বছরের ডিপ্লোমা ইন ফার্মেসি কোর্স বা ডি–ফার্মা পাশ, রাজ্য ফার্মেসি কাউন্সিলে 'এ' ক্যাটেগরির ফার্মাসিস্ট হিসেবে নাম নথিভুক্ত থাকতে হবে। কম্পিউটারে এমএস অফিস ও ইন্টারনেটের ব্যবহার জানতে হবে এবং বাংলা ভাষায় দক্ষতা থাকতে হবে। উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলে অগ্রাধিকার পাওয়া যাবে। বয়স : ১–৯–২০১৫ তারিখ ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতন : মাসে ১৬,৮৬০ টাকা।

পাবলিক হেলথ ম্যানেজার : শূন্যপদ ৮৬টি (সাধারণ ৪৩, তফসিলি জাতি ২০, তফসিলি উপজাতি, ৫, ওবিসি–এ ৯, ওবিসি–বি ৬, দৈহিক প্রতিবন্ধী ৩)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : ডেন্টাল বা নার্সিংয়ে স্নাতক। অথবা বটানি, জুলজি, হিউম্যান ফিজিওলজি, মাইক্রো–বায়োলজি, বায়োকেমিস্ট্রি, বায়ো–টেকনোলজি, বায়ো–ইনফর্মেটিক্স — যে কোনও একটিতে স্নাতকোত্তর বা ইকনমিক্সে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। অথবা, সোশ্যাল সায়েন্সে স্নাতক ডিগ্রি–সহ পাবলিক হেলথ বা কমিউনিটি হেলথ বা প্রিভেন্টিভ অ্যান্ড সোশ্যাল মেডিসিন বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। অথবা, যে কোনও বিষয়ে স্নাতক, সঙ্গে হিউম্যান রিসোর্স বা হেলথ কেয়ারে এমবিএ ডিগ্রি। সবক্ষেত্রেই কম্পিউটারে এমএস অফিস ও ইন্টারনেটের ব্যবহার জানতে হবে। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ২ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকা চাই। বয়স : ১–৯–২০১৫ তারিখে ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতন : মাসে ২৫,০০০ টাকা।

আরবার হেলথ প্ল্যানিং অ্যান্ড মনিটারিং ম্যানেজার : শূন্যপদ ৯টি (সাধারণ ৪, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি–এ ১, ওবিসি–বি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : পাবলিক হেলথ ম্যানেজারের অনুরূপ। তবে এক্ষেত্রে কোনও কাজের অভিজ্ঞতা থাকার দরকার নেই। বয়স : ১–৯–২০১৫ তারিখে ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতন : মাসে ২২,০০০ টাকা।

ডেটা ম্যানেজার : শূন্যপদ ১টি (সাধারণ) শিক্ষাগত যোগ্যতা কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনে স্নাতকোত্তর। সঙ্গে ডেটা রেকর্ডিং ও অ্যানালিসিসের কাজে ২ বছরের অভিজ্ঞতা। অথবা, স্ট্যাটিস্টিক্সে স্নাতকোতত্তর। সঙ্গে ডেটা রেকর্ডিং ও অ্যানালিসিসের সঙ্গে ১ বছরের অভিজ্ঞতা। অথবা, কম্পিুটার অ্যাপ্লিকেশনে স্নাতক। সঙ্গে ডেটা রেকর্ডিং ও অ্যানালিসিসের কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা। অথবা, ইনফর্মেশন টেকনোলজিতে স্নাতক। সঙ্গে ডেটা রেকর্ডিং ও অ্যানালিসিসের কাজে ২ বছরের অভিজ্ঞতা। কম্পিটারে এমএস অফিসের জ্ঞান থাকতে হবে। বয়স ১–৯–২০১৫ তারিখে ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতন: মাসে ২৩,২৭০ টাকা।

প্রসঙ্গত, স্টাফ নার্স, ফার্মাসিস্ট, পাবলিক হেলথ ম্যানেজার ও আরবার হেলথ প্ল্যানিং অ্যান্ড মনিটারিং ম্যানেজার পদের জন্য পশ্চিমবঙ্গের যে–কোনও মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন বা মিউনিসিপ্যালিটিতে এবং ডেটা ম্যানেজার পদের ক্ষেত্রে হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে নিয়োগ হবে।

প্রার্থী বাছাই করা হবে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাপ্ত নম্বর ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। বাছাই করা প্রার্থীদের কম্পিউটার টেস্টে ডাকা হবে। তবে, স্টাফ নার্স পদের ক্ষেত্রে কোনও কম্পিউটার টেস্ট নেওয়া হবে না।

আবেদন করতে পারবেন শুধুমাত্র অনলাইনে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.wbhealth.gov.in অনলাইনে আবেদনের শেষ তারিখ ১৬ নভেম্বর, বিকেল ৫টা পর্যন্ত। অনলাইনে আবেদনের জন্য প্রার্থীর চালু ই–মেল আই ডি থাকতে হবে। অনলাইন দরখাস্তের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি পাঠাতে হবে।

ফি বাবদ ডিমান্ড ড্রাফটের মাধ্যমে দিতে হবে ১০০ টাকা (তফসিলি জাতি, উপজাতি, ওবিসি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৫০ টাকা)। ডিমান্ড ড্রাফটি "West Bengal State Health & Family Welfare Samiti"–র অনুকূলে যে–কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের কলকাতা সার্ভিস ব্রাঞ্চে প্রদেয় হতে হবে। অনলাইন দরখাস্তের প্রিন্ট আউটটি তারিখ সহ স্বপ্রত্যায়িত করে ডিমান্ড ড্রাফট সহ ২০ নভেম্বরের মধ্যে স্পিড পোস্টে পাঠাতে হবে এই ঠিকানায় : HR Cell, 1st Floor, GTZ Building, Swasthya, Bhawan, GN-29, Sector V, Bidhannagar, Kolkata-700 091. দরখাস্ত ভরা খামের ওপরে ও ডিমান্ড ড্রাফটের পিছনে নাম, জন্মতারিখ, অভিভাবকের নাম, অনলাইন রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও কাস্ট–ক্যাটেগরি লিখে দেবেন। খুঁটিনাটি প্রয়োজনে দেখুন উপরের ওয়েবসাইট।

ভদ্রেশ্বরে ৫০০ বছরের ঐতিহ্যবাহী দুর্গোৎসব ঘিরে উৎসাহ এলাকাবাসীর

মলয় সুর

ভদ্রেশ্বরে ঐতিহ্যমণ্ডিত দুর্গা পুজোগুলির মধ্যে অন্যতম হল ভদ্রেশ্বর জিটি রোডে রবীন্দ্রমঞ্চ থেকে উত্তরে যাওয়া যায় মনসাতলার কাছে। গলির মধ্যে পড়বে ''সরকার দালানের দুর্গোপুজো'। আর সেখানে প্রায় আনুমানিক পাঁচশ বছরের বেশি সময় ধরে হয়ে চলেছে 'সরকার দালানের দুর্গা পুজো' দাবি সরকার পরিবারের। এত বছরে ধরে এক কাঠামোতে হচ্ছে পুজো। পুজো কমিটির সহসভাপতি শম্ভুনাথ সরকার জানান, সরকার পরিবারের বৌ নন্দরানী বালা দেবী স্বয়ং উমার স্বপ্নের আদেশ পেয়ে এই পুজোর প্রতিষ্ঠা করেন। ঘট পুজো দিয়ে শুরু হয়। পরের বছর হোগলা পাতার ছাউনি দিয়ে কাল্পনিক মন্দির তৈরি করে তিনচালার প্রতিমার চালচিত্র তৈরি করে প্রদীপের আলোয় পুজো শুরু করেছিলেন তিনি। তখন নবাবী আমল। এখানে প্রতিমার গঠনে রয়েছে বিশেষত্ব। ৬ হাত তৈরি প্রতিমার প্রধান বাহন নরসিংহের রং সাদা ও মহিষাসুরের গাঢ় সবুজ। প্রতিমাকে আম পাতা রংয়ের ডুরে শাড়ি পরানো হয়। প্রতিটি সাজসজ্জাই থাকে মাটির। কোনও রকম কাপড়ের চিহ্ন থাকে না। মহালয়ার প্রতিপদ থেকে বোধন ও চণ্ডীপাঠ শুরু হয়। এক সময়ের পারিবারিক পুজো এখন সার্বজনীন। বর্তমান সভাপতি সুদর্শন মুখোপাধ্যায়। কমিটির যুগ্ম সম্পাদক সন্দীপ সরকার ও সৌমিত্র সুর বলেন এখনও নাটমন্দিরে প্রতিমা গড়া হয়। পুজোর প্রধান পুরোহিত হৃষিকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাচীন ঐতিহ্য মেনে পুজো করেন। প্রতিমার অঙ্গে শোভা পায় সোনার নথ, দুল, টিপ, গলার হার। সবই মানত করা পুরানো দিনের গহনা। আগে পাঁঠা বলি হত। এখন সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত আখ, কুমড়ো, শশা বলি হয়। বিজয়ার দিন শোকা যাত্রা সহ সরকার দালানের দুর্গা প্রতিমা আগে গঙ্গায় বিসর্জন হয়। তারপরে ভদ্রেশ্বরের অন্য ঠাকুর বিসর্জন দেওয়া হয়। সেই রীতি এখনও চলছে।

চন্দননগরে ৫০০ বছরের অতি প্রাচীন বসু বাড়ির দুর্গাপুজো

নিজস্ব প্রতিনিধি : চন্দননগর খলিসানী গড়ের ধারে বোসপাড়ার বসু পরিবারের পুজোর আকর্ষণ আজও অনেকেই অনুভব করেন। ৫০৮ বছরের পুরনো দুর্গাপুজো। বসু পরিবারের স্বর্গত করুণা বসু (ই ১৫০৮ খৃঃ) বাড়িতে পৈত্রিক বিগ্রহাদি স্থাপন ও প্রথম দুর্গাপুজো শুরু করেন। সাত পুরুষের এই পুজো। এদেরই বংশধররা কলকাতার শরৎ বসু রোডে (ল্যান্সডাউন) বাড়িতে পুজো করেন। তিন চালা প্রতিমা তৈরি হয় বাড়ির পুরানো দুর্গা দালানে। আগের ইতিহাস বলে বসু পরিবার জমিদার বাড়ি ছিল। তার নিদর্শন আজও বাড়ির কিছু অংশে বিরাজ করছে। বিশেষ করে বিশাল সিংহ দরজা এবং বিরাট বিরাট থামগুলো। চন্দননগরে বসু বাড়ির অনিল ঘোষ জানালেন, প্রতিবছর রথ পুজোর দিন প্রতিমার কাঠামো পুজো হয়। তবে আগে জন্মাষ্টমীর দিন কাঠামো পুজো হত। একই প্রতিমা শিল্পীর বংশধরেরা বংশ পরম্পরায় কাজ করে চলেছেন। বাড়িতে বিগ্রহ ও কষ্টি পাথর ও অষ্টধাতুর তৈরি শিব ও মদনমোহন মূর্তির নিত্য পুজো হয়। মহালয়ার পরের দিন থেকে প্রতিপদে বোধন ও চণ্ডীপাঠ হয়। এ বাড়ির প্রতিমার অঙ্গে শোভা পায়

সোনার নথ, দুল, টিপ, গলার হার। সপ্তমীর দিন কলা বউ স্নান করানো হয় সরস্বতী নদী থেকে। পুজোতে পশুবলি নিষিদ্ধ। আগে বাড়িতে পুজোর চারদিন থিয়েটার, গানবাজনা, নাটক হতো। এখন সব বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তবে আচার অনুষ্ঠান নিয়ম কানুন সবই আজও অক্ষুন্ন রয়েছে। এখনও নবমীর অতিথি অভ্যাগত আত্মীয়–স্বজনদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা হয়। দশমীর দিন খলিসানী বিশালাক্ষ্মী মন্দিরে ধূপ–ধুনো কাপড় শাখা সিঁদুর দিয়ে পুজোর রীতি রয়েছে। তবে আগে প্রতিমার সামনে দশমী পুজো হওয়ার পর ওখানে শুরু হয়। পুজোর ক'দিন সন্ধ্যায় আরতি দেখার মতো। পুজোর পরিবেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। বিজয়া দশমীতে প্রতিমার ঘট ভাসান হয় সরস্বতী নদীতে এবং প্রতিমা বিসর্জন হয় গঙ্গায়। এদের বংশধররা হীরেন বসু, দেবকুমার বসু, সন্দীপ বসু, বিশ্বজিৎ বসু পুজোর সময় এক জায়গায় মিলিত হয়ে পুজোর আনন্দ উল্লাসে মেতে ওঠেন। এখানে অসুরের গায়ের রং গাঢ় সবুজ হয়। দশম দিন বাড়ির বউরা সিঁদুর খেলায় মেতে ওঠেন। এই কটা দিন হই চই করে কেটে যায়। তারপর আবার সারা বছরের প্রতীক্ষা।

শারদীয়া সম্প্রীতির আবহে যুক্ত করা হোক শেখ নুরদেরও

পার্থসারথি গুহ

বালির দেশে আমরা যখন ঝিনুক বা নুড়িপাথর কুড়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়ি,তখন মাঝেমধ্যে দেখা যায় এইসবের মধ্যে থেকে বেরিয়ে পড়ে রাশিরাশি মণিমুক্তো। আবার কেউটের বাসায় খানাতল্লাশি করতে গিয়ে সাপের দেখা মেলার প্রবাদ তো আমাদের সমাজে দীর্ঘদিন ধরেই চলে আসছে। নাম যদি কারও নুর হয়

তাহলে আবার তার ঠিকুজিকুষ্টি ঘেঁটে ছোটবেলার নুড়ি কুড়ানোর গল্প মনে আসছে নিশ্চয়ই। দক্ষিণ কলকাতার প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোডের নিকটস্থ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত ঘড়িঘরের বাসিন্দা শেখ নুর মহম্মদের ছোটবেলায় নুড়ি সংগ্রহের অভ্যেস ছিল না কিনা জানি না। তবে অন্ধ সমর্থনের জেরে তিনি নির্ঘাত অগাধ মণিমুক্তো জমিয়ে ফেলেছেন তাঁর হৃদয়ের মণিকোঠায়, একথা জোর দিয়ে বলাই চলে।

বলাইবাহুল্য, এইসব মণিমুক্তো কিন্তু আদৌ আসল নয়। বরং অসংখ্য মানুষের ভালোবাসার পুঁজির ওপর এই অঢেল মুক্তরাশি সংগৃহীত হয়েছে মহমেডান এবং তৃণমূলের পাড় সমর্থক নুরের হৃদয়শালায়। সমর্থক বা অন্ধ সমর্থনে নুরের মতো অনেককেই হয়তো পাওয়া যাবে। নিজের সামান্য রোজগারে ভর করে প্রিয় টিম মহমেডানের মঙ্গলের জন্য সুদূর রাজস্থানের আজমের শরিফে চাদর চড়ানো কিংবা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরোগ্য কামনায় বিশেষ প্রার্থনা করা এসব নুরের অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। যদিও তার জন্য কোনও প্রতিদানের আশা কোনওদিনই করেনি নুর। কিন্তু নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে বেড়ে ওঠা এখনও সেভাবে জীবনে প্রতিষ্ঠার মুখ না দেখা নুরের প্রতি কিছু দায়িত্ব কী তাঁর দুই প্রিয় প্রতিষ্ঠান মহমেডান এবং তৃণমূলের ওপর বর্তায় না? মুখে তার যতই কুলুপ থাকুক না কেন, এইসব কট্টর সমর্থকদের ব্যাপারে মহমেডান ক্লাব বা তৃণমূল কংগ্রেস কতটা ওয়াকিবহাল সেই খোঁজটা একটু করে দেখা যাক।

এমনিতে নুরের গতিবিধি সম্পর্কে যথেষ্টই খবর রাখেন শতাব্দী প্রাচীন মহমেডানের শীর্ষ কর্তারা। বিশেষ করে সাংসদ সুলতান আহমেদ বা কলকাতার উপ–মহানাগরিক ইকবাল আহমেদরা নুরকে যথেষ্ট স্নেহও করেন। দলের মঙ্গল কামনায় নুর যখন আজমির শরিফে চাদর চড়াতে যান যখন পাশেই থাকেন সাংসদ সুলতান আহমেদ সাহেব। মহমেডানের যে কোনও ম্যাচ, তা সে কলকাতায় হোক বা কল্যাণী–বারাসত নুর ঠিক হাজির হয়ে যান। পকেট কপর্দকশূন্য হয়ে থাকলেও তাকে কেউ ঠেকাতে পারেনা মাঠে হাজিরা দেওয়া থেকে। তাই যদি প্রভাবশালী ক্লাব কর্তারা একটু নজর দেন নুরের প্রতি তাহলে হয়তো জীবনের সমীকরণটাই পালটে যেতে পারে। বিশেষ করে আজকের কর্পোরেট সংস্কৃতিতে ক্লাব অফিসিয়াল হিসেবেও নুরের নামটা একটু ভেবে দেখা যায় না কী?

এর পাশাপাশি নিজের প্রিয় রাজনৈতিক দল তথা ক্ষমতাসীন সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ হয়তো নুর নিজে করতে পারেন না। কিন্তু সেই জন্মলগ্ন থেকে ঘাসফুল দলের ভালোমন্দের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা নুরের মতো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্তরা মা–মাটি–মানুষের আমলে একটু সামাজিক মর্যাদা লাভের জন্য অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠার কথা ভাবতেই পারেন। অটো চালকদের নিয়ে আন্দোলনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছায়াসঙ্গী হওয়া কিংবা ঘড়িঘরের ঈদের দাওয়াতে নেত্রীর পাশে থাকা সবেতেই নুর দক্ষিণ কলকাতার অন্যতম উল্লেখযোগ্য মুখ হয়ে উঠেছেন। স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম এমনকি খোদ মুখ্যমন্ত্রী নুরকে চেনেন ভালোমতোই। নামটা ক্ষণিকের জন্য মনে না করতে পারলেও নুরের মুখ পরিচিত মহমেডান এবং তৃণমূল দুই কক্ষপথেই। শুধু তাকে একটু সামাজিক আলোকে আলোকিত করতে পারলে শারদীয়ার আনন্দটা বোধহয় আরও জুতসই হয়ে উঠত।

মুক্তার প্রতিমা, বিভিন্ন ফলের বীজ দিয়ে মণ্ডপ

বিশ্বজিৎ পাল, ক্যানিং : সুন্দরবনের ১৯টি ব্লকে দুর্গা পুজোর বাজনা বেজে উঠেছে। পৃথিবীর বৃহত্তম ব–দ্বীপ ভারত ভূখণ্ডের সুন্দরবনের ১০২টি দ্বীপের মধ্যে বর্তমান ৫৪টি দ্বীপের জঙ্গল প্রায় সাফ করে দিয়ে আজ প্রায় ৫০ লক্ষ মানুষের বসবাস। তার মধ্যে দুর্বাদলের উপর ভোরের শিশির। বাতাসে শিউলির গন্ধ। পুজো মানেই চারটে দিন বাধাহীন, গন্ডিহীন অফুরন্ত স্বাধীনতা। পুজো মানেই ভালো লাগা আর ভালবাসা। তবে একবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় পৌঁছে সুন্দরবনের গ্রামের পুজোর চরিত্র কিছুটা বদলে গিয়েছে। সাতের বা আটের দশকের মতো সুন্দরবনে হ্যাজাকের আলোয় আজ আর পুজো হয় না। এমন পুজো হলে আসে জেনারেটরের আলো। বর্তমানে শহরের অন্যান্য বড় পুজোগুলির সঙ্গে সমানতালে টেক্কা দিতে তৈরি হয়েছে সুন্দরবনের একাধিক পুজো কমিটি।

ক্যানিং –১ ব্লকের দিঘীর পাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের হসপিটাল পাড়া গ্রামে কর্ণাটকের মহিশূরের

ক্যানিং হসপিটাল পাড়া

শিব মন্দিরের থিম ফুটে উঠেছে। এই পুজোর দায়িত্বে পুরুষরা থাকলেও দেখভাল করেন এলাকার মহিলারা। ৬৩ তম বছরের এই পুজোকে ঘিরে সুন্দরবনের ক্যানিং এলাকায় বেশ উন্মাদনা।

এবার ৬৩তম বর্ষ পূর্তিতে সম্পূর্ণ মুক্ত দিয়ে তৈরি অন্নপূর্ণা রূপে মা দুর্গাকে মণ্ডপে শান্তি রূপিনী দশভুজা হিসাবে দেখানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তবে মুক্ত দিয়ে তৈরি মা দুর্গার মধ্যে সুন্দরবনের কৃষ্টি–সংস্কৃতি ফুটিয়ে তুলছে মৃৎ শিল্পী সুভাষ জানা। এদিকে শিল্পী স্বপন ভুঁইয়া জনা পঞ্চাশ কর্মীকে নিয়ে দিবা–রাত্রি বাঁশ, বাটাম, কাপড়, চট, ত্রিপও বোর্ড এবং বিভিন্ন ফলের বীজ দিয়ে গড়ে তুলছে ৪৫ ফুট উচ্চতার মণ্ডপ। সেখানে চলছে বিভিন্ন ফলের বীজ এবং কাঠের সূক্ষ্ম কারুকার্যও। চন্দননগরের আলোক সজ্জায় বিভিন্ন থিম ফুটিয়ে তুলবেন শিল্পী অশোক সুঁড়ুই। সংস্কৃতি মঞ্চে থাকবে দুঃস্থদের বস্ত্র বিতরণ, প্রতিবন্ধীদের আর্থিক সাহায্য, ছাত্র–ছাত্রীদের পুস্তক বিতরণ।

মাতলা–২ গ্রাম পঞ্চায়েতের রাজার লাট সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির ৩৩তম বর্ষে এবারের থিম নেপালের ভূমিকম্প। ভাবনায় নিউ স্টার ক্লাব। রাজার লাট সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির যুগ্ম সম্পাদিকা সুপর্ণা পাল, চন্দনা পাল বলেন– ভূমিকম্প হলে প্রাথমিক স্তরে মানুষের কি করা উচিত।

ক্যানিং হাই স্কুল পাড়া সার্বজনীন দুর্গোৎসবের এবার ৬৯ তম বর্ষ। থিম নারী পাচার ও কন্যাশ্রী প্রকল্প। ভাবনায় হাইস্কুল পাড়া অধিবাসীবৃন্দ। পুজো কমিটির সভাপতি অশোক হালদার এবং যুগ্ম সম্পাদক অরিন্দম বোস বলেন সুন্দরবনের নারী সমাজকে সচেতন করে তুলতে এই প্রয়াস।

পারিজাত সংঘের শারোদৎসবের থিম ''বিলে থেকে বিবেকানন্দ''

কুনাল মালিক : দুর্গা পুজো মানে অফুরন্ত আনন্দ, হাসি, হুল্লোড়। কিন্তু বর্তমান সময়ে ঐতিহ্যবাহী উৎসবের সাবেকিয়ানার আনন্দে আজ আধুনিকার অবক্ষয় গ্রাস করেছে আমাদের। তাই উৎসব আনন্দের মাঝেও আমাদের অন্তরাত্মাকে জাগরিত করতে দক্ষিণ শহরতলীর নোদাখালী থানার বারাতলা পারিজাত সংঘ তাদের ২৯ তম বছরের শারদ আরাধনার থিম করেছে – 'বিলে থেকে বিবেকানন্দ'। মূল মন্ডপটি হচ্ছে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের আদলে। থার্মোকল প্লাই দিয়ে অপূর্ব মহিমায় তৈরি করা হয়েছে। মন্দিরের চারিদিকে বিভিন্ন মূর্তির মাধ্যমে বিবেকানন্দের শৈশব থেকে কৈশোর এবং রামকৃষ্ণের সান্নিধ্যলাভ এবং পরবর্তী সময়ে চিকাগো সম্মেলনে বক্তব্য ও বাংলার মাটিতে চিকাগো থেকে বজবজে পদার্পণের নানা ঘটনাকে তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়াও বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে জহরলাল, গান্ধিজি, রামকৃষ্ণ ও নানা মনীষীরা কি বলেছেন, তা ছবির মাধ্যমে তুলে ধরা হবে। সমগ্র মন্ডপ ও মডেল গুলির রূপদান করছেন দীনবন্ধু সাঁফুই ও শৈলেন সাঁফুই। পারিজাত সংঘের সম্পাদক তপন হালদার জানালেন, বর্তমান সময়ে যুব সমাজ যেভাবে অবক্ষয়ের শিকার হচ্ছে, তাদের সামনে বিবেকানন্দ এবং তাঁর মতাদর্শকে তুলে ধরা ছাড়া অন্য কোনও বিকল্প পথ নেই। তাই আমাদের শারদোৎসবের থিম – 'বিলে থেকে বিবেকানন্দ।'' এই বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটেও যেভাবে ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক চিন্তাধারণাকে তুলে ধরা হচ্ছে তা প্রশংসাযোগ্য।

বর্ণালী সংঘে ময়ূরপঙ্খী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাকদ্বীপ: ময়ূরপঙ্খী (সাত সমুদ্র–তেরো নদীর পার করে ভিন্ন দেশে গিয়ে রাজাদের বাণিজ্য ক্ষেত্রের বিশেষ নৌকা)। সমস্তটাই আলোক সজ্জার মাধ্যমে। থিমের সাথে মানান সই প্রতিমাও। মন্ডপ শিল্পী ও প্রতিমা শিল্পী দেবশঙ্কর মহেশ। ডেবরা, পশ্চিম মেদিনীপুর। পুজো কমিটির যুগ্ম সম্পাদকের কোট : নাম– পরিতোষ সিংহ ও সুব্রত পানিগ্রাহী। তাদের বক্তব্য, বর্তমান বাজার মূল্যের সাথে তাল মিলিয়ে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা বাজেটের মধ্যে আমাদের পুজোর নতুন একটা থিম উপস্থাপিত করছি। এছাড়াও অন্যান্য বছরের মতো এবছরও পুজো কমিটির পক্ষ থেকে দুস্থ, প্রতিবন্ধী ও পাচার হয়ে যাওয়া মহিলাদের পরিবারের হাতে আর্থিক সাহায্য তুলে দেওয়া হবে।

পুলিশের পুরস্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি : পুজোয় দক্ষিণ ২৪ পরগণা জুড়ে পুলিশি ব্যবস্থা কেমন থাকছে তা জানাতে গত ১৫ অক্টোবর জেলা পুলিশের দফতরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত হন জেলাশাসক, প্রেসিডেন্সি রেঞ্জের ডিআইজি, পুলিশ সুপার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সহ জেলার পুলিশ আধিকারিকরা।এবার জেলায় পুজোর সংখ্যা ২১০০ যার মধ্যে বড় পুজো ৪৬টা। পুজোর ভিড় সামলাতে থাকছে ৪০০০ পুলিশ ফোর্স, ৯০০০ সিভিক পুলিশ। সঙ্গে র‍্যাফ, স্পেশাল কমব্যাট ফোর্স। থাকছে ৪৫টি পুলিশ সাহায্যকারি বুথ। পুজোর আগে অপরাধ আটকাতে ইতিমধ্যেই গঠিত হয়েছে বিশেষ তদন্তকারি দল। প্রত্যেক ব্লক ও মহকুমায় থাকছে কন্ট্রোল রুম। পুজো প্যান্ডেলের ম্যাপ ও গাইড সহ ৩০ হাজার লিফলেট বিলি হয়েছে বিভিন্ন স্কুলে। জেলা পুলিশ এবার ঘোষণা করেছে 'স্বচ্ছ শারদ সম্মান'। প্রথম পুরস্কার ২৫ হাজার টাকা। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার যথাক্রমে ১৫ ও ১০ হাজার। এবার পুজোর ঠিক পরেই মহরম। তাই যে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা সামলাতে নেওয়া হয়েছে বাড়তি সতর্কতা।

মহানগরে

জন্ম–মৃত্যু নথি

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুরসভা থেকে 'জন্ম–মৃত্যু সংক্রান্ত নথি' দেওয়ার কাজ অব্যাহত। ২০১৪–'১৫ অর্থবর্ষে ১,৩৮,৯১৩টি জন্ম–শংসাপত্র এবং ৮০,৩৭৪টি মৃত্যু–শংসাপত্র প্রদান করা হয়েছে। চলতি অর্থবর্ষে প্রথম ছ'মাসে প্রায় ৭০,০০০ জন্ম–শংসাপত্র নথি প্রদান করা হয়েছে বলে পুরসূত্র থেকে জানা গিয়েছে। শংসাপত্র জাল করা নিয়ে এক সময় মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ কঠোর মনোভাব নিয়েছিলেন। বিশেষ করে যেসব অসাধু দালাল–ফড়েরা এই ধরনের কুকীর্তি চালাচ্ছিল তাদের হাতেনাতে ধরেও ফেলেন অতীনবাবু। বস্তুত তার আমলে এই কাজ আরও সুচারু হয়েছে।

শহরে যত্রতত্র প্লাস্টিক, পলিথিন ফেললে কড়া হাতে মোকাবিলা করা হবে : মহানাগরিক

বরুণ মণ্ডল

উত্তর–পূর্ব ভারতে কলকাতা মহানগরীর গুরুত্ব অপরিসীম। কলকাতা উত্তর–পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার। এই শহরের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং ভৌগোলিক গুরুত্ব সকলেরই জানা। বহু বছর ধরে বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ এবং ভাষার মানুষ এই শহরে বাস করছেন। তাই কলকাতাকে জঞ্জাল মুক্ত করতে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায়। বর্তমানে মূল কলকাতা দিনে তিনবার পরিষ্কার করার কাজ চলে। এমন কি কলকাতার বাণিজ্যিক এলাকায় সন্ধেবেলাতে জঞ্জাল সাফাইয়ের কাজ চলছে। শহর পরিচ্ছন্ন রাখতে কঠিন বর্জ্য দ্রুত অপসারণ করতে ইতিমধ্যে কম্প্যাক্টর ভ্যাটের সংখ্যা বর্তমানের দ্বিগুণ করা হবে বলেও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আবার ধাপা যেহেতু জলাভূমি হিসাবে স্বীকৃত সে কারণে ধাপা অঞ্চলে কোনওরকম নির্মাণ কাজ নিষিদ্ধ। এমতাবস্থায় রাজ্য সরকার রাজার হাটে ২০ একর অর্থাৎ ৬০ বিঘার বেশি জমিকে ডাম্পিং গ্রাউন্ড হিসাবে ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছে। সম্প্রতি জঞ্জাল অপসারণ প্রসঙ্গে মহানাগরিকের জোরালো মন্তব্য, কেবল কম্প্যাক্টরের সংখ্যা দিয়ে নয়, কাজের মানসিকতাই সবচেয়ে বড়ো। আগামী দিনে জঞ্জাল মুক্ত 'ক্লিন অ্যান্ড গ্রিন' কলকাতা গড়ে উঠবে। যত্রতত্র প্লাস্টিক, পলিথিন এসব ফেললে কড়া হাতে মোকাবিলা করা হবে। মানুষকে আরও সচেতন হতে হবে। প্লাস্টিক বা পলিথিন ব্যাগ, প্লাস্টিক বোতল, থার্মোকল, কাগজ, ছেঁড়া কাপড়, ন্যাকড়া, কঠিন বর্জ্য ফেলবেন না। নাগরিকদের কাছে মহানাগরিকের আবেদন, কাউকে রাস্তা নোংরা, কফ, থুথু ফেলতে দেখলে তা নিষেধ করুন। কোথাও গালিপিট বা ম্যানহোলের ঢাকনা ভাঙা থাকলে অবিলম্বে এলাকার পুর প্রতিনিধিকে যে কোনও মাধ্যম দ্বারা জানান। ওয়ার্ডের নির্দিষ্ট স্থানে জঞ্জাল ফেলুন। জঞ্জালের সমস্যা মোকাবিলায় কলকাতা পুরসভা সাফল্যের সঙ্গে কাজ করছে। শহরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিভিন্ন স্থানে কম্প্যাক্টর ভ্যাট বসানো হয়েছে। পুরসভা সমস্ত রকম ব্যবস্থা নিচ্ছে। এই সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শহরের বিভিন্ন বড়ো রাস্তার মোড়ে হোর্ডিং লাগানো হয়েছে। ব্যানার, পোস্টার টাঙানো হয়েছে। শহরকে পরিষ্কার রাখা যেমন কলকাতা পুরসভার দৈনন্দিন কাজ তেমনই আমরা যাঁরা কলকাতার প্রকৃত প্রায় ৪৫লক্ষ নাগরিক তাদেরও নিজেদের এলাকা পরিচ্ছন্ন রাখার দায়বদ্ধতা রয়েছে। মহানাগরিক জানান, যৌথভাবে আমরা যদি কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ি তাহলে খুব কম সময়ে আমরা জঞ্জাল মুক্ত শহর গড়ে তুলতে পারবো। মহানাগরিকের সঙ্গে পুরনিকাশি দফতরের মেয়র পারিষদ তারক সিং কলকাতার নাগরিকদের কাছে একটি বিশেষ আবেদনে জানান, কলকাতার জলছবি চিত্র পাল্টাতে গেলে কলকাতার নাগরিকদের আরও সচেতন হতে হবে। নাগরিকদের প্লাস্টিক ব্যবহার কমাতে হবে। প্লাস্টিক ভাঙা কৌটো জলের সঙ্গে মিশে নিকাশির মুখ আটকে দিচ্ছে। আপনারা সকলেই জানেন, শহরের নিকাশি ব্যবস্থার এক মহা শত্রু প্লাস্টিক। ছোটো বড়ো প্লাস্টিক প্যাকেট, প্ল্যাস্টিকের টুকরো, প্ল্যাস্টিকের বোতল এসব নিকাশি নালার মুখ বন্ধ করে দেয়। এমন কী নিকাশি পাইপ লাইনের মুখে ঢুকে জল নিষ্কাষণে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তারকবাবু আরও জানান, এটা শুধুমাত্র কলকাতার সমস্যা নয়। সারা পৃথিবীর মহা নগর গুলি এই একটি সমস্যায় ভুগছে। সমস্যাটিকে মোকাবিলা করার জন্য বহু শহরে প্লাস্টিক নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারণ কাগজের প্যাকেট ফেললে তা জলের সংস্পর্শে এসে ধীরে ধীরে গলে জলের সঙ্গে মিশে যায়। কিন্তু প্লাস্টিকের প্যাকেট দশ–বিশ–পঞ্চাশ বছরেও জলে মিশবে না। মাটিতে মিশে যাবে না। আবার মাটির পক্ষেও প্লাস্টিক অত্যন্ত ক্ষতিকারক। মাটির এক অংশ থেকে অন্য অংশে তরল পদার্থ, সূক্ষ্ম জীবাণুদের চলাচলে বাঁধা দেয় মাটির ভেতরের ওই প্লাস্টিক। তবে নিকাশি ব্যবস্থার প্রধান শত্রু এইসব প্লাস্টিকের টুকরো। তাই পুরসভার পক্ষ থেকে শহরবাসীর কাছে বিনীত নিবেদন, রাস্তার ধারের গালিপিটে কোনও জঞ্জাল ফেলবেন না। প্লাস্টিক প্যাকেট, বস্তা, প্ল্যাস্টিকের বোতল, ডাবের খোলা, বাজারের বর্জ্য পদার্থ এই ধরনের জিনিস যাতে শহরের নিকাশি ব্যবস্থায় না ঢুকে পড়ে, সেদিকে সতর্ক নজর রাখুন। পাড়ার নাগরিকদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে নিজেরাই উদ্যোগী হোন।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫০ বর্ষ, ১ সংখ্যা, ১৭ অক্টোবর – ২৩ অক্টোবর, ২০১৫

পুরস্কার ফেরানোর মধ্যে চমক আছে, নেই দেশাত্মবোধ

দেশে এখন জরুরি অবস্থা চলছে না, বড়োসড়ো জাতি দাঙ্গারও কোনও খবর নেই। ভয়ঙ্কর কোনও দুর্নীতি কিংবা অপরাধের কান্ড ঘটায়নি কেন্দ্র। এমনই এক সময় দেখা যাচ্ছে একদা সাহিত্যকৃতীর সম্মান সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার এক শ্রেণির লেখক-বিদ্বজন অক্লেশে ফেরৎ দিচ্ছেন কেন্দ্রীয় সরকারকে। এই ফেরৎ দেওয়ার প্রতিযোগিতায় সামিল মূলত নেহেরু–বামঘেঁষা একশ্রেণির লেখক–লেখিকা। সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্বের যাঁরা দাবিদার হন তাঁদের হাতেই ওঠে সাহিত্য আকাদেমির পুরস্কার। যদিও এ বিষয়ে বরাবরই পক্ষপাতিত্ব, রাজনীতি, গোষ্ঠীনীতি প্রভৃতির অভিযোগ ছিল।

পুরস্কার ফেরানো লেখক–লেখিকার তালিকা প্রায় ২০ জনের মতো এখনও পর্যন্ত। তাঁদের মূল অভিযোগ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি অবিচার করছে কেন্দ্র। কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা তাঁরা সামনে নিয়ে আসতে চাইছেন। ওইসব লেখক–লেখিকা একদা নির্বাচনের আগে মোদির বিরুদ্ধে ভোটদানের আবেদন জানিয়ে ছিলেন জনগণের কাছে। স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের নিরপেক্ষতা নিয়ে জনমানসে একটি ধারণা তৈরি হয়েছে। হঠাৎ দেশে কি এমন ঘটনা ঘটলো যে তাঁরা কেন্দ্রের বিরুদ্ধে পুরস্কার ফেরৎ দেওয়ার ''বিদ্রোহ'' ঘোষণা করতে বাধ্য হলেন তা বিস্ময়কর। একদা এদেশে জরুরি অবস্থা জারি হয়েছিল, ভাগলপুরের মর্মান্তিক ঘটনা, দিল্লির নির্ভয়া কান্ড প্রভৃতির ক্ষেত্রে এইসব বুদ্ধিজীবীদের হৃদয় ও বিবেক সক্রিয় হয়ে ওঠেনি।

কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে একাধিক মন্ত্রী স্বাভাবিকভাবেই একশ্রেণির সাহিত্যিকদের এই ধরনের আচরণের মধ্যে রাজনীতির আভাস পেয়েছেন এবং স্পষ্ট করে তাদের বক্তব্যও জানিয়েছেন। পাকিস্তানের এক শ্রেণির মানুষের ভারত বিদ্বেষ সবার কাছেই পরিষ্কার। তার প্রতিক্রিয়া ভারতের কোনও নাগরিক বা দল প্রকাশ করলে সে ব্যাপারে সমর্থন বা প্রতিবাদ করার ভাষা ও মঞ্চ আলাদা। যে সমস্ত সাহিত্যিক পুরস্কার ফিরিয়েছেন তাঁদের নিজেদের প্রতিভার প্রতি একদিকে যেমন প্রশ্ন তুলছেন অন্যদিকে হঠাৎ তাঁদের এই জেগে ওঠার মধ্যে বিশেষ রাজনৈতিক লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে। ডান–বাম যে রাজনীতিকই হোন দেশের স্বার্থ, দেশের ঐক্য, মান মর্যাদা সবার আগে। সেক্ষেত্রে সাহিত্য আকাদেমির গুরুত্বকে লঘু করে দেবার মধ্যে আর যাই থাক মহত্ব বা দেশাত্মবোধ প্রকাশ হয় না। অবশ্য সকলেই একমত ও এক পথের পথিক তা নয়। বহু সাহিত্যিকই পুরস্কার ফেরানোর প্রচারে সামিল হন নি। আগামী দিনে আশা করা যায় দেশে যখন সত্যিকারের বিবেকের দরকার পড়বে তখন ওই সব সাহিত্যিকদের দেশবাসী সঙ্গে পাবে।

অমৃত কথা

শঙ্করাচার্য এদিকে ব্রহ্মজ্ঞানী, আবার প্রথম প্রথম ভেদ বুদ্ধিও ছিল, তেমন বিশ্বাস ছিল না। চণ্ডাল মাংসের ভার নিয়ে আসছে শঙ্কর গঙ্গাস্নান করে উঠছেন, হঠাৎ চণ্ডালের গায়ে গা লেগে গিয়েছে। শঙ্করাচার্য বললেন, 'এই তুই আমায় ছুঁলি।' চণ্ডাল বললে, 'ঠাকুর। তুমিও আমায় ছোঁওনি, আমিও তোমায় ছুঁইনি।' যিনি শুদ্ধ আত্মা তিনি শরীর নন, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব নন। তখন শঙ্করের জ্ঞান হল।

কৃষ্ণকিশোর পরম হিন্দু, সদাচারী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। তিনি বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন। একদিন সেখানে বেড়াতে বেড়াতে তাঁর জল তেষ্টা পায়। একটা কুয়ার কাছে গিয়ে দেখতে পেলেন, এক জন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে।

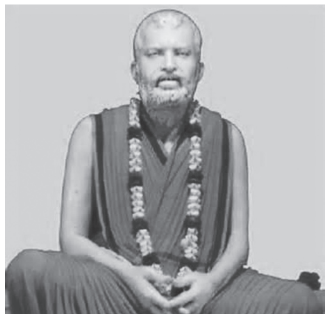

তিনি তাকে বললেন, 'ওরে তুই আমায় এক ঘটি জল দিতে পারিস?' সে বললে, 'ঠাকুর মশাই আমি অতি হীন জাত মুচি।' কৃষ্ণকিশোর বললেন, 'তুই বল শিব।' ভগবানের নাম করলে মানুষের দেহ মন সব শুদ্ধ হয়ে যায়।

সকলকে ভালোবাসতে হয়। কেউ পর নয়। সর্ব ভূতে সেই হরিই বিরাজ করছেন। তিনি ছাড়া কিছুই নেই। প্রহ্লাদকে ঠাকুর বললেন, 'তুমি বর নাও।' প্রহ্লাদ বললেন, আপনার দর্শন পেয়েছি, আমার আর কিছু দরকার নেই। ঠাকুর ছাড়লেন না। তখন প্রহ্লাদ বললেন, যদি বর দেবেন, তবে এই বর দিন, আমায় যারা কষ্ট দিয়েছে তাদের যেন কষ্ট না হয়।

ভক্তি পাকলেই ভাব। ভাব হলে সচ্চিদানন্দকে ভেবে অবাক হওয়া যায়। আবার ভাব পাকলে মহাভাব, প্রেম এই সব হয়। ভাবেতে মানুষ অবাক হয়, বায়ু স্থির হয়ে যায়, আপনি কুম্ভক হয়। যেমন বন্দুকের গুলি ছোঁড়বার সময় যে ব্যক্তি গুলি ছোঁড়ে সে বাক্য শূন্য হয় ও তার বায়ু স্থির হয়ে যায়। প্রেমে সচ্চিদানন্দকে বাঁধবার দড়ি পাওয়া যায়। যখন দেখতে চাইবে, দড়ি ধরে টানলেই হল। যখনই ডাকবে –তখনই পাবে।

প্রেম হওয়া অনেক দূরের কথা। চৈতন্যদেবের প্রেম হয়েছিল। ঈশ্বরে প্রেম হলে বাইরের জিনিস সব ভুল হয়ে যায়। জগৎ ভুল হয়ে যায়। আর নিজের দেহ যে এতো প্রিয় তাও ভুল হয়ে যায়।

ভক্তি কিরূপে হয়? প্রথমে সাধু সঙ্গ করতে হয়। সৎসঙ্গ করলে ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা হয়। শ্রদ্ধার পর নিষ্ঠা। নিষ্ঠায় ঈশ্বর–কথা ছাড়া আর কিছু শুনতে ভালো লাগে না। স্ত্রীর যেমন স্বামীতে নিষ্ঠা, এই নিষ্ঠা যদি ঈশ্বরেতে হয়, তবেই ভক্তি হয়। ভক্তিতে মন–প্রাণ একেবারে ঈশ্বরে লীন হয়ে মিশে যায়।

ফেসবুক বার্তা

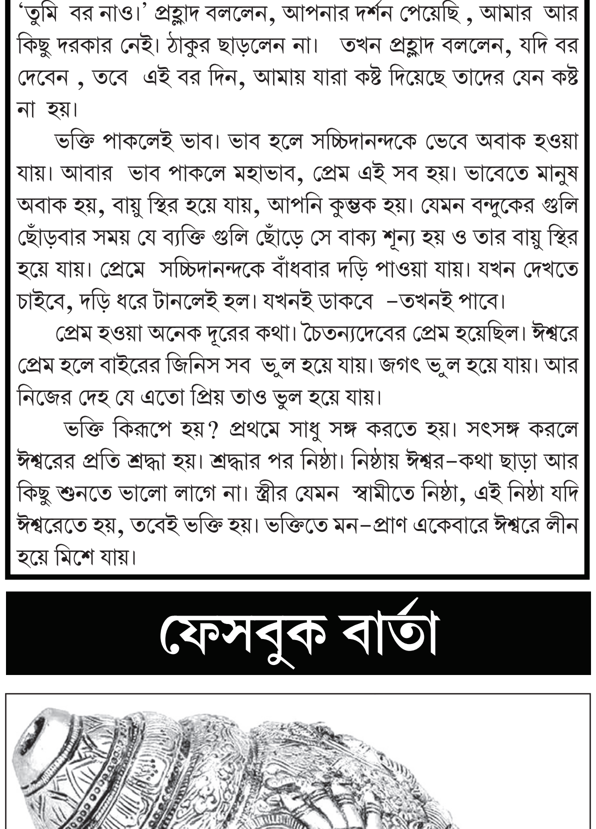

শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খে ভাগ বসিয়েছেন মা দুর্গা। পুজোর ঠিক প্রাক্কালে এই অভিনব ছবিটি চিত্রায়িত হয়েছে ফেসবুকের কক্ষ পথে। শঙ্খের গায়ে খোদিত হয়েছেন অসুরদলনী দেবী দশভূজা।

কর্মসংস্থান–লুম্পেন–সিন্ডিকেটরাজ

বিকল্পিত রাজারহাট পর্ব ১১

সুস্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজারহাট–নিউটাউনে সিন্ডিকেট রাজের বিরুদ্ধে সদ্য সমাপ্ত বিধাননগর পুরসভা নির্বাচনে তৃণমূল বিরোধী দলগুলো সোচ্চার হয়েছিল। অভিযোগ উঠেছিল সিন্ডিকেটরাজ নিয়ে তৃণমূলের গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের। গত মার্চ মাসে কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি সঞ্জীব ভট্টাচার্য রায় দিয়েছেন, সিন্ডিকেটের নামে টাকা তোলাবাজি স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনকে কঠোর হাতে দমন করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর দলে হুশিয়ারি দিয়েছেন দলীয় কোনও সদস্য সিন্ডিকেটের সাথে যুক্ত থাকলে তাকে বার করে দেবার। অথচ রাজাহাট–নিউ টাউনে সিন্ডিকেটরাজ বন্ধ করা যায় নি। কেন এই সিন্ডিকেটরাজ বন্ধ করা যায় নি, তার উত্তর প্রশাসনের কাছে নেই। তবে তৃণমূলের বিধায়ক ও সদ্য বিজয়ী পুর প্রতিনিধি সব্যসাচী দত্ত সঠিক কথাটাই বলেছেন, সিন্ডিকেটরাজ বাম রাজত্বে গড়ে উঠেছিল। কিভাবে রাজ্যের তৎকালীন আবাসন মন্ত্রীর প্রত্যক্ষ মদতে সিন্ডিকেটরাজ গড়ে উঠেছিল তার প্রকৃত তথ্যানুসন্ধানে এই সংখ্যায় আলোকপাত।

গত সংখ্যায় বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল বা সেজের স্বীকৃতি লাভে এই উপনগরীতে তথ্য প্রযুক্তি শিল্পে মধ্যবিত্ত পরিবারের ইঞ্জিনিয়ার, পেশাজীবী এবং পরিষেবাগত ক্ষেত্রের কর্মসংস্থান নিয়ে লিখেছিলাম। প্রান্তিকমানুষেরকর্মসংস্থানেরক্ষেত্রেহিডকো কতটা আন্তরিকতা দেখিয়েছিল, খাতায় কলমে তার হিসাব–নিকাশ ফলাও করে প্রচার করেছে। কিন্তু বাস্তবের হিসাবে সব ফাঁকা আওয়াজ। হিডকোর নথিভুক্তিতে ল্যান্ড লুসার কোঅপারেটিভ সংস্থার সাইন বোর্ড টাঙানো হয়। এই সমবায় সংস্থার অধীনে ৫৫টি সমবায় সংস্থা গড়ে তোলা হয়। এই সমবায় সংস্থাগুলির কাজ ছিল বহুজাতিক সংস্থার অফিস বিল্ডিং বহুতল আবাসন নির্মাণ সংস্থার কাছে ইট বালি স্টোনচিপ সিমেন্ট ইমারতি দ্রব্যের যোগান দেবে। চলতি বাজারের চেয়ে চড়া দামে নির্মাণ সংস্থাগুলি কো–অপারেটিভের কাছ থেকে ইমারতি দ্রব্য কিনতে বাধ্য থাকবে। রাজারহাট–নিউটাউন–ভাঙরের এই সমবায়গুলি স্থানীয় জনগণ ও নির্মাণ সংস্থার কাছে 'সিন্ডিকেট' নামেই পরিচিত হয়। বাম–ডান দুই দলের নেতা কর্মীরা সিন্ডিকেটের সদস্য হলেও বাম রাজত্বে সিপিএমের মন্ত্রী বিধায়করা ছিলেন সিন্ডিকেটের মাথা। দিন বদলের পালায় এখন সিন্ডিকেট চালায় তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠী নেতারা। তোলাবাজদের নিয়ে আদি তৃণমূলী ও সদ্য আগত তৃণমূলদের সংঘর্ষ লেগেই আছে। এই সংঘর্ষ ত্রাসের আতঙ্কে সাধারণ উপনগরীর বাসিন্দারা আতঙ্কে দিন কাটায়।

সিন্ডিকেটের রাজনীতিকরণের বিষবৃক্ষ অতীতে সিপিএম যে পুঁতে গিয়েছে তার শাখা প্রশাখা বিস্তার হয়েছে। নির্মাণ সংস্থাকে বাজারের চেয়ে চড়া দামে শুধু নির্মাণের মশলা কিনতে হয় না। সিন্ডিকেট যে মাল মশলা যোগান দেয় তা অত্যন্ত নিম্নমানের। যার ফলে রাজারহাট নিউ টাউনে আবাসনের ভিত খুব একটা শক্তপোক্ত নয় বলে বাস্তুকারদের অভিমত।

রাজ্য সরকারের সহায়তায় গড়ে ওঠা সিন্ডিকেটের পাশাপাশি সিপিএম পার্টির মদতে ২০০০ সাল থেকে সমান্তরাল সিন্ডিকেট গড়ে উঠতে শুরু করে। স্থানীয় নেতা বা ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের আশ্রয়ে বাইরে থেকে এসে পেশী শক্তির জোরে এই সিন্ডিকেট গোষ্ঠীর কাজ হল জমি দখল করা। হিডকো এই সিন্ডিকেটকে আইনি স্বীকৃতি না দিলেও তোলাবাজি, জমির দালালি থেকে মোটা অঙ্কের অর্থ রোজগারের ব্যবস্থা হয়। ২০০৩–০৪ সাল থেকে দুই সিন্ডিকেটের মধ্য সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে এলাকায় নতুন নতুন সমাজবিরোধীর নাম উঠে আসে।

জমির দালালি ইমারতি দ্রব্য বা মশলা যোগানকে কেন্দ্র করে দুটি সিন্ডিকেটের কর্মকান্ডের তৃতীয় যোগান ক্ষেত্র ছিল সস্তায় শ্রমিক সেলসম্যান সিকিউরিটি গার্ড নিয়োগের ব্যবসা। জমিহারাদের ছেলেপুলেদের চাকরি পাইয়ে দেবার নাম করে শুরু হয় এজেন্সির ব্যবসা। দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে মুনাফার ফায়দা লোটার ব্যবসার জন্য এজেন্সি ব্যাঙের ছাতার মতন গড়ে উঠতে শুরু করে। অ্যাক্সিস মল — হোম টাউন — সিটি সেন্টারের মতো মলগুলোতে কর্মী নিয়োগের নামে মোটা অঙ্কের দালালি রোজগার শুরু হয়। অথচ তাদের মাইনা ৫–৭ হাজারের মধ্যে সীমিত থাকে। কয়েক মাসের মাইনা আবার এজেন্সিকে দালালি বাবদ দিয়ে দিতে হয়। বেআইনি এই এজেন্সির প্রতারণা বন্ধ করতে সরকার কোনও উদ্যোগ গ্রহণ করে নি। ক্ষমতায় যে দল আসীন থাকে তারাই এদের ত্রাতা হিসেবে সিন্ডিকেট–এজেন্সির ব্যবসায় এবং ক্ষমতাশালী দলের আর্শীবাদে রাজারহাট নিউটাউনে কোটি কোটি টাকার খেলা চলছে। এই টাকার খেলার কানাকড়ি কিন্তু বাস্তুচ্যুতদের পেটের অন্নের যোগান করতে যারা ব্যর্থ হয়েছে তারা দীর্ঘ সংগ্রাম করে গড়ে তুলেছে নবদিগন্ত পরিষেবা সমিতি। এই সমিতির কাজ হল সেক্টর ফাইভের রাস্তায় ভেন্ডার বা ঠেলা গাড়ি করে বাটার টোস্ট–চাউমিন– দুপুরের সস্তায় ভাত–ডাল–মাছ থেকে বিরিয়ানি সহ হরেকরকম জিনিস বিক্রি করা। প্রতিটি ভেন্ডার নবদিগন্ত পরিষেবা সমিতির দ্বারা নথিভূক্ত। যাতে ক্রেতারা কোনও সমস্যায় না পড়ে তার জন্য প্রতিটি ভেন্ডারের নাম, পরিচয়পত্র ইত্যাদি নথিভুক্ত করা আছে। কিন্তু তোলাবাজদের দাপটে এই ভেন্ডারদের ভীত সন্ত্রস্ত থাকতে হয়। স্থানীয় লুম্পেন গুন্ডারা তোলাবাজি না দিলে উঠিয়ে সেবার হুমকি দেয় বলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ভেন্ডার অভিযোগ করেছে। এর ওপর পুলিশের হুমকি রয়েছে। প্রতি মাসে স্থানীয় দাদা পুলিশদের ভেট দিতে কয়েক হাজার টাকা ভেন্ডারদের চলে যায়। টাকা না দিলে কেটে পড়ো নতুন ভেন্ডার বসবে।

কৃষি জমি থেকে পেটের অন্ন কেড়ে নেবার পর প্রান্তজরা এইভাবেই বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে। আইটি হাব এবং নয়া কর্মসংস্থানকে কেন্দ্রে করে চায়ের দোকান, পান, সিগারেটের দোকান করে রাজারহাটের ভূমিপুত্ররা ব্যক্তিগত পুঁজির আগ্রাসনে নিজেরা টিকিয়ে রাখে। কিন্তু ২০০৮ সালে তাদের বিকল্প কর্মসংস্থানের উৎখাত শুরু হয়। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা দফতর নিউ টাউনের ১৬টি এলাকাকে নগরায়ণের জন্য অধিগ্রহণের সুপারিশ করে। ১ লক্ষ ৭৫ হাজার জনসংখ্যা বিশিষ্ট এলাকার উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের স্বার্থে রাজারহাটের ১৪টি মৌজাকে নিউটাউনের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য হিডকোকে নির্দেশ দেয়। ফলে এই সব এলাকা থেকে স্থানীয় মানুষকে উৎখাত করা শুরু হয়। মনে পড়ে যায় ২০১০ সালে বালিঘুরি গ্রামের এক মহিলার হতাশা যন্ত্রণার কথা। সেই সময় হিডকো সবে জমি দখল করতে শুরু করছে। আগের দিনেও সে হাটে গিয়ে কুমড়ো বেগুন ঝিঙে বিক্রি করে এসেছে। পরের দিনে হিডকো চাষের জমি ছিনিয়ে গাছ কাটতে শুরু করেছে। 'একটি বেগুন গাছে একটা বেগুন শুধু ঝুলছে।' আর কিছুই নেই। সেদিন চাষির মেয়েটি বাসিন্দা হাই স্কুলে মাধ্যমিক পড়ত। টেস্টে বাড়ি জমি চলে যাবার পর রাস্তায় থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবার পর পয়সার অভাবে আর পড়তে পারে নি। সেদিনের সেই ১৬ বছরের মেয়েটি সাপুরজি পালনজির বহুতলে পরিচারিকার কাজ করে মাসে ৮ হাজার টাকা রোজগার করে। এই রোজগারের পয়সায় তার ভাইকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করিয়েছে। জমিহারাদের কেউ খেটে যায়, কেউবা সিন্ডিকেটের ব্যবসায় ফুলে ফেঁপে লাল।

মনে পড়ে যায় ২০১০ সালে বালিঘুরি গ্রামের এক মহিলার হতাশা যন্ত্রণার কথা। সেই সময় হিডকো সবে জমি দখল করতে শুরু করছে। আগের দিনেও সে হাটে গিয়ে কুমড়ো বেগুন ঝিঙে বিক্রি করে এসেছে। পরের দিনে হিডকো চাষের জমি ছিনিয়ে গাছ কাটতে শুরু করেছে। 'একটি বেগুন গাছে একটা বেগুন শুধু ঝুলছে।' আর কিছুই নেই। সেদিন চাষির মেয়েটি বাসিন্দা হাই স্কুলে মাধ্যমিক পড়ত। টেস্টে বাড়ি জমি চলে যাবার পর রাস্তায় থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবার পর পয়সার অভাবে আর পড়তে পারে নি। সেদিনের সেই ১৬ বছরের মেয়েটি সাপুরজি পালনজির বহুতলে পরিচারিকার কাজ করে মাসে ৮ হাজার টাকা রোজগার করে। এই রোজগারের পয়সায় তার ভাইকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করিয়েছে। জমিহারাদের কেউ খেটে যায়, কেউবা সিন্ডিকেটের ব্যবসায় ফুলে ফেঁপে লাল।

হিডকো অবশ্য দাবি করেছে জমিহারাদের পুনর্বাসনের জন্য কর্মসংস্থান মূলক প্রকল্প গ্রহণ করেছিল। ২০১০ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ২০ মিলিয়ন অর্থ খরচ করা হয়েছে স্ব–নির্ভর প্রকল্প এবং স্থানীয় যুবক–যুবতীদের কর্মসংস্থানের স্বার্থে প্রশিক্ষণে। ৩২৫৯ জনকে বিভিন্ন ধরনের ছোট ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ৭০টি স্বনির্ভর গোষ্ঠী গড়ে তুলে ৮৮১ জনকে যুক্ত করা গিয়েছে। হিডকোর এই দাবিকে নস্যাৎ করে দিয়েছে রাজারহাটের জমি রক্ষার আন্দোলনকারীরা এবং অন্যান্য গণ সংগঠন। হিডকো যে পূর্ণবাসনের ব্যবস্থা করেছিল তার ফায়দা লুঠেছে সরকার প্রোষিত দলতন্ত্র। থাকদারি–মহিষগোটা গ্রামের ভূমিহীন কৃষকরা জমি অধিগ্রহণের পর কাজের সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিল। তাদের অপরাধ ছিল তারা সরকারের জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলন সংগঠিত করেছিল।

জমিচ্যুত কৃষকদের পুনর্বাসনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ আবাসন পরিকাঠামো উন্নয়ন নিগম (হিডকো) সিন্ডিকেট গঠন করে স্থানীয় বেকার–যুবকদের কর্মসংস্থানের ইতিবাচক উদ্যোগই নিয়েছিল। নিউ টাউনের উন্নয়ন কর্মযজ্ঞে এই নিম্নবিত্ত পরিবারের বেকার যুবকদের উদ্দেশ্যে গড়া সিন্ডিকেট তাদের কিন্তু জায়গা হল না। এই সিন্ডিকেট দখল করে নিল বাইরে থেকে আসা মস্তানরা। ইট–বালি যোগানের মুনাফা সিন্ডিকেটের সদস্যদের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা না হয়ে মস্তানদের হাতে চলে যেতে থাকে। সিন্ডিকেট পরিণত হয় ত্রাস বাহিনীতে। ঔদ্ধত্য–অত্যাচার চমকানো টাকা তোলা শুধুমাত্র এই উপনগরীতে যারা আবাসন ফ্ল্যাট কিনেছে তাদের মধ্যে সীমিত থাকে নি। গরিব কৃষকদের ওপর অত্যাচার শুরু করে। শুরু হয় লুম্পেন সিন্ডিকেটরাজ। রাজারহাট নিউটাউন এখন তাদের দখলে। হাইকোর্টের বিচারপতির নির্দেশ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তাঁর পার্টির কর্মীদের সিন্ডিকেট থেকে দূরে থাকার যতই হুঁশিয়ার দিন, লুম্পেন সিন্ডিকেট বন্ধ করতে পারবে না। সিপিএম থেকে তৃণমূলের যোগদান পুলিশ প্রশাসনের টাকার ভোটে তোলাবাজিতে মদতদান রাজারহাটে এখন লুম্পেন সিন্ডিকেট রাজের জয়ধ্বনি।

বিধাননগর পুর ভোটে শাসকের দৌরাত্ম্য — গৌতমের বোধিলাভ!

নির্মল গোস্বামী

এক রাজা তার মন্ত্রীকে নিয়ে শিকারে গিয়েছেন। শিকারে গিয়ে চোট পেয়ে পায়ের একটা আঙুল বাদ গেল। তাই দেখে বিশ্বস্ত মন্ত্রী বললেন ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্য। একজনের অঙ্গহানি কি করে মঙ্গল হবে? রাজা সেদিন ভেবে পায়নি। তাই মন্ত্রীর উপর ক্ষিপ্ত হলেন — মনে মনে এর জবাব দেওয়ার জন্য উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় রইলেন।

আমরাও কি বলতে পারিনা যে গত ৩/১০/২০১৫ পুর নির্বাচনে যা যা হয়েছে তা পশ্চিমবঙ্গের গণতন্ত্রের পক্ষে মঙ্গল। নিশ্চয় আমাকে একজন মস্তিষ্ক বিকার সম্পন্ন ব্যক্তি ভাবছেন। তা না হলে অতো সাংবাদিক মার খেল। মানুষ ভোট দিতে পারল না। ভোট দেওয়ার জিদ করতেই দিদির ছোট ভাইয়েরা তাদের চপলমতির চঞ্চলতার খেয়ালে ভোটারকে রাস্তায় ফেলে মারল। সেই সব ছবি প্রচার মাধ্যম মারফত সারা দুনিয়া দেখল। সব বিরোধীরা সমস্বরে গণতন্ত্র ধ্বংসের তীব্র নিন্দা করল। ফেসবুক, টুইটার অ্যাকাউন্টে সরকার বিরোধী সরস মন্তব্য আছড়ে পড়ল। এই নির্বাচন নিয়ে নজিরবিহীন ঘটনা ঘটল– তাহলে নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাঝ পথে সরকারি দলের অনৈতিক চাপ সহ্য করতে না পেরে নির্বাচন কমিশন পদত্যাগ করলেন। তারপরও যদি কেউ বলে যা হয়েছে তা গণতন্ত্রের ভালোর জন্য তাকে কি পাগল না ভেবে অন্য কিছু ভাবতে পারে?

সত্যিই তো উপরের গল্পের রাজাও মন্ত্রীকে পাগল ভেবেছিলেন। মহারাজের অঙ্গহানিতে ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছার নিদর্শন কেমন করে বলতে পারে। কিন্তু গল্পের শেষটা যদি শুনতেন তখন শুধু মন্ত্রী নয় সকলেই বলবে যে হ্যাঁ মন্ত্রী সেদিন সত্য কথাই বলেছিলেন। শেষটা হল এই যে ওই ঘটনার প্রায় ১০–১২ বছর পর রাজা আবার মৃগয়ায় বের হয়েছেন। এবার বন মধ্যে শিকারের পিছনে ধাওয়া করতে করতে পথ হারিয়ে ফেললেন। শান্ত, অবসন্ন হয়ে ক্ষুধা–তৃষ্ণায় কাতর রাজা যখন জীবনের আশা ত্যাগ করেছেন এমন সময় এক কাপালিকের চেলার সাক্ষাৎ পেলেন। তিনি তাকে তাদের পোড়ো মন্দিরে নিয়ে গিয়ে খাদ্য পানীয় দিয়ে আপ্যায়ন করলেন। রাত্রিতে ভীষণ দর্শন এক কাপালিক এসে চেলাকে বললেন 'মা নিজেই নিজের বলি পাঠিয়ে দিয়েছেন। এই রাজরক্তেই আমার সাধনা সমাপ্ত করব। যাও একে ঝর্ণায় স্নান করিয়ে নতুন বস্ত্র পরিয়ে আনো আমি পুজোর আয়োজন করি। ভয়ে রাজার প্রাণ পাখি উড়ে গেল। বলির পূর্ব মুহূর্তে কাপালিকের চোখে পড়ল যে রাজার পায়ের একটা আঙ্গুল নেই। যে দেহে কোনও খুঁত আছে তা মায়ের বলিতে চলে না। তাই রাজা ছাড়া পেলেন এবং বন থেকে বের হবার পথের দিশাও পেলেন। এখন রাজার সর্বাগ্রে তাঁর মন্ত্রীর কথা মনে পড়ল। সেদিন যদি অঙ্গহানি না হতো তাহলে আজ নিশ্চিত মৃত্যু। রাজা দেশে ফিরে মন্ত্রীকে পুরস্কৃত করলেন।

গল্প ছেড়ে এবার আসুন গণনার দিনে — সিপিএম–এর প্রাক্তন মন্ত্রী ও বর্তমান উত্তর ২৪ পরগণা জেলার সম্পাদক মাননীয় গৌতম দেবের সাংবাদিক সম্মেলনে নির্ভেজাল স্বীকারোক্তিতে আসি, তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন যে হ্যাঁ, আমাদের আমলেও ভোট লুঠ হত তবে এমন ব্যাপক ভাবে নয়। সারা রাজ্যের মধ্যে ১০–১৫টা বিধানসভা কেন্দ্রে অস্বাভাবিক ভোট হয়েছিল। এবং আমরা তা আমাদের পার্টির রিপোর্টে স্বীকার করছি যে এটা ঠিক নয়। তিনি আরও বলেছেন আমরা অনেক ভালো কাজ করেছি। তার মধ্যে ৫ শতাংশ খারাপ কাজ করেছি। তৃণমূল সরকার আমাদের ভালো কাজের অনুকরণ না করে খারাপ কাজের অনুকরণ করছে কেন? আক্ষেপ! বড় আক্ষেপ করেছেন কমরেড গৌতম দেব।

যখন ক্ষমতা ছিল তখন কমরেডেদের জ্ঞান চক্ষু খোলেনি। আত্মসমালোচনার নাম করে অনেক ধোঁকাবাজি করেছে পার্টির সঙ্গে জনগণের সঙ্গে। কি সেই ধোঁকাবাজি? রাজ্য কেমন চালিয়েছে কতটুকু ভালো করেছে বা আরও কতটুকু আরও ভালো করা যেতো সে বিষয়ে তর্কে যাবো না। শুধু এইটুকু বলতে পারি যে ৩৪ বছরে বামফ্রন্ট যদি চাইত তবে পশ্চিমবঙ্গের শাসন ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক সেট–আপটা মজবুত করতে পারত। সমস্ত প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে গণতান্ত্রিক সেট–আপকে না ভেঙে আরও কার্যকরী তুলতে পারত। পুলিশের মধ্যে পার্টির ইউনিয়ন তৈরি করল তাতে প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা ভেঙে পুলিশ ও সাধারণ প্রশাসনকে দলদাসে পরিণত না করতে পারত। যদি কিছু না করে শুধু এই কাজটা করত। এর জন্য কিন্তু বাজেট বরাদ্দ করতে হতো না। এটা করলে প্রশাসন থেকে সাধারণ মানুষ সকলেই দুহাত তুলে আশীর্বাদ করত। এবং বামফ্রন্ট ক্ষমতা হারালেও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আবার ক্ষমতায় ফেরার রাস্তা খোলা থাকত।

যাই হোক গৌতমবাবুর এই বোধিলাভ মানে জ্ঞানলাভ হল এটা কিন্তু এমনি এমনি হয়নি। হল বিধাননগর সহ তিনটি পুরসভার ভোটে তৃণমূলের ভৈরব বাহিনীর কাছে তাদের অসহায়তা প্রকাশ হবার পর। তাইতো আর কোনও দিনই বোধহয় ক্ষমতায় ফিরতে পারবে না। কারণ আধা শহর থেকে গ্রামের সর্বনিম্ন স্তরের প্রশাসনগুলি আজ সব তৃণমূলের কবজায়। এই সব প্রশাসনিক স্তর থেকেই দান, খয়রাতি সরকারি সাহায্য সব কিছুই এমন কি হুমকি পর্যন্ত বিতরণ করা হয়। ফলে একটা বিশাল সংখ্যক ভোটকে ম্যানুপুলেট করা যায় সহজেই। এই অনুভূতিটাই ভয় ধরিয়ে দিয়েছে গৌতমবাবুর মনে।

আমাদের ইতিহাসের গৌতমের মনে জরা, ব্যাধি, মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাবার আকাঙ্খা জেগে ছিল। তাই তিনি গৃহত্যাগ করে সাধনায় মগ্ন হলেন। কঠোর সাধনায় তাঁর বোধি লাভ হল। তিনি হলেন বুদ্ধদেব। বোধিলাভের পর ভূত ভবিষ্যৎ সবকিছু পরিষ্কার হয়ে গেল। অতীতের অনেক জন্মের স্মৃতি তিনি গল্পের ছলে বলে দিলেন। তা ইতিহাস জাতকের গল্প নামে খ্যাত। আমাদের বাম গৌতমের বোধিলাভ হল ক্ষমতায় সহজে না ফেরার ভয় থেকে। মানুষ চাইলে তৃণমূলের ভাইদের দাপটে তা আর সম্ভব নয় জেনে– ধ্যানে বসে তিনি তাঁদেরই সরকারের কালো দাগগুলো বোধহয় তাঁর সমাহিত চিত্তে ভেসে উঠল। তা দিয়ে জাতকের গল্প তৈরি না হলেও কিন্তু সত্য স্বীকারোক্তি বের হল। অনেকটা নেতাজির ফাইল প্রকাশের মতো। শুধু সত্য বের হল তা নয় সঙ্গে সঙ্গে এই বোধ হল যে তৃণমূল যদি তাদের দেখানো পথে ভোট লুঠের পথ থেকে সরে না আসে তাহলেই সর্বনাশ।

আবার ধ্যান নেত্রে দেখতে পেলেন যে, আত্মঘাতী কাজের জন্য তাদের পতন হয়েছে সেই আত্মঘাতী পদক্ষেপ তৃণমূলও করছে ফলে তাদেরও পতন হবে। শুধু এই দার্শনিক ভাবনাটুকু আমজনতার উপকারে লাগলেও লাগতে পারে। গণতন্ত্রকে ধ্বংস করা যে শাসকের ''কালিদাসী মূর্খতা'' এই চেতনা যদি নেতাদের মনে সত্যিই উদয় হয়ে যাকে তবে তাকে তারিফ করতেই হয়। বিলম্বিত বোধোদয় বলা যাবে না। এও যে একটা চলতি কথা আছে ঠেলার নাম বৃন্দাবন'', ওর ধাক্কায় যে বোধদয় তাকে অবজ্ঞা করা সমীচিন হবে না বোধহয়। তাই ধন্যবাদ গৌতমদা রাজনীতির সত্য মার্গ দর্শন আজ হল তা সুযোগ যদি আসে নিশ্চয় কাজে লাগিয়ে জনগণের অশেষ মঙ্গল বিধান করবেন আশা রাখি। সঙ্গে সঙ্গে রাজার মন্ত্রী গল্পে আসি। এখনেও গণতন্ত্রের জীবন্ত সমাধি দেখেও বলতে হবে যে তৃণমূল যা করেছে ঠিক করেছে কারণ তা না করলে কমরেড গৌতমের বোধিলাভ হত না যে। আর এটা তো প্রতিষ্ঠিত সত্য যে রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উলুখাগড়ার প্রাণ যায়। তাই গত ভোটে যাঁরা নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ থেকে বঞ্চিত হলেন, যাঁরা নিগৃহীত হলেন তাঁদের সকলের কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

নোদাখালীর বাইক উদ্ধার বারাসত থেকে

নিজস্ব প্রতিনিধি : দুবছর আগে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নোদাখালী থানার অন্তর্গত বারাতলা পাত্রপাড়ার সেখ ইসমাইল নামে এক ব্যক্তির বাড়ি থেকে কাওয়াসাকী নিনজা কোম্পানির তিন লক্ষাধিক দামের একটি বাইক চুরি হয়েছিল। নোদাখালী থানায় এফআইআরও হয় (15/10/13 – No. 134)। অবিশ্বাস্যভাবে সেই বাইকটি উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বারাসাত থানা এলাকা থেকে গত ১৩ অক্টোবর নোদাখালী থানার পুলিশ ও সেখ ইসমাইল উদ্ধার করে নিয়ে আসেন। কিন্তু বাইকচুরি চক্রের এক পান্ডাকে বারাসাত থানা গ্রেফতার করেও ছেড়ে দেয়। বারাসাত থানার আইসি জয় প্রকাশ পান্ডের ভূমিকা নিয়ে নোদাখালী থানা এবং সেখ ইসমাইলের পরিবারের মনে সংশয় ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনায় প্রকাশ দুবছর আগে বাইকচুরি হলেও নোদাখালী থানার তৎকালীন আইসি তমলা দাস কোনও সুরাহা করতে পারেন নি। দিন দশেক আগে সেখ ইসমাইলের ছেলে সেখ বাপী বারাসাতের ওপর দিয়ে গাড়ি করে শান্তিপুরে যাচ্ছিলেন ব্যবসার কাজে। হঠাৎই বারাসাত মোড়ের কাছে ভাইভাই অটোমোবাইল গ্যারেজে সবুজ রঙের WB20AA4996 নম্বরের তাদের চুরি হওয়া গাড়িটি চোখে পড়ে। ফোনে ঘটনাটা সেখ ইসমাইলকে জানালে, তারা বারাসাত থানায় কাগজপত্র ও নোদাখালী থানার এফআইআর কপি নিয়ে আইসি জয়প্রকাশ পান্ডের সঙ্গে দেখা করেন। আইসি গ্যারেজের মালিক সেখ আজাদকে (আপেল) গ্রেফতার করে গাড়ি থানায় নিয়ে আসে। গ্যারেজ মালিক জানায় পিন্টু সরকার

নামে এক ব্যক্তি ওই গাড়ি গ্যারেজে রেখে গিয়েছে, ৩ লক্ষ ৩০ হাজার টাকায় বিক্রি করবে বলে। তার নামেই নাকি গাড়ি আছে। কিন্তু বারবার তাগাদা দেওয়া সত্ত্বেও পিন্টু সরকার থানায় আসেন নি। বারাসাত থানার অইসি বাইক ফিরিয়ে দিতে তেমন আগ্রহ দেখান নি প্রথম দিকে। ইসমাইল নোদাখালী থানায় ঘটনাটা জানিয়ে, আলিপুর কোর্ট থেকে বাইক সিজ করে আনার ম্যাজিস্ট্রেটের রায় নিয়ে গত ১৩ অক্টোবর বারাসাত থানায় যান নোদাখালী থানার এক আধিকারিককে নিয়ে। বারাসাত থানার আই সি জয়প্রকাশ পান্ডে কিছুতেই গাড়িটি আসল মালিককে ফিরিয়ে দিতে আগ্রহ দেখাচ্ছিলেন না বলে অভিযোগ করেন ইসমাইল। পিন্টু সরকার নামে ''তথাকথিত'' গাড়ির মালিকও হাজির হচ্ছিলেন না। শেষ পর্যন্ত হোম সেক্রেটারি পর্যন্ত পৌঁছয়। শেষ পর্যন্ত রাত দশটা নাগাদ গাড়িটি নোদাখালী থানার হাতে তুলে দেওয়া হয়। বারাসাত থানার আইসি জয়প্রকাশ পান্ডে গ্যারেজের মালিক সেখ আজাদকে গ্রেফতার করেও, বাইক চুরি চক্রের হদিশ না করেই তাকে ছেড়ে দেওয়ায় কিছু প্রশ্ন উঠেছে। সেই প্রশ্নে জয়প্রকাশ পান্ডে জানালেন, দেখুন গাড়ির গ্যারেজের মালিক জানিয়েছেন, পিন্টু সরকারের নামেই গাড়ির অরিজিনাল কাগজ আছে। সেটা পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে কথাটা ঠিক। আলিপুর আরটিও থেকে যে গাড়ির নামে কাগজ আছে তাতে পিন্টু সরকারের নামেই আছে।

তাহলে গাড়ির গ্যারেজের মালিকের দোষ কোথায়? কিন্তু নোদাখালী থানার সিজার অর্ডার দেখে আমি গাড়ি দিয়ে দিয়েছি। এবারে সেখ ইসমাইল পিন্টু সরকারের নামে 420 কেস করুক। ওটা নোদাখালী থানার ব্যাপার। এ ব্যাপারে আমাদের করণীয় আর কিছু নেই। তাহলে পিন্টু সরকার কে? বারাসাত থানার আইসি বলেন, সেটা নোদাখালী থানা তদন্ত করুক। শুনছি তো বাসন্তীর কোনও এক ব্যক্তি পিন্টু সরকারকে গাড়ি বিক্রি করেছিল। এদিকে অন্য একটি সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে গত মার্চ মাসে আলিপুরে চুরি যাওয়া ওই গাড়িটি পিন্টু সরকারের নামে হস্তান্তরিত হয়। সেখ ইসমাইলের প্রশ্ন – আমি আসল মালিক, আমার অনুপস্থিতিতে গাড়ির আসল কাগজপত্র ছাড়া অন্য কারও নামে গাড়ি হস্তান্তরিত হয় কি করে? এখন দেখার আরটিও পুলিশ প্রশাসন বাইক চুরির নেপথ্য কাহিনী উদ্ধার করতে পারে কি না।

ফের গড়িয়ায় গুলি, প্রমোটারের মাথায় বন্দুকের আঘাত

নিজস্ব প্রতিনিধি : গড়িয়ায় সিন্ডিকেট ব্যবসা ও প্রমোটারদের মধ্যে বচসা নিয়ে বিভিন্ন ওয়ার্ডে পর পর গুলি চললো। সিন্ডিকেট নিয়ে প্রথমে সংঘর্ষ ও গুলি শুরু হয় বোড়ালে, পরে রানিয়ায়। তোলাবাজ ও কুখ্যাত দুষ্কৃতী বাবুসোনা ধরা পরে ২১ কেজি গাঁজা সমেত রানিয়ায়। ২নং ওয়ার্ডের নব পল্লিতে গুলি চলে সিন্ডিকেট ব্যবসা নিয়ে এবং শেষবার গুলি চললো গড়িয়ায় পাঁচপোতা সবুজ সংঘের মাঠে প্রমোটারি ব্যবসা নিয়ে দুই দলের মধ্যে। গুলির পর গুলি। এই ৩ নং ওয়ার্ড হলো কুখ্যাত দুষ্কৃতীদের ডেরা। কারণ কয়েকবছর আগে এই ওয়ার্ডে খুনও হয়। এই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অশোকা মৃধা। ঘটনার দিন ফোন ধরেননি একটি বারের জন্য। বার বার শোনা যায় সুইচ অফ। কি হয়েছিলো শনিবারের রাতে? দুটি দলের মধ্যে গোলমাল বাঁধে। একটি প্রকল্পে মুন্নার লোকজন বসে মদ্য পান করছিলো সেই সময় একটি ট্রলি ভ্যান করে সিমেন্ট বালি নিয়ে আসছিলো সুকান্তর লোকেরা। মুন্না মোটরবাইক করে যাওয়ার সময় ধাক্কা লাগে তখনই মুন্না তার লোকজনকে ডেকে শুরু করে সুকান্তর সঙ্গে বচসা। এই গন্ডোগোলের জেরে সুকান্ত আক্রান্ত হয়। পুলিশ সুত্রের খবর – সুকান্ত মণ্ডল নামে এক ব্যক্তি আহত হন তাকে পিয়ারলেস হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কে এই মুন্না বা কে এই সুকান্ত? এলাকার খবর দুটি বহুতল ফ্ল্যাটের নির্মাণের কাজ চলছে। একটি প্রোজেক্টের সঙ্গে জড়িত তৃণমূলের আশ্রিত দুষ্কৃতী কসবা এলাকার বাসিন্দা মুন্না পান্ডে। আর একটি প্রকল্পে জড়িত তৃণমূলের সুকান্ত মণ্ডল। এই দুই প্রমোটারের মধ্যে ঝামেলা চলছিলো অনেকদিন ধরে। শনিবার হঠাৎ দু দলের মধ্যে বচসা হয়।

এরপরেই মুন্নার নেতৃত্বে দুষ্কৃতীরা চলে আসে এবং সুকান্ত বাবুকে মারধর করে। অভিযোগ মাথায় বন্দুকের বাঁট দিয়ে আঘাত করে তাকে লক্ষ করে গুলি ছোড়ে মুন্নার বাহিনী। এবং একজনের কান ঘেষে গুলি চলে যায় অল্পের জন্য বেঁচে যায় সে। এই ঘটনায় তৃণমূল পার্টি দায়ী নয় বলে জানান এলাকার এক তৃণমূলের নেতা। গোলমাল সিন্ডিকেট ব্যবসা নিয়ে। গত ১২ তারিখ সন্ধ্যায় মুন্নার এক সাকরেদকে ধরে ফেলে সোনারপুর থানার পুলিশ নাম প্রসন্ন দাস ওরফে ববি (৩০)। গড়িয়ায় রাজপুর সোনারপুর পুরসভার অধীনে যে সমস্ত ওয়ার্ডগুলি আছে তার মধ্যে বিশেষ করে ২, ৩ ও ৩২, ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডগুলি দুষ্কৃতী ও সিন্ডিকেট ব্যবসার ডেরা। এই সমস্ত ওয়ার্ডের জন প্রতিনিধিরা এবং ওয়ার্ড কমিটিতে যারা যুক্ত তারা সকলেই ভালো মতো ওয়াকিবহাল ওয়ার্ডে কোথায় কি হচ্ছে। তৃণমূলের ওয়ার্ড কমিটি, ক্লাব এরা সিন্ডিকেট ব্যবসা ও প্রমোটারদের সঙ্গে জড়িত আর এদের পিছনে থাকে জনপ্রতিনিধি আর এদেরকে পরিচালনা করে যারা টিকিট পাইয়ে দিয়েছে পুরসভার নির্বাচনে। গড়িয়ার এই সমস্ত এলাকার বাসিন্দাদের মনে ভয়ঙ্কর আতঙ্ক জন্মেছে এই সিন্ডিকেট ব্যবসা নিয়ে যে কোনও মুহূর্তে গুলিগোলা চললে তারা বিপদে পড়তে পারে।

চম্পাহাটিতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল ক্যানন

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার

দক্ষিণ ২৪ পরগনা চম্পাহাটির সোল গোহালিয়া গ্রামে নিম্ন বুনিয়াদি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উন্নয়নের জন্য ক্যানন ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলো। ১৪ অক্টোবর বেলা ১২টা নাগাদ বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানটি শুরু হয় প্রদীপ জ্বালিয়ে। উদ্বোধন করেন ক্যানন ইন্ডিয়া প্রাইভেট

লিমিটেড সিইও কাজুটাডা কোবায়াশি। সঙ্গে থাকেন মূল এনজিও কর্মকর্তা সবুজ সংঘ ও প্রধান শিক্ষিকা শিপ্রা গায়েন ও এলাকার বিশিষ্ট গুণিজনেরা। কাজুটাডাকে প্রশ্ন করা হয় কি কি বিষয়ে আপনারা এই স্কুলে সাহায্য করলেন অর্থ দিয়ে। উত্তরে তিনি বলেন তিনটি বিষয়ে – আই কেয়ার, এডুকেশন, এনভায়রনমেন্ট অর্থাৎ চক্ষু চিকিৎসা, শিক্ষা, পরিবেশ। এই নিম্ন বুনিয়াদি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শিপ্রা গায়েন বলেন আমরা এই স্কুলের জন্য ২১ ছটাক জমিটি পেয়েছি নূরমহম্মদ ঘরামীর কাছ থেকে এরপর পঞ্চায়েত থেকে বিদ্যালয় তৈরি করার জন্য অর্থ দিয়ে সাহায্য করে। কিন্তু ১৯০টি ছাত্রে জন্য পড়াশুনা করার মতন বর্তমান যুগে অচল এই বিদ্যালয়। খুব গরিব গ্রাম সেই কারণে কোনও জায়গা থেকে অর্থের সাহায্য পায় না স্কুলের বাচ্ছাদের কাছ থেকে কোনও মাইনে নেওয়া হয় না। সেই কারণে স্কুলের উন্নয়নের জন্য বেশ কিছু আর্থিক সহায়তা করলো ক্যানন। কি কি করা হবে? প্রথমত বিদ্যালয়ে বাথরুম হবে, দুটি ক্লাস ঘর হবে, চারটি কমপিউটার কেনা হবে, পরিশ্রুত পানীয় জল, ট্যাঙ্ক বসবে জলের জন্য। পড়াশুনা হবে চোখে দেখে ও কানে শুনে (অডিও ভিসুয়্যাল) যাকে বলে একেবারে মডেল স্কুল তৈরি হবে। কাজুটাডা বলেন আমরা গ্রামের কাজকর্ম বাড়াতে চাই। যে সমস্ত গ্রামগুলি সমস্ত দিক থেকে পিছিয়ে পড়েছে সেই সব জায়গায় গিয়ে স্কুলের বাচ্চাদের বই, কাপড়, জামা এবং স্কুল গুলিকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে তোলা এটাই আমাদের বিশেষ লক্ষ্য। এই বিদ্যালয় পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত। আজ বেশ কিছু ছাত্র ছাত্রীদের কাজুটাডা নিজের হাতে পুরস্কার তুলে দিলেন যারা কবিতা, আবৃত্তি নাচ, প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়েছে। ক্যানন ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড এর আগে ভারতবর্ষে ফি–রাজপুর নামক গ্রাম হরিয়ানা, মহারাজ কাট্টে গ্রাম, বেঙ্গালুরু, করনজোটি গ্রাম, থানে, মহারাষ্ট্র ২০১২ সালে এই গ্রামগুলিতে আই কেয়ার, এডুকেশন, এনভায়রনমেন্ট অর্থ লগ্নি করে।

বেহালা নবদ্বারিক ক্লাব, তাদের ২০তম বর্ষে রঙ এবং কাগজের মেলবন্ধনে উপহার দিচ্ছে নয়া ভাবনা। যার মূল রূপকার ইন্দ্রজিৎ সাধুখাঁ ও শুভঙ্কর দাস

শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি

প্রথম পাতার পর

চলতি বছরে প্রায় ১০০ টি প্রতিমা তৈরির বরাত পেয়েছেন কাশীনাথবাবু। কাশীনাথ বাবুর তৈরি প্রতিমা হুগলি, হাওড়ার সাঁতরাগাছি, রামরাজাতলা, কলকাতার বালিগঞ্জ, উত্তর ২৪ পরগণার কাঁচরাপাড়া, নদিয়ার কল্যাণী ও বর্ধমানের বেশ কয়েকটি মন্ডপ দেখার সৌভাগ্য হবে দর্শনার্থীদের। কাশীনাথবাবু আক্ষেপের সঙ্গে বলেন গত বছরের তুলনায় প্রতি গাড়ি মাটি আনার খরচ, বাঁশের দাম, শোলা ও ডাকের সাজ এবং প্রতিমার কাপড় সবেরই দাম অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে। যারা প্রতিমা তৈরিতে সাহায্য করে তাদের মজুরিও আগের তুলনায় বেড়েছে। সেই তুলনায় প্রতিমার দাম বিশেষ বৃদ্ধি পায় নি। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কাশীনাথবাবু বলেন, পুজো উদ্যোক্তারা পুজোর অন্যান্য খাতে বরাদ্দ বাড়ালেও প্রতিমার খাতে সেভাবে খরচ করতে চান না। তাই অনেকসময় লাভ–লোকসানের কথা চিন্তা না করে নিজেদের কাজের সুনামের কথা মাথায় রেখে প্রতিমা তৈরির কাজ করতে হচ্ছে।

মৎস্যজীবীদের বিক্ষোভ

প্রথম পাতার পর

একই অবস্থা হয় উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের একাধিক মৎস্যজীবীদের। রাজ্য সংগঠনের সম্পাদক জয়কৃষ্ণ হালদার বলেন, 'অভয়ারণ্য আইনে জঙ্গলকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। নদী বা খাঁড়িকে এর আওতায় আনা যায়না। কিন্তু বর্তমান সরকার বন দফতরের মাধ্যমে নামখানা, বসিরহাটের কয়েক হাজার মৎস্যজীবীর নৌকো ঢোকা বন্ধ করে দিয়েছে। ফলে কর্মহীন হাজার হাজার পরিবার। আমরা সুন্দরবন উন্নয়ন দফতর, বন দফতরের মন্ত্রী, দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা শাসক, জেলা মুখ্য বনাধিকারিকের দ্বারস্থ হয়েছিলাম। কিন্তু সেই নিষেধাজ্ঞা আজও ওঠেনি। আমরা আজকের আন্দোলনে নেমেছি। আগামী এক মাসের মধ্যে দাবি না মিটলে হিঙ্গলগঞ্জ থেকে ক্যানিং পর্যন্ত বন দফতরের সমস্ত রেঞ্জ অফিস ঘেরাও করব। প্রয়োজনে বন দফতরকে বয়কট করবে মৎস্যজীবীরা।' এদিন উপস্থিত ছিলেন মৎস্যজীবী আন্দোলনের নেতা বিজন মাইতি, প্রণব কর প্রমুখ। রামগঙ্গার রেঞ্জার শচীদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ডেপুটেশনের দাবিগুলো সহানুভূতির সঙ্গে দেখছি। বিষয়টি উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেব।'

পুজোয় টেক্কা দিচ্ছে হুগলিও

নিজস্ব প্রতিনিধি : রকমারি থিমে সেজে উঠেছে হুগলি জেলার বিভিন্ন পুজা মন্ডপগুলি। থিম পরিকল্পনার মাধ্যমে মৌলিক চিন্তাভাবনার প্রকাশ ঘটাতে মরিয়া একের পর এক পুজা কমিটি। কেউ পুজাকেই হাতিয়ার করে নিয়েছেন গ্রাম বাংলার লুপ্তপ্রায় মাদুর শিল্পকে ফিরিয়ে আনতে। কেউ আবার মর্ত্যের মাটিতে স্বর্গের আলিঙ্গনকে থিম করে তাক লাগিয়ে দিতে চাইছেন। থিম ভাবনার নতুনত্বে কে কাকে ছাপিয়ে গিয়ে দর্শক টানতে পারবে এবং মন্ডপ নিয়ে লোকশ্রুতি মুখে মুখে ছড়াবে সেই অপেক্ষায় দিনগুনছে হুগলি জেলার একাধিক পুজা কমিটি। বৈদ্যবাটি মালিরবাগান সার্ব্বজনীন দুর্গাপুজা সমিতির এই বছর হীরক জয়ন্তী বর্ষ। তাই এইবারের পুজার থিমে রয়েছে নতুনত্ব।

কমিটি সূত্রে জানা গেল কেদারনাথ মন্দিরের ওপরের অংশের অনুকরণে তৈরি করা হয়েছে পুজা মন্ডপটি। মন্ডপটি প্রায় ১৫ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট অসংখ্য পাহাড় দ্বারা পরিবেষ্টিত। পাহাড়ের ওপর রয়েছে একটি মন্দির। মন্দিরের মূল প্রবেশপথে থাকছে প্রায় ৫০ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট একটি গুহা। গুহায় শিব ও দুর্গার সহাবস্থান। থার্মোকল, প্লাষ্টার অফ প্যারিস ইত্যাদি উপকরণ সহযোগে সমগ্র থিমটিকে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। এমনই এক কুটির শিল্প মাদুর শিল্পকে এইবার থিম হিসাবে তুলে ধরেছে কোন্নগর ১–এর পল্লী সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি। মাদুর কাঠি, কাপড়, বাটাম ইত্যাদি উপকরণ দিয়ে গড়ে তোলা হচ্ছে সমগ্র মন্ডপটি। লুপ্তপ্রায় মাদুর শিল্প ফিরিয়ে আনার পাশাপাশি ভারতীয় সমাজের চিরাচরিত ঐতিহ্য সর্বধর্মসমন্বয় বিষয়টিকে এখানে থিমের মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে। ভারতের বিভিন্ন লোকশিল্পের কদর রয়েছে সারা দেশজুড়ে। এমনই এক লোকশিল্প মধুবনী শিল্প দিয়ে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে চন্দননগর শ্রীপল্লি সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির পুজো মন্ডপ। ১৪ টি বিভিন্ন পৌরাণিক ছবি ও প্রায় ৪০০ মাটির কলসি, প্রদীপ, কুলা ও ঘট ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে। শ্রীরামপুরের মধ্যমাহেশ সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির পুজায় নেপালের আস্ত একটি মন্দিরকে তুলে ধরে আনা হয়েছে। পুজা উদ্যোক্তারা দর্শনার্থীদের প্রতিমা দর্শনের পাশাপাশি নেপালের ত্রৈলোক্যনাথ মন্দির দেখানোর সুযোগও করে নিচ্ছেন। কোন্নগরের আনন্দম ক্লাবের দুর্গাপুজার এইবারের থিম রাজস্থানের মন্দির। পঞ্চমীর দিন উদ্বোধনে থাকছেন মন্ত্রী বেচারাম মান্না। উত্তরপাড়া ভদ্রকালী বলাকা তাদের পুজার শতবর্ষে মর্ত্যের মাটিতে স্বর্গের আলিঙ্গনকে থিম করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। মন্ডপের প্রবেশপথে দেখা যাবে তিনটি বড় টাওয়ারের মাধ্যমে আলোর বিচ্ছুরণ। মন্ডপের ভেতরে দুদিকের দেওয়ালে রয়েছে কৃত্রিমভাবে তৈরি জলের তরঙ্গ। সারিবদ্ধভাবে থাকবে ছটি গোলাকার আলোর বিচ্ছুরণ। সামনেই দেখা যাবে মন্ডপের ওপর থেকে ঝর্ণার জল পদ্মফুলের ওপর পড়ছে।

সারা ভারতবর্ষের মধ্যে মেধা তালিকায় সপ্তম ঈপ্সিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুঁচুড়া : বেশ কিছুদিন আগেই প্রকাশিত দিল্লি বোর্ডের আইসিএসই সারা ভারতবর্ষের মেধা তালিকা অনুযায়ী হুগলির ব্যান্ডেলের অক্সিলিয়াম কনভেন্ট স্কুলের ছাত্রী ঈপ্সিতা সরকার সেকেন্ডারিতে (মাধ্যমিকে) সপ্তম স্থানাধিকারী হয়। ঈপ্সিতা ৬৮৫ নম্বর পেয়ে সবার নজর কেড়েছে। ভদ্রেশ্বর কৃষ্ণপট্টি বাবুবাজার এলাকায় বাড়ি। সে অঙ্কে ১০০, কম্পিউটারে ১০০, বাংলায় ৯৫, ইংরেজিতে ৯৬, বিজ্ঞানে ৯৮, ইতিহাসে ৯৮, ভূগোলে ৯৮ পেয়েছে। সে

স প্রতিটি বিষয়ে লেটার পেয়েছে। পরীক্ষার সময় সে প্রতিদিন পড়েছে ৬–৭ ঘন্টা। সে নার্সারি থেকে এই অক্সিলিয়াম কনভেন্ট স্কুলেই পড়ছে। তাঁর বাবা বিশ্বরূপ সরকার ভদ্রেশ্বরে অ্যাঙ্গাস (Angus) জুট মিলের অফিসার পদে রয়েছেন। মা চম্পা সরকার গৃহবধূ। সে অক্সিলিয়াম স্কুলেই সায়েন্স নিয়ে আইএসসিতে ভর্তি হয়েছে। তারা দুই বোন, যার মধ্যে ঈপ্সিতা ছোট। বড় মধুমিতা সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে পাশ করে চেন্নাইয়ে এমএসসি পড়ছে। গত ১৯ সেপ্টেম্বর রাজভবনে রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী তাকে রাজকীয় সংবর্ধনা দেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও ফিরহাদ হাকিম। তাই তাদের ঘরে এখন প্রাণ খুলে খুশির বাতাবরণ চলছে।

২৫শে কালীনগর হার মানাবে মহানগরকে

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ শহরতলীর দক্ষিণ বাওয়ালীর কালীনগর একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। ২৫ বছর আগে এই গ্রামে কয়েকজন যুবক শারোৎসবের সূচনা করেছিল। ২৫ বছরে এসে কালীনগর সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি আজ স্বয়ং সম্পূর্ণ। তাই তারা রজত জয়ন্তী বর্ষে আন্তরিকতার শ্লোগান দিয়েছে – '২৫শে কালীনগর – হার মানবে মহানগর''। মহালয়ার অনেক আগেই ধূমধাম করে খুঁটি পুজো হয়ে গিয়েছে। কালীনগর সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির পরিচালনায় আছে সাবমেরিন ক্লাব ও কালীনগর গ্রামাবাসীবৃন্দ। পূজা কমিটির সম্পাদক দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য দফতরের কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায় জানালেন – আমাদের শারোদৎসবে এবারের থিম – মাতৃরূপে আরাধনা। অর্থাৎ শুধু মাটির প্রতিমাতেই আমরা 'মা'কে খুঁজব না, বাস্তব জীবনের ঘর সংসারেও আমরা মাতৃবন্দনা করব। কুমারটুলি থেকে এখানে ঠাকুর আসছে। প্রতিমা শিল্পী – লক্ষ্মী নারায়ণ পাল। চন্দননগরের আলোকসজ্জায় অভিনব মন্ডপ সেজে উঠবে। এছাড়া তৃতীয়ার শুভ উদ্বোধন থেকে একাদশী

পর্যন্ত নানা সামাজিক ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থাকবে। অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন সাংসদ মন্ত্রী, বিধায়ক সহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের মাননীয় ব্যক্তিবর্গ। তিলোত্তমা কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী সল্টলেক অঞ্চলের দুর্গাপুজো অতিকায় উচ্চতা লাভ করেছে ইতিমধ্যে। বলা যেতে পারে মহানগরীর পুজো হল মেগা পুজো। এর সঙ্গে টক্কর নেওয়ার জন্য তৈরি কিন্তু কালীনগর সার্বজনীন পুজো কমিটিও।

পুজোর শেষে শোকের দিন মহরম

নিজস্ব প্রতিনিধি : ইসলাম ধর্মের সমস্ত পরব অনুষ্ঠিত হয় চন্দ্রমাস অনুযায়ী। ওই ক্যালেন্ডার অনুযায়ী হজরত মহম্মদের জন্মদিন ফতেয়া–দোয়াজ–দাম, বড় পীর আব্দুল কাদের জীলানীর জন্মদিন ফতোয়া–ইয়াজ–দাম, হজরত মহম্মদের সঙ্গে আল্লার সাক্ষাতের দিন সবেমিরাজ, সৌভাগ্যের রাত সবেররাত, কোরান–শরিফ অবতীর্ণের রাত শাকিবদর, পবিত্র থাকার শপথের দিন ইদ–উল–ফিতর এবং পশু প্রবৃত্তি বিলোপের অঙ্গীকারের দিন ইদ–উল–আযহা বা কুরবানি পরব সুষ্ঠুভাবে পালিত হয়েছে। সৃষ্টির সূচনা আশুয়া এবং তার পাশাপাশি মহরম পালিত হবে ২৪ অক্টোবর। সত্যের জন্য আত্মবলিদানের দিন হল মহরম। এই শোকের দিনটির প্রেক্ষাপট হল মুসলিম সমাজের সর্বোচ্চ ধর্মীয় খলিফা পদ নিয়ে। যার শুরু চক্রান্ত দিয়ে এবং সব শেষে বড় বিয়োগান্ত পরিবেশের মধ্য দিয়ে। উৎসব সমন্বয় কমিটির আহ্বায়ক গোবিন্দ চক্রবর্তী বলেন, দুর্গাপুজোর সঙ্গে এই উৎসব পালিত হবে।

পুজো শান্তিতে কাটাতে পুলিশি উদ্যোগ

কল্যাণ রায়চৌধুরী : বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গোৎসব বা শারদোৎসব। এই শারদোৎসবকে ঘিরে বাঙালির আবেগ চিরকালীন। উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা জুড়ে এবার দুর্গাপুজো হচ্ছে প্রায় আট হাজারের মতো বলে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। এই জেলার বনগাঁ ও বসিরহাট মহকুমার বিস্তীর্ণ অংশ বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া। একারণে এই উৎসবকে কেন্দ্র করে অনুপ্রবেশের ব্যাপক সম্ভাবনার পাশাপাশি জঙ্গি হামলারও আশঙ্কা থাকে। এজন্যে সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে ব্যাপক পুলিশি প্রহরা ও নজরদারি রাখা হয়েছে বলে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে। জেলা পুলিশ সুপার তন্ময় রায়চৌধুরী এবার নিয়ে তিন বছর দুর্গাপুজো নিয়ন্ত্রণ করছেন। অতীতে দেখা গিয়েছে সীমান্ত প্রহরার শৈথিল্যের কারণে প্রশাসনের নজর এড়িয়ে যথেচ্ছ অনুপ্রবেশ ঘটত। তন্ময়বাবু এসপি হয়ে আসার এই অনুপ্রবেশ রুখতে কড়া পদক্ষেপ করেন বলে পুলিশ প্রশাসনের

দাবি। সূত্রে জানা গিয়েছে পুজোর ক'দিন সমস্ত পুলিশ কর্মীদের ছুটি বাতিল করা হয়েছে। জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (নর্থ) এর দায়িত্বে সম্প্রতি বর্ধমান থেকে বদলি হয়ে এসেছেন তরুণ হালদার। তাঁর দায়িত্বে রয়েছে বনগাঁ ও বারাসত মহকুমা দুটি। এছাড়াও রয়েছে ট্রাফিক ব্যবস্থা। অন্যদিকে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার গৌরবলালের দায়িত্ব রয়েছে হেড কোয়ার্টার এবং বসিরহাট মহকুমা। জেলা পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, এবারে এই উৎসবকে নির্বিঘ্ন করতে পুলিশ থাকছে গতবারের তুলনায় বেশি সংখ্যক। সিভিক ভলান্টিয়ার ফোর্স–এর পুরো শক্তিটাই থাকছে। যার সংখ্যা প্রায় সাত হাজার। এই সিভিক ভলান্টিয়াররা ট্রাফিক পুলিশকে সহায়তা করা ছাড়াও প্রতিটি পুজো মন্ডপে দর্শনার্থীদের সহায়তা করবেন। আরও জানানো হয় ছিনতাই, পকেটমারি ইত্যাদি রুখতে প্রচুর সাদা পোষাকের পুলিশ থাকবে সর্বত্র। ইভটিজিং রুখতে সাদা পোশাকের পুলিশের পাশাপাশি থাকছে মহিলা পুলিশও। বেশ কিছু সাদা পোশাকের মহিলা পুলিশকে ইভটিজিংয়ের টোপ হিসেবে ব্যবহার করা হবে বলেও জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। এই সঙ্গে জেলার বিশেষ স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে বিশেষ পুলিশ বুথের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এসপি জানান, রাজ্য সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী জেলার কয়েকটি সেরা পুজোকে বেছে নিয়ে পুরস্কৃত করা হবে। সাবেকি পুজোর প্রাধান্য থাকবে। এক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া হবে আইনশৃঙ্খলা সহ নিয়মানুবর্তিতাকে। পুলিশ সুপার আরও জানান, বিভিন্ন সমাজবিরোধীমূলক কর্মকান্ডরোধে থাকছে ব্যাপক ভ্রাম্যমান পুলিশি টহলদারি। আগামী ২২ অক্টোবর বৃহস্পতিবার বিজয়া দশমী এবং ২৪ অক্টোবর শনিবার মুসলমান সম্প্রদায়ের মহরম। এ কারণে রাজ্য সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। একারণে প্রতিমা বিসর্জনের শেষদিন হিসেবে ২৫ অক্টোবর রবিবার দিনকে প্রশাসনিকভাবে ধার্য করা হয়েছে বলে জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়।

Tender Notice

Baruipur ICDS Project invites sealed Tenders from bonafied Tenders for engagement of

A) Storing Agent of Foodstuffs & other materials.

B) Carrying Contractor of Foodstuffs & other materials.

Tender form will be available from the office of the CDPO, Baruipur ICDS Project, South 24 parganas for 21 days after the date of publication of Tender Notice. Tender Forms and details information will be available from the office of the CDPO Baruipur ICDS Project, in any working days between 1 PM to 4 PM.

Thanking You,

Yours faithfully
Child Development Project Officer
Baruipur I.C.D.S Project
South 24–Parganas

১১৯০(২)/ জে.ত.স.দ / ২৪ পরঃ (দঃ)/১৫.১০.১৫

পুজোয় তারকাদের সাতকাহন

চলচিত্রকার থেকে অভিনেতা–অভিনেত্রী, জাদুকর, চিত্রকর থেকে কবি সাহিত্যিক সঙ্গীতশিল্পী সকলেই ভালবাসেন পুজোয় আনন্দ করতে। শিল্পীরা কে কি ভাবে কাটাবে তার বিবরণ দেওয়া হল এবারের আলিপুর বার্তায়। সাক্ষাৎকার ও অনুলিখনে আমাদের প্রতিনিধি ইন্দ্রজিৎ আইচ ও অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মমতা শঙ্কর: এবার পুজোয় কলকাতায় থাকছি, গত বছর ও কলকাতায় ছিলাম। আসলে পুজোয় আমরা অর্থাৎ আমি ও চন্দ্রদয় ঘোষ একটু নিরিবিলিতে থাকতে চাই। অনুষ্ঠান থাকলে দিল্লি–বোম্বে যাই। এ বছর এখনও কোনও বুকিং নেই। পুজোর কদিন বিশ্রাম নেবো। হয়তো শান্তিনিকেতন যেতে পারি। কোন জাজমেন্ট বা পুজো উদ্বোধনে যাই না। খেতে খুব ভালবাসি। বাড়িতে নানাপদ রান্না হয়। স্পেশালি অষ্টমীর দিন ঠাকুরের ভোগ খাই আমার পুরনো পাড়া ঢাকুরিয়ায়। নতুন শাড়ি পরি। ছেলে বউয়ের অনুরোধ আবদারে পাড়ার মণ্ডপে যাই। আর বাকিটা বাড়িতে বিশ্রাম, আড্ডা এভাবে পুজো কাটে।

পায়েল সরকার: পুজো মানেই আমার ছুটি। এবছর কোনও শ্যুটিং রাখছি না। পুজোর চারদিন খুব ঘুরবো, এনজয় করবো, তার আগে তৃতীয়া চতুর্থী এবং পঞ্চমীতে বেশ কয়েকটা পুজো উদ্বোধনে যাবো। এর পর পুরনো বন্ধুদের সাথে আড্ডা গান গল্প এসব আছেই। প্রচুর ফুচকা, ভেলপুরি, আলুকাবলি আইসক্রিম খাবো। পুজোয় নো ডায়েট। এক একদিন একএক রকমের পোশাক পড়বো। এখন আমি দক্ষিণ কলকাতায় থাকি। এখানে পুজোর অভাব নেই। তাই পুজোয় দারুণ এনজয় করবো এবছর।

কবি কৃষ্ণা বসু : পুজোমানেবাঙালিদের কাছে বিরাট আনন্দের উৎসব। দুঃখ–কষ্ট ভুলে আমরা সবাই জাতি–ধর্ম–বর্ণ–নির্বিশেষে এক হয়ে এই পুজোয় সামিল হই। আমিও এই চারদিন খুব আনন্দ করি। তৃতীয়া চতুর্থীতে পুজো উদ্বোধন বা জাজমেন্ট থাকে। কখনও পঞ্চমী ষষ্ঠীতেও থাকে। সপ্তমী বা অষ্টমীর দিন হুগলির দশঘরা যাই। দেশের বাড়িতে ৪০০ বছরের পুজো হয়। সেখানে পরিবারে সঙ্গে মিলিত হই। বছরের একবার দেখা হওয়া মানে সকলের সঙ্গে সুখ–দুঃখ বিনিময় হয়। জমিয়ে খাওয়া–দাওয়া হয়। সন্ধ্যায় বাজি প্রতিযোগিতা হয়। তারপর বাড়ি আসি। আমার পাড়া লেকটাউন কালিন্দি। সেখানে নানা অনুষ্ঠান হয় খাওয়া হয় তাতে যোগদান করি। মেয়ে জামাই আসে বাড়ি ভর্তি আত্মীয়–স্বজন আসে। তাদের সঙ্গে আড্ডা গল্প করে সময় কেটে যায়। দেখতে দেখতে পুজোর চারটে দিন এভাবে কেটে যায়।

শ্রীকান্ত আচার্য্য : পুজোয় সেভাবে কোনও বার কলকাতায় থাকা হয় না আমার। হয় দিল্লি,নয় আমেরিকায়। এবার মহালয়ার দিন আমেরিকা যাচ্ছি। ফিরবো অক্টোবরের শেষে। পুজো মানে এক কথায় বাঙালি হিসেবে খুব গর্ববোধ হয়। এবছর বিদেশে সকলের সঙ্গে পুজো এনজয় করবো। অনেকগুলো গানের অনুষ্ঠান আছে। আমার পুজোয় পাঞ্জাবি পরতে ভাল লাগে। তাই পরবো। অঞ্জলি দেবো। মায়ের ভোগ খাবো আর প্রার্থনা করবো। মায়ের কাছে মা যেন আমাদের সারা বছর ভালো রাখেন।

মনোময় ভট্টাচার্য (সঙ্গীত শিল্পী) – আমি পুজোয় এবার ইউএসএ–তে যাচ্ছি। ১৫ অক্টোবর যাবো আর নভেম্বরের ৩ তারিখ ফিরবো। তবে কলকাতা ছেড়ে থাকতে মন কেমন করে। কিন্তু পেশাগত দিকটা আগে। পুজোয় নতুন জামাকাপড় পড়ি। অঞ্জলি দিই। খিচুড়ি ভোগ খাই। আমার এবছর পুজোয় জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়–এর কথায় ও সুরে রাগরঞ্জনী থেকে প্রকাশিত হবে নতুন আধুনিক গানের সিডি। এটাও বড় খবর আমার শ্রোতাদের কাছে। পুজোয় যদি কলকাতায় থাকতাম বেহালায় আমার পাড়ার পুজোগুলো দেখতাম। কোথাও হয়তো স্বপরিবারে রেস্তোরায় খেতে যেতাম। এই আর কি!

সাহেব চট্টোপাধ্যায় : (অভিনেতা ও সঙ্গীতশিল্পী) আমার পাড়া বালিগঞ্জ কালচারাল। ছোটবেলা থেকে এই পাড়ার পুজোর সাথে বড় হয়েছি। পুজোয় পাড়া ছেড়ে কোথাও থাকি না। এখানে অঞ্জলি খাওয়া আড্ডা গান বাজনা অনুষ্ঠান সব চলে। গত বছর আমেরিকায় অনুষ্ঠান ছিল। এবছর কলকাতায় থাকবো। অষ্টমীতে ধুতি–পাঞ্জাবি। নবমীর দিন পায়জামা পাঞ্জাবি পড়বো। প্রচুর খাবো। ইন্ডাস্ট্রির বন্ধুরা আসে রাতে হয়তো বেশি রাতে বেরবো এই ভাবে পুজো কাটাবো। দশমীর দিন বিসর্জনে যাবো। পুজোর চারদিন এভাবেই কেটে যাবে।

চিত্রশিল্পী রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় : আমি আমার পাড়া টালিগঞ্জ ফিল্ম সার্ভিসেস ছেড়ে কোথাও যাই না। আগে যেতাম নানা আত্মীয়ের বাড়ি–বন্ধুদের বাড়ি। আমার প্রায় ৮০ বছর বয়স। এখন খুব সাবধানে থাকতে হয়। পুজোয় পাড়ায় থাকি। আমার বহু পরিচিত মানুষের সঙ্গে দেখা হয় আড্ডা হয়। বাড়ির রান্না খাই। অনেক আমন্ত্রণ নিমন্ত্রণ আসে। এত ভিড় রাস্তায় তাই বের হই না। পুজোয় আমাদের সময় ছিল সাবেকি প্রতীক্ষা এখন আর্ট ফ্রম বদলে গিয়ে সব আধুনিক হয়ে গিয়েছে। এটাই খুব খারাপ লাগে। আগে পুজোয় ভালোভালো গান বাজনা হতো। ভাল ভাল শারদীয়া বই প্রকাশিত হত। এখন আর হয় না। যা হয় তাও প্রায় নিম্নমানের। শারদীয়ার যে আনন্দ সে আনন্দ আর নেই বললেই চলে।

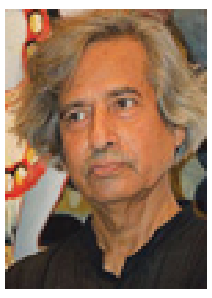

চিত্রকর যোগেন চৌধুরী : আমি পুজোয় কখনো সাউথ সিটি থাকি আবার শান্তিনিকেতনের বাড়িতে যাই। এবছরও তাই হবে। পুজো উদ্বোধনে যাবো। কিন্তু মানুষজন বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে সেখানে যাই। আমার পায়জামা পাঞ্জাবি পরতে খুব ভাল লাগে। তাই পরি। আর বাঙালি খাওয়া আমার পছন্দ। লুচি ছোলার ডাল বা খিচুড়ি ভোগ পুজোয় ভাল লাগে খেতে। কদিন নানা জায়গায় নেমতন্ন থাকে। সেখানে যাই এখানে পুজোর পরদিন এনজয় করি।

রঞ্জিৎ মল্লিক: পুজো মানেই আমাদের বাড়ির পুজো 'ভবানীপুর মল্লিক বাড়ি'। সারা বছর আমরা অপেক্ষা করে থাকি। কবে পুজো আসবে সকলে আবার মিলিত হবো। আমি আমার স্ত্রী দীপা মল্লিক, কোয়ে–নিশপাল আমরা পুজোর চারদিন এই বাড়িতে থাকবো। বহু বছরের পুজো। বিদেশ থেকে বহু আত্মীয়রা আসেন। পুজোর চারদিন নানা ধরনের রান্না খাওয়া হয়। বাড়িতে সন্ধ্যায় ছেলেমেয়েরা গান বাজনার আসর বসায়। আমরা সকলে দর্শক শ্রোতা। কাঁধে করে নিয়ে গিয়ে বিসর্জন দেওয়া হয় গঙ্গায় মাতৃদেবীকে। এটা আমাদের পুরনো প্রথা। আমি বা আমরা সকলে হেঁটে বা গাড়িতে গঙ্গায় যাই। মাকে চোখের জলে বিদায় জানাই। আর বলি 'আসছে বছর আবার হবে'।

তরুণ মজুমদার: পুজোয় আমি কলকাতায় থাকি না। গ্রামের বাড়িতে যাই। নিরিবিলি পরিবেশে পুজো কাটাই। নতুন গান শুনি। ছবি দেখি এবং অবশ্যই পুজো বার্ষিকী পড়ি। পুজোর পর আমায় পরিচালনায় 'ভালবাসার বাড়ি' মুক্তি পাবে। এখন তার পোস্ট প্রোডাকশন নিয়ে খুব ব্যস্ত। আমি সব সময় ধুতি পাঞ্জাবি পরি। পুজোয় নতুন কিছু নয়। খুব সাধারণ খাবার খেতেই ভাল লাগে। এই ভাবে আমার পুজোর দিনগুলো কাটে।

বিশ্ববন্দিত জাদুকর পি সি সরকার জুনিয়র ও তাঁর পরিবার : আগামী পুজোর দিনগুলি ইতিমধ্যেই 'শুরু' হয়ে গিয়েছে – এখন ওঁরা 'ইন্দ্রলোকে' প্রতিদিন সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত ব্যস্ত 'ইন্দ্রজাল' জাদু প্রদর্শনীকে নূতন রূপকথার সাজে সাজাতে। কারণ পুজোর পরেই আবার বেড়িয়ে পড়বেন নতুন ইন্দ্রজাল প্রদর্শনী নিয়ে দেশ দেশান্তরে আর তাই এবার ২১টি অভিজাত

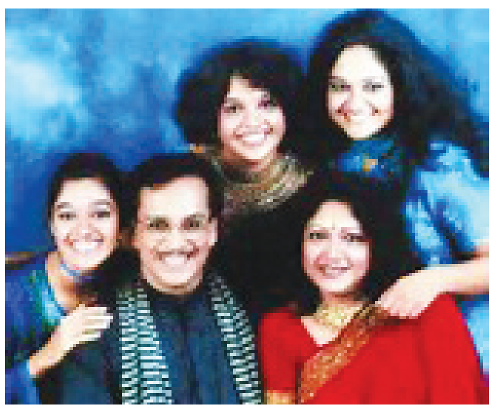

পুজো মন্ডপের উদ্বোধনীর আমন্ত্রণ এড়িয়ে পুরো পরিবার তথা দল চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁদের দলগত রিহার্সাল। আর অন্যদিকে পুজোর কদিন সন্ধ্যায় ওঁরা এক সাথেই বসবেন বিভিন্ন অতি উজ্জ্বল সাহিত্য সংস্কৃতির মজলিশে, যেখানে হয়ত সকলকে শোনাবেন তাঁর বিশ্বহাটে ইন্দ্রজাল নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে দেখা মানুষেরই কথা, কবিতায়, কাহিনীতে, জাদুকর ডঃ পি সি সরকার, জুনিয়র –তবে তখন তিনি কবি। লেখক, 'প্রদীপ চন্দ্র সরকার'...

লায়ন্স ক্লাব শারদ সম্মান

শুরু হয়ে গেল লায়ন্স শারদ সম্মান ২০১৫। লায়ন্স ক্লাব বেহালা কেয়ার অ্যান্ড সার্ভিসের উদ্যোগে। চলছে পুজো পরিক্রমা। একের পর এক চোখ ধাঁধানো মন্ডপ। এ বলে আমায় দেখ ও বলে আমায়। অসাধারণ সব শিল্প ভাবনা নিয়ে উৎসব হয়ে উঠবে আরও রঙিন। এবার শুধু একটাই দেখার পালা কে ছিনিয়ে নেয় লায়ন্স শারদ সম্মান ২০১৫।

বেহালা স্টেট ব্যাঙ্ক পার্কের পুজোয় লায়ন্স ক্লাবের বিচারকমন্ডলী। এখানে মন্ডপ সজ্জা ত্রিনয়নে ভূবন ভরাবে।

চেতলা অগ্রণীতে শিল্পী সনাতন দিন্দা মন্ডপের ভাবনা বোঝাচ্ছেন বিচারকদের।

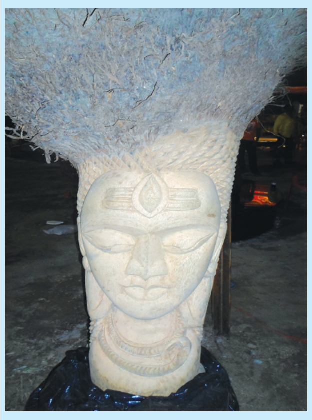

সুরুচি সংঘের মন্ডপ সেজে উঠছে নারকেল গাছের পাতার গুঁড়ি এবং কয়েক টন লোহার নকশায়। কর্মকর্তাদের সঙ্গে বিচারকরা। আলোক সজ্জায় থাকছেন পিনাকী গুহ।

মিন্টু পালের তত্ত্বাবধানে কুমোরটুলি পার্কে গড়ে উঠেছে নেপালের ভূমিকম্পের দৃশ্য। কিন্তু এই ভূমিকম্পতে হ্যামরেডিওর একটি অসাধারণ ভূমিকা আছে। তা বোঝাতে অম্বরিশ নাগ বিশ্বাস ও তার সঙ্গীরা তুলে ধরছে এই মন্ডপে।

পায়ে পায়ে পাড়ায় পাড়ায়

আকাশের নীলিমায় প্রভাতি সূর্যের আলোক রশ্মি ছুটে আসে দিক দিগন্ত থেকে। পাখিদের কলকাকলিতে মুখরিত চারপাশ। দেবীর চক্ষুদানে ব্যস্ত শিল্পী। মহালয়ার মহাপ্রভাতে তাই দেবীপক্ষের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দেখা মণ্ডপের খোঁজে **সুমনা সাহা দাস।**

বিবেকানন্দ ইউথ ক্লাব : মুকুন্দ দাস পল্লি, ঠাকুরপুকুর

বিষয় ভাবনা : 'কন্যাশ্রী'

রাজ্য সরকারের কন্যাশ্রী প্রকল্পের অভিনব আয়োজনে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের যুবতীরা বিপুল সুবিধা লাভ করেছে। এই প্রকল্পে অর্থ ছাড়াও বই, সাইকেল ইত্যাদি বিতরণকরা হচ্ছে। বিশেষত গ্রামাঞ্চলের মেয়েরা বিপুল সুবিধা লাভ করেছে সেই গ্রামীন পরিবেশে কিভাবে মেয়েরা সহায়তা পাচ্ছে, তারই ছোট ছোট চিত্র তুলে ধরা হবে সমগ্র পুজো মন্ডপে। এরই সঙ্গে থাকবে গ্রামের স্নিগ্ধ পরিবেশ, লালমাটির ছোয়া, সবুজের ছায়া, মাটির টেরাকোটার কাজ। বিষয় ভাবনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই মণ্ডপ প্রাঙ্গন আলোকিত করবে মাতৃমূর্তি।

পুজো সভাপতি রাজীব দাস বলেন, ''আগামী প্রজন্মের সমাজের যারা চালক হবে তাদের মধ্যে নারী শক্তির উন্মেষ ঘটুক শিক্ষার আলোকে। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীও সেই ভাবনাতেই এই কন্যাশ্রী প্রকল্পের সূচনা করেন এবং সাড়াও মেলে অসাধারণভাবে। সেই সামগ্রিক দিককেই অতি ক্ষুদ্র পরিসরে আমাদের সম্পাদক শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। দেবী দুর্গার আরাধনা প্রাঙ্গন ব্যতীত, নারীশক্তির জাগরণের কথা বলার এমন ভালো সুযোগ আর কোথায়ই বা পাওয়া যাবে।''

সুরুচি সংঘ :

বিষয় ভাবনা : 'মা' রাজ্য তামিলনাড়ু

মন্ডপের বা 'মন্দিরের দেবী মূর্তিকে 'মা'য়ের নামে সম্বোধন করে সাধারণ মানুষ শ্রদ্ধা ও ভীতিতে তাকে পুজো করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত নিজ জন্মদাত্রী ও পালনকর্ত্রী মাকে অবমাননা করে। একবিংশ শতাব্দী এই সত্যকেই বিষয় ভাবনা করে এবছর সুরুচি সংঘের নিবেদন 'মা' সেই সকল মায়েদের প্রতি যারা সন্তানের উদ্দেশ্যে নিবেদিত প্রাণ তারই সঙ্গে প্রতিবছরের মতো থাকবে। ভারতের একটি রাজ্য 'তামিলনাড়ু' ও তাদের ধর্মীয় সংস্কৃতি।

শিল্পী সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিষয়টি তুলে ধরেছেন। প্রবেশের মুখে থাকবে দক্ষিণী মন্দিরের আদলে দুদিকে নারকেল গাছে শিল্প খোদাই করা প্রবেশ দ্বার। তার উপর বাংলার 'মা' কে উদ্দেশ্য করে যামিনী রায়ের 'মা'য়ের ছবিকে কাঠের উপর আকার দেওয়া।

মূল মন্ডপটি তামিলনাড়ুর ঐতিহ্যবাহী 'গোপুরম'–এর আদলে নির্মিত, মন্ডপের ছাদের অবস্থিত মহিষ মূর্তি ও দক্ষিণী

মন্দিরের আদলে রয়েছে তাদের 'থাই' ও 'কানুম' উৎসবের ছাপ। এছাড়া সমগ্র মণ্ডপের দুদিকে চারটি করে আটটি বিশালাকার মূর্তি তাদের রঙিন ফুলের মালা এসবই তুলে ধরছে দক্ষিণের গবাদী পশুর উৎসব 'চিট্টিরাই' এর ধারা, দেবী মিনাক্ষী ও শিবের বিবাহের উৎসব 'কান্দুরাই'–এর আবেশ।

মূলমন্ডপের বিশাল ভার বহন করছে কেবল চারটি স্তম্ভ, যা কষ্টিপাথরের উপর চারদিকে দেবী দুর্গার চারটি করে 'মূর্তি' খোদাই করা। দক্ষিণের বিশেষ আকর্ষণ এই কষ্টিপাথর তার আদলে তৈরি ওই চারটি স্তম্ভে দেবী ১৬টি রূপ পেরিয়াছি আম্মা, আদ্যাশক্তি, অষ্টশক্তি, মহিষমর্দিনী, চিতকুল, চামুন্ডেশ্বরী, নটরাজ মুদ্রার দশভুজা, কালী আম্মা, কুঙ্গুমা, মহাকালী, মিনাক্ষী, শক্তি মরিয়ম, কাত্যায়নী অখিলন্তেশ্বরী, শাকম্ভরী, পার্বতী ও ভীরামাকালী।

দেবীর মূল মূর্তি হবে শ্বেত পাথরের আদলের তার মুখে সাবেকি মায়ের রূপ থাকলেও অলংকার ও আভরণেও থাকবে দক্ষিণী দেবীর ছাপ। আর মাথার উপর থাকবে মেটাল ফিলিগ্রী'র বিশাল একটি ঝাড় তার চার পাশে ভারতনাট্যমের শাড়ির কুচির কাজ। দেবী মূর্তিকে চারধারে প্রদক্ষিণ করে বেড়ানোর পথে থাকবে নন্দী ও শিবের অবস্থান। নারকেল গাছের শিকড়ের উপড়ানো দিকটি প্রাকৃতিক ভাবে জটার আকার দিয়েছে মহাদেবের ও গুড়িতে তার খোদিত মুখাবয়ব।

বহিরদ্বারে থাকবে দক্ষিণের সকল উৎসবের প্রধান দেবতা 'যম' এর মূর্তি। যা তাদের জন্যে শুভ শক্তির ধারক ও দুদিকে দুটি মাহুত সহ বিশালাকার হাতির মুখ।

সহকারি শিল্পী রাজা সরকার জানান, ''প্রতিবছর একটি রাজ্যকে তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গে আমরা সামাজিক বার্তা ছড়িয়ে দি। এবছরের ভাবনায় 'মা' কারণ তিনিই জগৎ সংসার সৃষ্টির মূল আধার। তাই কেবল মন্দিরের মাকে নয়, ঘরের মায়েরাও আমাদের কাচে যেন প্রণম্য হয়ে ওঠেন।''

স্টেট ব্যাঙ্ক পার্ক, ঠাকুরপুকুর

বিষয় ভাবনা : ''চাঁদের হাসি বাঁধ ভেঙেছে''

কথায় বলে, ভগবান সদ্যোজাত শিশুর সঙ্গে তার অনুভূতিগুলি বোঝানোর জন্যে একজন দেবীকে পাঠান, তিনিই পরিচিত হন 'মা' রূপে। সেই মাতৃ বন্দনায় ব্রতীয় হয়েছে স্টেট ব্যাঙ্ক পার্কের মহোৎসব। ৪৫ বছরের পুজোয় তাদের এই প্রয়াসকে রূপায়ণ করতে মায়ের ত্রিনয়নকে ঘিরে দেবী মূর্তি, মন্ডপ ও যাবতীয় সাজসজ্জা। থাকবে বিশালাকার চাঁদমালা, যা বাঙলার সব পুজোর অন্যতম উপাচার। তবে এই চাঁদমালা সাতশো কেজি পিতল দিয়ে তৈরি যার মধ্যে থাকবে দেবীর ত্রিনয়ন। সহ সম্পাদক অমিত ঘোষ জানান। ''বড় পুজোয় থেকে সমাজের জন্য কিছু করার চেষ্টা করি। এবছর আমরা দারিদ্র ও মেধাবী ৫০০ জন ছাত্র–ছাত্রীদের মধ্যে বস্ত্র ও শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ করেছি। ২ অক্টোবর বসে আঁকা অনুষ্ঠান ছোটদের প্রত্যেককে সমানভাবে পুরস্কৃত করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এলাকার পৌরপিতা রাজীব দাস ও অভিনেত্রী সোনালী চৌধুরী প্রমুখ।

৭৫ পল্লী :

বিষয় ভাবনা : ''ভবানীপুরে এসে/এক আবিষ্কারের দেশে''

৬১ তম বর্ষে কবিগুরুর রাজা হবুচন্দ্রের দেশ তুলে ধরা হচ্ছে মন্ডপে। নির্বোধ হবু আর গবু–র সেই গল্প নতুন প্রজন্মের অজানা হলেও, আজও সমান হাস্যরস ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়।

সমগ্র ভাবনাটির বাস্তব রূপ দেওয়া হয়েছে এক অভিনব পন্থায় যার ভেতর আছে রাজবাড়ি ও বাইরে গ্রাম। এই দুই রূপককে একত্রিত করা হয়েছে এক শিল্পের মাধ্যমে, যার নাম 'টিসুমকারী' হুগলি অঞ্চলের বলাগড় নামক স্থান থেকে শিল্পী বিল্টু–বাপ্পা এই ভাবনাকে রূপায়ন করেছেন। মণ্ডপটি হবে রাজবাড়ির আদলে তাতে থাকবে এবার ও ওপার বাংলার হস্তশিল্প।

নাকতলা উদয়ন সংঘ

বিষয় ভাবনা 'বিশ্বভরা প্রাণ'

জীবন ধারায় প্রতিটি বস্তুই বহমান জন্ম থেকে মৃত্যু সবই বৃত্তের মত আবর্তিত হয়। তারই মাঝে প্রাণের স্পর্শ অনুভূত হয় প্রকৃতির নানা উপকরণে। সবুজের মাঝে প্রস্ফুটিত ফুল তার কমনীয়তায় ছড়িয়ে দেয় সেই প্রাণের স্পন্দন। সেই প্রাণকে আধার করেই মন্ডপ প্রাঙ্গনে শিল্পী শিবশঙ্কর দাস তৈরি করছেন বিশালাকার একটি ফুল। যার পাপড়িগুলি ধীরে ধীরে কুড়ি থেকে কুসুমে পরিস্ফুট হবে। ১৯ মিটার ডায়ামিটারের এই ফুলের ভিতর থাকবেন প্রতিমা পদ্মের উপর বিরাজমান। এবং মনে হবে চাঁদনি রাতে মা তার সন্তানদের নিয়ে বসে আছেন।

সহ সম্পাদক অঞ্জন দাস জানান, '' বিজ্ঞানকে কাছে লাগিয়ে তার কৌশলে এই মন্ডপ নির্মিত আলোকসজ্জায় ব্যবহৃত হচ্ছে সোলার ও এলইডির আলো, বিদ্যুৎ বাঁচানোর জন্যে।''

বিবেকানন্দ অ্যাথলেটিক ক্লাব :

বিষয় ভাবনা : ছড়ায় ছড়ায় দুর্গা পুজায়।

স্কুলের জানলার ফাঁক দিয়ে যখন পুজোর গন্ধ ঢুকে পড়ে স্কুল পড়ুয়াদের মনের আনাচে কানাচে, তখন তাদের মাথায় ভরে যায় নানা কল্পনার সমুদ্র, সেই কল্পনাদের নিয়ে শিল্পী পার্থ দাশগুপ্ত সাজাচ্ছেন গোটা মন্ডপ, পাঠভবন, হেরিটেজ, লক্ষ্মীপতি সিংহানিয়া, চৌরঙ্গী, বিড়ালা স্কুলের পড়ুয়ারাই মন্ডপজুড়ে ফেলছে তাদের কল্পনার ছোয়া। থাকতে তাদের লেখা ছড়া, তাদের হাতে তৈরি শিল্পকলা। প্রতিমা তৈরি হবে ফ্রিডাইমেনশন–এ যার চারদিকে ঘুরে দেখা যাবে।

চেতলা অগ্রণী

বিষয় ভাবনা : ''সৃষ্টি সুখে উল্লাসে''

২৩তম বর্ষে শিল্পী সনাতন দিন্দা অভিনব ভাবনায় দেখিয়েছেন এই সৃষ্টিকে। আমাদের নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য প্লাস্টিকের নানা বস্তু, স্টীলের বাসনপত্র সহ বহু জিনিস যার মধ্যে কোন শিল্পের ছোয়া আমরা খুঁজে পাই না। সেই সব বস্তু দিয়ে রচনা করেছেন শিল্প, অর্থাৎ এটাই তার 'সৃষ্টি সুখের উল্লাস' এরই সঙ্গে এই নিত্য ব্যবহার্য অপ্রাকৃতিক বস্তুগুলো যেমন আমাদের ঘিরে থাকে নিঃশেষ করে চলেছে, তেমনই পিতৃতন্ত্র, পুরুষ জাতিও যেন নারীকে ঘিরে তাকে নিঃশেষ করে চলেছে। তবু তারই শাসনের পারে মাতৃ জঠরে ভ্রূণের সিঞ্চন হয়, জন্ম নেয় সৃষ্টির মহান মানব। এই দুইয়ের মেলবন্ধনেই নির্মিত মন্ডপ ও প্রতিমায় তার ছাপ। ক্লাব সম্পাদক শুভেন্দু সামন্ত বলেন, ''ধ্বংসের মানে সৃষ্টির বিন্যাস, এটাই পৃথিবীর নিয়ম, সেই নিয়মে মাতৃশক্তিই সৃষ্টির ধারক, তাই সেই নারীশক্তিকেই আমাদের পুজার্ঘ সমর্পিত।''

পায়ে পায়ে পাড়ায় পাড়ায়

সুদীপ কুমার দাস

যোধপুর পার্ক
বিষয় ভাবনা : আনন্দ ভৈরবী

৬৬ তম বর্ষে মায়ের নাম আনন্দ ভৈরবীকে সামনে রেখেই থিমের নাম আনন্দ ভৈরবী নামকরণ বললেন ক্লাব সম্পাদক বিজয় দত্ত।

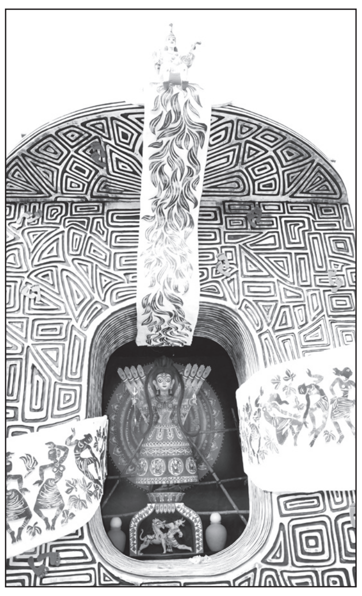

শিল্পী সনাতন দিন্দা বলেছেন 'দেবী যাজ্ঞসেনী মহামায়া মর্তলোকের অশুভ শক্তির বিনাশ করে এই মর্তকে অমর্তলোকে পরিণত করলেন। তিনিই সমস্ত জাগতিক মহাজাগতিক অন্ধকারের যবনিকা কাটিয়ে ভোরের সূর্যের আলোর মত বিরাজমান। যেখানেই প্রাণের ধারা সমুদ্র তরঙ্গের মত স্রোতস্বিনী। সমস্ত পশুপাখি, গাছপালা এই আনন্দযজ্ঞে মেতে উঠেছে। দেবাদিদেব মহাদেব এই আনন্দযজ্ঞে সামিল। তিনিই রম্য বীণা বাদকের ভূমিকায় আনন্দ ভৈরব।

সুদীপ কুমার দাস
তরুণমাতৃ সেবক সমিতি

''বেহালায় দার্জিলিং'' ৫০তম বর্ষে বেহালা ১৪ নম্বর এর জেমস লং সংলগ্ন কেএফআর মাঠে এলে দশনার্থীদের বিশেষ আকর্ষণ হবে দার্জিলিং এর ঘুম স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে ট্রেন এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশে পাহাড়ি গাছ, চা বাগানে কর্মরত শ্রমিক, ঘর–বাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং পাদদেশে মন্দির। মাটির গহনায় সুসজ্জিত থাকবে দেবী দুর্গা। ক্লাব সম্পাদক পীযূষ কান্তি বোস জানান, ''শিল্পী আশিস দাসের পরিকল্পনায় উঠে আসবে দার্জিলিঙের চা বাগানের সৌন্দর্য, যা কেবল পর্যটন ক্ষেত্র নয়, সবুজের বিস্তীর্ণ প্রান্তর জুড়ে বহু মানুষের জীবিকা ক্ষেত্র।''

ভবানীপুর মুক্তদল
বিষয় ভাবনা ''গ্রহণ''

দেবীর সৃষ্টি লগ্নে ব্রহ্মা–বিষ্ণু–মহেশ্বরের একত্র শক্তি পূজায় যে শুভশক্তির উদয় হয়েছিল তা ত্রিলোকের আনাচে কানাচে অশুভর বিনাশ ঘটিয়েছিল। কিন্তু কালের অবক্ষয়ে সেই শুভকে গ্রাস করেছে পাপ, নিষ্ঠুরতা, বর্বরতা, সেই সময়ের বিপরীতে গিয়ে মণ্ডপের সজ্জা দ্বারা শিল্পী স্বপন সরকারের বার্তা শুভ শক্তিকে গ্রহণ করে অন্ধকারে ত্যাগ করা। থিমের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তৈরি হবে প্রতিমা। ৬৭ বর্ষের বিশেষ আকর্ষণ মন্ডপের ভিতর থ্রিডি–র প্রভাব।

বেহালা ক্লাব
বিষয় ভাবনা ''মধু বনে মধুরা''
৭১ তম বর্ষ

মধুবনী শিল্প ভারতবর্ষের প্রাচীনতম শিল্প। সীতার বিবাহ উৎসবে যেভাবে সেজে উঠেছিল মিথিলা নগর। শিল্পী রূপক বসু মধুবনী সাজের উপর ভিত্তি করে সাজিয়ে তুলেছেন পুজো মণ্ডপটি। শিখি ঘাস, কাগজের মণ্ড, মুলতানী মাটি, তেঁতুল বীজের আঠা ব্যবহৃত হয়েছে এই শিল্পকে তুলে ধরতে। সঙ্গে থাকবে বিহারের সৃজনী কাজ বা কাঁথা স্টিচ। প্রতিমার সাজে থাকবে মধুবনী শিল্পের ছোঁয়া।

পুজোর যুগ্ম সম্পাদক সায়ন্তন ভট্টাচার্য বলেন, ''এই উৎসব শুধু আমাদের নয়, সার্বজনীন, তাই সেই আনন্দকে ছড়িয়ে দিতে হাজার জন পথশিশুকে পোষাক দেওয়া হবে।''

বড়িশা তরুণ তীর্থ
বিষয় ভাবনা : ''কাঠ পুতুলে দেশে''

বাংলার ইতিহাস থেকে বহু শিল্পের মত কাঠ পুতুল শিল্পও উঠে যাচ্ছে। সেই ঐতিহ্যের ধারাকে বহন করে তৈরি হচ্ছে সমগ্র পুজো প্রাঙ্গন।

পুজোর যুগ্ম সম্পাদক গৌর দাস বলেন, ''আমাদের ব্যস্ত জীবন রঙের অভাব। সাথে আমাদের শৈশবের সব শিল্প বিলীন হতে বসেছে, তাই রঙ আর ঐতিহ্যের রূপকে দর্শক মনে আবার তুলে আনতে চেয়েছি আমরা।''

ঢাকুরিয়া সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি, বাবুবাগান
বিষয় ভাবনা : ''সূর্যের আলোর বিচ্ছুরণে
রং লেগেছে বাবুবাগানে''

সূর্য শক্তির উৎস। প্রত্যেকেই সব আলোয় বিচ্ছরিত। সূর্যের অসীম অনুপ্রেরণায় এই পৃথিবী হয়ে উঠুক মানবতার পরম শান্তি–মধুর নির্মল আনন্দময় মিলন ক্ষেত্র। ৫৪ তম বর্ষে শিল্পী সুবোধ রায় তার পরিকল্পনায় থিম 'সূর্য' বাবুবাগানের পুজোর প্রতিমা হবে সাবেকি। হাতে কোন অস্ত্র থাকবে না। পুজো কমিটির সুজাতা গুপ্ত জানান, ''সূর্যের আর এক নাম দুর্গা। সারা পৃথিবী ব্যাপী মানুষ শান্তির বার্তা দেওয়া হচ্ছে তাদের এই মণ্ডপ প্রাঙ্গন থেকে।''

বেনিয়াপাড়া, সদরবক্সী লেন
''রাজস্থানের আদলে মন্দির''

সাবেকি মূর্তি পূজা করেও যে থিম রাখা সম্ভব তো প্রমাণিত করার চেষ্টাতেই এই থিম ভেবেছেন শিল্পী গণেশ চিত্রকর। সাবেকি মূর্তির সাথেই যে থিম হারিয়ে যায় না বা থিমের পুরস্কার জেতার লড়াইতে যে সাবেকি মূর্তি হারিয়ে যায় না এই বার্তাই পৌঁছে দিতে উদ্যোগী হয়েছে বেনিয়াপাড়া সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি।

ক্লাবের সম্পাদক তমাল সরকার বলেছেন– ''পুজোর সময় গরিব মানুষদের অরূপ রায়ের সান্নিধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হবে।''

যুগ্ম সম্পাদক অশোক চক্রবর্তী জানান, ''মন্ডপ হবে রাজস্থানের মন্দিরের আদলে, প্রতিমা সাবেকি''।

সমাজসেবী সঙ্ঘ
ভাবনা : ''সবার রঙে রঙ মেলাতে''

রঙের ইন্দ্রজালের মোড়কে মোড়া সমাজসেবীর মন্ডপ সজ্জা ৭০ তম বর্ষে অভিনব সৃষ্টি মন্ডপ সজ্জার রঙের বিচ্ছুরণ রঙের খেলা, রঙের বিভিন্ন অর্থ সেই পটচিত্রই কথার রূপ নেবে সমাজসেবী সঙ্ঘের মণ্ডপে।

শিল্পী সোমনাথ মুখোপাধ্যায় বলেছেন ''রঙ বিহীন জীবন অর্থহীন, রঙই একটা একটা পরিবেশকে বুঝিয়ে দেয় যে তার উন্নত ও অবনত চিত্র মানুষের মনে রঙ আনে খুশির জোয়ার রঙই আনে গভীরতা, উচ্ছ্বাস, উত্তেজনা, আনন্দ, স্পর্শকাতরতা, আবেগের ছোঁয়া তাই এই রঙ ও তার টিন ও টিনের কৌটো দিয়েই মন্ডপে আলোর বৈচিত্রে সুসজ্জিত করা হবে। দেবী দুর্গাকেও রঙে রঙে ভরিয়ে রঙ মেলান্তি ঘটানো হবে।''

হিন্দুস্থান পার্ক
বিষয় ভাবনা : মায়ের পুজো প্রাণের মিলন

৮৫তম বর্ষে পাখা, কাঠের পুতুল, কাঠের পাখি, পদ্মফুল, হারিয়ে যাওয়া কিছু খেলনা, সরা, ঘাট পাদপ্রদীপের আলোয় রঙবেরঙের ছোয়ায় একেবারে গ্রামের মেলার পরিবেশ গঠন করবেন শিল্পী প্রশান্ত পাল। পুজো কমিটি সদস্যা রাজর্ষী সেন বলেছেন ''বাংলা প্রতিমাকে নিয়েই রথের মধ্যে সুসজ্জিত করে বাংলার হারিয়ে যাওয়া মেলাকে সকলের কাছে তুলে ধরাই এই পুজোর উদ্দেশ্য থাকবে।''

সুব্রত পাল মণ্ডপ সম্পর্কে বলেছেন ''মণ্ডপে প্রবেশের মুখে থাকবে আধুনিক খেলনাপাতি বিধৃত শৈশবের উচ্ছ্বাস। তারপরই থাকবে হারিয়ে যেতে বসা পুতুল নাচের পালা। আটটি পৌরাণিক পালার সমাহারে সম্পৃক্ত উৎসবের এক ভরপুর মেজাজ।''

বেহালা নস্করপুর সার্বজনীন
বিষয় ভাবনা : 'অথ চিত্রকথা'

৫৫তম বর্ষে শিল্পী শঙ্কর দের ভাবনায় সমগ্র ভারতের নানা জায়গায় গ্রামীণ কুটির শিল্পের একত্রিত চিত্রকলা দেখা যাবে মণ্ডপে।

তার মধ্যে মূল ভাবনায় থাকবে বাংলার উৎসবে সর্বোপরি ব্যবহৃত শিল্প 'আল্পনা' ও তারই নানা পরিবর্তিত আঙ্গিক। রঙ্গোলি, পিথরা, মানদানা, নিপ্পন নামক আলপনা ভিন্ন নাম ভিন্ন উপকরণের ব্যবহারে দেশের নানা রাজ্যে ব্যবহৃত আল্পনায় সেজে উঠলে মণ্ডপ। ব্যবহৃত হবে থ্রিডি আলোর ইল্যুশন।

সেলিমপুর পল্লি
বিষয় ভাবনা : নস্টালজিয়া

বদলেছে দিন বদলেছে সময় আধুনিক যুগে আধুনিকতার মোড়কেই পুরনো যুগগুলো ফিরিয়ে দিতেই এই ভাবনা সেলিমপুর পল্লির।

শিল্পী সুশান্ত পাল বলেছেন ''পুজোর আগে পাড়ায় মন্ডপ তৈরির জন্য বাঁশ পড়ার শব্দ ধীরে ধীরে মন্ডপ নির্মাণ, শারদীয়া পত্রিকা হাতে পাওয়ার উল্লাস, নতুন জামা, নতুন পুজোর গান, সাহিত্য মহালয়ার দিন ভোরে রেডিওতে শ্রী বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের দেবী বন্দনা, মায়ের চক্ষু দান মণ্ডপে মায়ের আগমন, পুজোর বোধন, নতুন বন্ধু, আড্ডা সবই যে আধুনিকতার চাকচিক্কে ও বাণিজ্যিক মোড়কে অনেকটাই আবেগহীন। বর্তমানে এই হাইটেক সময়ে দাঁড়িয়ে আধুনিকতার মোড়কে পুজোর ওই চিরন্তন স্মৃতিগুলোকে নান্দনিক বিন্যাসের মাধ্যমে ফিরিয়ে দিতেই 'নস্টালজিক' ভাবনা।

বোসপুকুর শীতলা মন্দির দুর্গোৎসব কমিটি
বিষয় ভাবনা : বোধন

বোধন মানেই অকাল বোধন। বোধন মানেই কলাগাছ সহ নবপত্রিকা কলাগাছের ফুল, মোচার পাপড়ি, মোচার জটি, নারকেল ও বেল দিয়ে সুসজ্জিত হয়েছে মন্ডপটি এই ৬৬ তম বর্ষে।

শিল্পী গোবিন্দ গিরি বলেছেন ''মন্ডপে ঢোকার মুখে থাকবে বিশালাকায় কটি কলাগাছ বা কলাবন। তারপরই কলাবউ স্নান শিবস্থানে অর্থাৎ বেলগাছের তলায়। মূল মন্ডপটি হল একটি অতিকায় মোচা। দেবীকে আমরা এই মোচার জটির মধ্যে রেখেছি। কারণ আমাদের মতো মোচা হল একটি ফুল। এর গুণাগুণ সম্পর্কে আমরা যা জানতে পেরেছি তা হলে সম্পূর্ণ লৌহ আকরিকের কাজ করে এই মোচা। মোচার সাদা অংশ যা শঙ্খের মতো দেখতে তা যে কোনও শুভ কাজে ব্যবহৃত হয়। দেবীর অবস্থান সেই কলাগাছের মধ্যে রাখা হয়েছে। কারণ দীর্ঘকাল অসুরের সঙ্গে যুদ্ধকালীন তিনি মাঝে মধ্যেই কলাগাছে আশ্রয় নিতেন বিশ্রাম ও আহারের জন্য সেই কারণেই এই ভাবনা ভাবা হয়েছে।

পুজো কমিটির সভাপতি বিজয় মুখোপাধ্যায় বলেছেন ''থিমের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই প্রতিমা তৈরি করা হয়েছে। মোচার পাপড়ি দিয়ে চালচিত্র করা হয়েছে। আশা করি সকলেই এই সাজ বৈচিত্র্য দেখে আনন্দ উপভোগ করবেন।'

কালীঘাট মিলন সংঘ :
বিষয় ভাবনা : ''আলোর বেণু সোনার রেণু''

৭২ তম বর্ষে শিল্পী পার্থ জোয়ারদার দেবীর সৃষ্টির আদিপর্বকে তুলে ধরেছেন। সেই সময় যেমন দেবীর শরীর থেকে স্বর্ণ রেণু ছড়িয়ে পরেছিল, সেই রেণুই যেন শক্তি রূপে পৃথিবীতে ছড়িয়ে যায়, তাই শক্তির অর্চনায় নটরাজরূপী দেবী মূর্তি নির্মিত হচ্ছে। সমগ্র পুজো মণ্ডপটি তৈরি হবে লোহার ছাট বা বাবরি দিয়ে।

ক্লাব সম্পাদক কার্তিক বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, 'বৃক্ষরোপণ ও রক্তদানের মাধ্যমে আমাদের পুজোর সূচনা, পুজো মানে আনন্দ আর এই আনন্দের ভাবনায় ফুটিয়ে তোলা হবে মন্ডপের প্রবেশ দ্বার।''

বৈশালী সাহা

মাঙ্গলিকী

নব পর্যায় ব্যাঙ্গমার আসরে...

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২০শে আগস্ট পি–৭৮ লেক রোডে, সুরম্য সভা ঘরে জমে উঠেছিল ২১ জন কবি, লেখক, সঙ্গীত শিল্পীর উপস্থিতিতে নব পর্যায় ব্যাঙ্গমার আসর। ব্যাঙ্গমার প্রথম থিম সং ছিল সরিৎ শেখর মজুমদারের লেখা। সুর দিয়েছিলেন ডঃ অরুণোদয় ভট্টাচার্য্য। যিনি আজ নব পর্য্যায় ব্যাঙ্গমার সম্পাদক। তিনিই এদিনের অনুষ্ঠান শুরু করলেন উক্ত গানটি পরিবেশনের মাধ্যমে।

এদিন অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন জয় ভট্টাচার্য্য। জয়কে এই প্রতিবেদক বহুদিন চেনেন, স্নেহ করেন। তাই তাঁকে প্রতিবেদক বলবেন–অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় এদিন তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রগলভ। এই ভাবটা কমাতে হবে।

এদিন 'পেন ড্রাইভিং' নিয়ে সৌমেন্দু মুখোপাধ্যায়ের রম্য রচনাটি ভাল লাগলো– প্রবীণ ব্যক্তিদের কাছে 'পেন ড্রাইভ' সত্যিই 'পেইন'। শক্তি প্রসাদ রায় শর্মার বেদনা মিশ্রিত মজার কবিতা 'কি করে হাসব' ভাল লাগলো। তবে তার আগে ব্যাঙ্গ/কৌতুক' নিয়ে সুদীর্ঘ ভাষণের প্রয়োজন ছিল কি? পিনাকি শঙ্কর চৌধুরীর 'রবীন্দ্রনাথের ভুল' (রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন লেখার মজাদার উলটো ব্যাখ্যা) রচনাটি অনবদ্য। শৈলেশ্বর মুখোপাধ্যায় তাঁর 'নোটবুক' থেকে শোনালেন মার্ক টোয়েন ও আইনস্টাইনের জীবন থেকে নেওয়া কৌতুক – ভাল সংগ্রহ। বোঝা যায়, শৈলেশ্বর তাঁর সাহিত্য চর্চায় বিশ্বসাহিত্যকে ছুঁয়ে আছেন (জাদুকে কেন আর ছুঁয়ে নেই?)।

ভাল লাগলো সুজিত দেবনাথের 'পাঁচুকাকার দুচাকার খেল'। শোনালেন প্যারডি গান। রজনীকান্তের জীবনীকে কেন্দ্র করে অতি সমৃদ্ধ, গানের সুরেও ঝংকৃত ভাষণ পেশ করলেন ৮০–র কোটায় কবে পৌঁছে যাওয়া মোহিত গুপ্ত। দীনেন্দ্র চন্দ্রের 'আড্ডা' কবিতা ভাল লাগলো। বরিষ্ঠ কবি রঞ্জিত কুমার দের 'বৃত্তের বাইরে' মজাদার, ব্যাঙ্গাত্মক কবিতা খুবই ভাল লাগলো। সমর শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় পরিবেশিত স্বাধীনতা পূর্ব কংগ্রেসের সভায় 'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' ও 'শরৎ দাদা ঠাকুর'কে নিয়ে কৌতুক দারুণ মুচমুচে ছিল। প্রকাশক মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে সম্প্রতি বন্যার বিভীষিকার জলছবি ফুটিয়ে তুললেন সকলের মনে। যথারীতি এদিনও আসর জমালেন সঙ্গীত সমৃদ্ধ রম্য রচনা পাঠেও অরুণোদয় ভট্টাচার্য্য–তাঁর লেখাটির নাম 'গল্প বলার গল্প'।

জয় ভট্টাচার্য্য সঞ্চালনার ফাঁকে ফাঁকে উপভোগ্য কৌতুক পরিবেশন করেন, তবে তার একটু কম হলে ভাল হোত... সৌমেন মিত্রর কিছু সত্যি ঘটনা নিয়ে কৌতুক ও পরে চিটফান্ড নিয়ে গান শোনালেন। ভালই লাগলো। এদিন সহ সম্পাদক 'অমিত গঙ্গোপাধ্যায় সেরা রম্য রচনা পাঠের শিরোপাটি পাবেন তাঁর অনবদ্য রচনাটির জন্য, নাম 'মোটা থেকে রোগা হওয়া'।

এদিন গানে গানে আসর উজ্জ্বল করলেন তনুশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় ('বাদল ধারা হল সারা'), নমিতা বন্দ্যোপাধ্যায় ('শ্যামল ছায়া নাই বা পেলে')। এছাড়া ভাল লাগলো সৌমেন ঘোষের মজার কবিতা 'খেয়োখেয়ি'। ভাল লাগলো তাঁর প্রাক্তন শিক্ষিকাকে নিয়ে স্মৃতি মেদুর কবিতা নমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাঠ। যাঁদের লেখা/পাঠ জমল না তাঁরা হলেন অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (জোলো রচনা), তারাশঙ্কর দত্ত (১ মাইল লম্বা 'খাওয়া' নামের ছড়া – কজন মন দিয়ে শুনলেন?), শেফালি সরকার (অতি ক্ষীণ কণ্ঠস্বরে কি পড়লেন তা উনিই জানেন)। তবে সব মিলিয়ে নব পর্য্যায় ব্যাঙ্গমার আসর ধীরে ধীরে আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠছে, তা মানতে হবে। অভিনন্দন ডঃ অরুণোদয় ভট্টাচার্য ও অমিত গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়কে। যাঁরা এই সংগঠনের প্রধান কান্ডারিদ্বয় ('কান্ডারিদ্বয় হুঁশিয়ার!)...

উত্তম মঞ্চে আকাশ মিউজিকের সঙ্গীতানুষ্ঠান

ইন্দ্রজিৎ আইচ

সম্প্রতি উত্তমমঞ্চে আকাশ মিউজিক আয়োজন করেছিল এক বর্ণাঢ্য সঙ্গীতানুষ্ঠানের। অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন সোহিনী সংগীত কলাভবনের ছাত্রছাত্রীরা। কচিকাঁচারা গানের পাশাপাশি আবৃত্তিতেও অংশ নেয়। অনুষ্ঠানে দীপান্বিতা ভৌমিক শোনায় মেঘের পর মেঘ জমেছে, আমার দোসর যে জন। মিতা ঘোষ পরিবেশন করেন ও আমার তোতা পাখি। ইন্দ্রাক্ষী বসু চট্টোপাধ্যায় শোনালেন তোমারও অসীমে (রবীন্দ্রসঙ্গীত), ডঃ বাসুদেব ভট্টাচার্য তার চমৎকার কণ্ঠে কাজি নজরুল ইসলামের হে সর্বশক্তিমান, আগমনী আবৃত্তি আলাদা মাত্রা পায়। ছন্দা সেন শোনালেন মধুর বসন্ত এসেছে, খেলাঘর বাঁধতে লেগেছি। অনুষ্ঠানে প্রকাশিত হয় আকাশ মিউজিকের তিনটি সিডি, প্রথমটি ছন্দা দেবের রবীন্দ্র অ্যালবাম পরিচয়ের পরশ। রাজেশ্বর ভট্টাচার্য ও ইন্দ্রাক্ষী বসু'র মন বলে চাই এবং প্রকাশিত হল ডঃ বাসুদেব ভট্টাচার্যর স্বতন্ত্র উচ্চারণে নজরুল। তিনটে সিডি এক কথায় অনবদ্য। কেনার ও সংগ্রহে রাখার মতন অ্যালবাম। সেদিনের অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন দেবাশিস কুমার (মেয়র পারিষদ), সমগ্র অনুষ্ঠান পরিকল্পনা ও পরিচালনায় ছিলেন সঙ্গীত শিল্পী সঞ্জীব অধিকারী, সঞ্চালনায় ছিলেন মৌ ভট্টাচার্য।

শুধু সুন্দরবনচর্চা : যাঁরা নীরবে কাজ করে যাচ্ছেন

দীপককুমার বড় পণ্ডা

সপ্তাহের প্রথম দিন সোমবার ছিল এবার মহালয়া। সেদিন ঘুম থেকে উঠেই মনটা ভীষণ নস্টালজিক হয়ে গেল। ছোটবেলার কথা খুব মনে পড়ছিল। আজ থেকে ত্রিশ–পঁয়ত্রিশ বছর আগে তো মহালয়ার সময় শীত পড়ে যেত। লেপ গায়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে মহালয়া শুনতাম। শুনতে শুনতে অবশ্য ঘুমে চোখ জড়িয়ে যেত। বাবার ডাকে ঘুম থেকে উঠে আবার শুনতাম, সেইসব বিখ্যাত স্তোত্র পাঠ, গান আরো কতকি! সে–সবতো আজও কানে লেগে আছে।

এখন তো মহালয়া টিভি–তে হয়। সেই মহালয়া শুনতে শুনতে মনে হল, যাকগে আমরা দেবীপক্ষে ঢুকে পড়লাম এবার। দেবী আমাদের ঘরে এসেছেন। সময়টা ভালো যাবে। সেই সময় ভালো কাটানোর জন্যই বেরিয়ে পড়েছিলাম এশিয়াটিক সোসাইটিতে।

১২ অক্টোবর মহালয়ার দিন এখানে 'শুধু সুন্দরবন চর্চা' পত্রিকা আয়োজন করেছিল একটি অনুষ্ঠান। সেই অনুষ্ঠানে ছিল, সুন্দরবন চর্চা পুরস্কার প্রদান এবং সুন্দরবন চর্চা বক্তৃতা। এবার সুন্দরবন চর্চা পুরস্কার পেলেন দু'জন – ড: শঙ্করকুমার প্রামাণিক এবং প্রভুদান হালদার। ড: প্রামাণিক এই পুরস্কার পেলেন তাঁর 'সুন্দরবনের কাঁকড়ামারা' বইটির জন্য। একটি অসাধারণ দলিল তৈরি করেছেন তিনি। বাজারে আমরা কাঁকড়া দরাদরি করি, কিনি, খাই – কিন্তু কী কষ্ট করে দিনের পর দিন কাঁকড়া শিকারীরা এই কাঁকড়া ধরেন, তার খবর কতজন রাখি? রাখা হয়তো সম্ভবও নয়। তাঁদের কথাই শঙ্করবাবু তুলে ধরেছেন এই গ্রন্থে। তাঁর সম্পর্কে বলা যায়, 'তিনি হাবোড়ে পা ডুবিয়ে, জঙ্গলের কাঁটাক্যাকটাসের পরোয়া না করে সুন্দরবনের পুব থেকে পশ্চিমে, মায় দক্ষিণে সমুদ্রের খানিকটা পর্যন্ত এগিয়ে অনেকটা অঞ্চলকে সরেজমিনে অনুসন্ধান করে প্রকৃতি ও মানুষের অসম লড়াইকে তুলে এনে আমাদের উপহার দিয়েছেন।' সঙ্গত কারণেই 'শুধু সুন্দরবন চর্চা' পত্রিকা গোষ্ঠী তাঁকে নির্বাচিত করেছেন পুরস্কারের জন্য।

আর সেই পুরস্কার নিতে গিয়ে ড: প্রামাণিক আবেগমথিত গলায় বললেন, 'ছোটবেলা থেকে খুব লড়াই করতে হয়েছে বেঁচে থাকার জন্য, সেই লড়াই কাটিয়ে একটা সময় লিখতে শুরু করি, কিন্তু এরজন্য পুরস্কার পাব, এটা কোনোদিন ভাবিনি।' তিনি এরজন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন আয়োজক সংস্থার সম্পাদক জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়িকে এবং তাঁকে যাঁরা লেখায় উৎসাহিত করেছিলেন বিভিন্ন সময়, সেই ড. সনৎ মিত্র, ড. এন সি নন্দী প্রমুখদের। শঙ্কর বাবুর বক্তৃতাতেই আমরা শুনলাম, একটি পরিবার কীভাবে পত্রিকার পরিবার হয়ে উঠেছে। সম্পাদক শ্রী লাহিড়ির স্ত্রী–পুত্র–কন্যা, বাবা–মা সবাই কেমন করে আগলে রেখেছেন একটি পত্রিকাকে।

যাওয়া আসার পথে পথে

আর ছ' বছরে পা দেওয়া সেই পত্রিকা তার খরচ বাদে যে টাকা লাভ করে, তা দিয়ে সুন্দরবনের একটি গ্রামের ছেলেদের পড়াশোনার দায়িত্ব নিয়েছে। সম্পাদক জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ বলেছেন, 'আমরা অনেক বড় কাজ করতে চাই না, শুধু চাই, যা করছি তা যেন টিকিয়ে রাখতে পারি।' সত্যি কোনো মিথ্যে প্রতিশ্রুতি নয়, কোনো আকাশ–কুসুম স্বপ্ন নয়, বাস্তবে পা দিয়ে চলতে চান পত্রিকার সম্পাদক। সুন্দর আত্মবিশ্বাসী এই যুবকদের বেশ ভালো লাগে। ভালো লাগে, এশিয়াটিক সোসাইটির বিদ্যাসাগর হল–এর উপচে পড়া ভিড়। এই মানুষরা অনেকেই বসার জায়গা পাননি, প্রায় তিন ঘন্টা দাঁড়িয়ে শুনেছেন সবার কথা। এঁরাতো ভালো কথাই শুনতে চান, ভালো কাজের মধ্যে থাকতে চান। নাহলে, এত কষ্ট কেন?

এই ভালো কাজের মধ্যে থাকতে চেয়েছিলেন সুন্দরবনের ভূমিপুত্র প্রভুদান হালদার। ৩৬ বছর শিক্ষকতা করেছেন, শুধু সেই কাজের মধ্যে নিজেকে আটকে রাখেননি। সুন্দরবন নিয়ে নানা জায়গায় বিভিন্নরকম লিখেছেন নিয়মিত। কয়েক বছর ধরে 'আজকের বসুন্ধরা' নামে একটি পত্রিকার সম্পাদনা করছেন। এই পত্রিকা 'ইন্দিরা গান্ধি পর্যটন পুরস্কার' পেয়েছে। তিনি আক্ষেপ করেন, 'সুন্দরবনের মানুষ সারা বছর দু:খে থাকে। সুন্দরবনের মানুষ সাপের কামড়ে, বাঘের কামড়ে মরছে। এখন সুন্দরবন এডস কিংবা নারী পাচারের স্বর্গ হয়ে গেছে।' তাঁর সূত্র ধরেই সভার সভাপতি তথা এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি অধ্যাপক রমাকান্ত চক্রবর্তী বলছিলেন, 'সুন্দরবনের মানুষের প্রচুর সমস্যা, এর সমাধানের কোনো চেষ্টা আমি দেখতে পাচ্ছি না।' 'সুন্দরবনের উন্নয়নের সঠিক পরিকল্পনা'র কথা বলেছেন এদিনের অনুষ্ঠানের মূল বক্তা নদী বিশেষজ্ঞ ড. কল্যাণ রুদ্র।

হ্যাঁ, ঠিকই তাই, উন্নয়নের জন্য সঠিক পরিকল্পনা দরকার। সেই পরিকল্পনার জন্য এবং তা রূপায়নের জন্যও মানুষ দরকার। প্রতিদিন সংবাদপত্র কিংবা টিভি দেখলে মনে হয়, দেশটা একেবারে উচ্ছন্নে চলে গেছে। সবকিছুতে একটা গেল গেল রব। কিন্তু এশিয়াটিক সোসাইটিতে সেদিন বসে তা মনে হয়নি। জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ি, ড: শঙ্করকুমার প্রামাণিক এবং প্রভুদান হালদার–রাতো নীরবে কাজ করে যাচ্ছেন। আজ তাঁরা মানুষের পাশে। আমরা কি এই মানুষগুলোর পাশে দাঁড়ানোর কথা ভাবতে পারি না।

সেই কথাই ভাবতে হবে। মহালয়া কাটিয়ে আজ চতুর্থী। চারদিকে সাজ সাজ রব। কলকাতা সহ গোটা পশ্চিমবঙ্গ পুজোর আনন্দে মেতে উঠেছে। হ্যাঁ, আমাদের অনেক সমস্যা, অনেক যন্ত্রণা। পুজোর ক'টা দিন চেষ্টা করি সেসব ভুলে থাকতে। সবার ভালো কাটুক। সবাই ভালো থাকবেন।

আর ছ' বছরে পা দেওয়া সেই পত্রিকা তার খরচ বাদে যে টাকা লাভ করে, তা দিয়ে সুন্দরবনের একটি গ্রামের ছেলেদের পড়াশোনার দায়িত্ব নিয়েছে। সম্পাদক জ্যোতিরিন্দ্র বলেছেন, 'আমরা অনেক বড় কাজ করতে চাই না, শুধু চাই, যা করছি তা যেন টিকিয়ে রাখতে পারি।' সত্যি কোনো মিথ্যে প্রতিশ্রুতি নয়, কোনো আকাশ–কুসুম স্বপ্ন নয়, বাস্তবে পা দিয়ে চলতে চান পত্রিকার সম্পাদক।

দেশের প্রতিশ্রুতিবান ফুটবলার হওয়ার লড়াইয়ে আকিব নবাব

মলয় সুর

ফুটবলের দীর্ঘমেয়াদী উন্নতির লক্ষ্যে সবার আগে প্রয়োজন তৃণমূল স্তরে ফুটবলের উন্নয়ন। তৃণমূল স্তর থেকে প্রতিভা অন্বেষণ এবং তার যথাযোগ্য বিকাশে সহায়তা করা। ঠিক এই ভাবনা থেকেই মুম্বইয়ে 'রিল্যায়েন্স ফাউন্ডেশন' গঠিত হয়েছে। এই ফুটবল আকাডেমির মূল চেয়ারপার্সন তথা আই এস এল ফুটবলের কর্ণধার মুকেশ আম্বানীর সহধর্মিনী নীতা আম্বানী। এটি অত্যন্ত ভালো উদ্যোগ। এই অনূর্দ্ধ ১২ নার্সারি ফুটবলে ভদ্রেশ্বর তেলিনীপাড়া ভিক্টোরিয়া জুট মিল এলাকার বাসিন্দা আকিব নবাব সুযোগ পেয়েছেন। ভারতীয় ফুটবলের উন্নতি সাধনে রিল্যায়েন্স ফাউন্ডেশনের নতুন প্রয়াস। এই উদ্যোগের ফলে ভবিষ্যতে ফুটবলে প্রতিভার বিকাশ ঘটবে। এই ফুটবল প্রশিক্ষণ শিবিরের কোচ প্রাক্তন ফুটবলার জোস রামিরেজ ব্যারেটো ও মার্কেস (হল্যান্ড)। মুম্বইয়ের আরব সাগরের ধারে জিও গার্ডেন মাঠে সুন্দর পরিবেশে সবুজ ঘাসে রাতে ফ্লাড লাইটে অনুশীলন চলছে। খুদে আকিব কলকাতায় শ্যামবাজার উত্তর প্রান্তিক ক্লাবে ফুটবল প্রশিক্ষক মনোজিৎ দাসের তত্ত্বাবধানে শ্যামবাজার দেশবন্ধু পার্কে প্র্যাকটিস করত। মনোজিৎ দাস এক সময় কলকাতা ময়দানে প্রতিশ্রুতির ছাপ রেখেছিলেন।

সেখান থেকেই মনোজিৎ দাস আকিবকে অ্যাথলেটিকো দ্য কলকাতার ট্রায়ালে পাঠান। সেখানে সে বাজিমাত করে। আকিবের চুল দেখে আন্দাজ করা যেতে পারে ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর ভক্ত। শরীরটাও একই রকম ছিপছিপে। অফুরান প্রাণশক্তিতে ভরা।

মুম্বইয়ে পাড়ি দিয়ে ফিটনেস টেস্টের দিনই তা পরিষ্কার হয়েছিল। মাঠে নেমে সেন্ট্রাল মিডফিল্ডে তারকা ফুটবলারদের মতো খেলার চেষ্টা করেন। সবগুণই রয়েছে। কোচেদের ভরসা আদায় করেছেন। আকিবের সবচেয়ে বড় গুণ পাসিং রিসিভিং, জায়গা নেওয়া, চোখ তুলে তাকানো। ছোট ছোট ড্রিবলিং ইত্যাদি এখনই রপ্ত করে ফেলেছে। আপাতত সাফল্য বলতে কলকাতা থেকে তিনজন মুম্বইয়ে দীর্ঘমেয়াদী রিল্যায়েন্স ফাউন্ডেশনে সুযোগ পায়। এরা হল সুমিত দাস, মুস্তাক আহমেদ ও আকিব নবাব। আকিব মুম্বাইয়ে রিল্যায়েন্স ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ছে। তার আরা নবাব আলি তেলিনীপাড়া ভিক্টোরিয়া জুট মিলে বিমা ডিপার্টমেন্টে আট মাস বন্ধ কারখানার কর্মী। তাই পেটের তাগিদে নাইট শিফটে টিটাগড় জুট মিলে কাজ করতে যাচ্ছেন। একসময় নবাব দুর্দান্ত গোলকিপার খেলতেন এদিকে নবাবের আব্বা প্রয়াত মহম্মদ গাজী কলকাতায় আই এফ এ শিল্ড খেলেছিলেন। তার দুই ছেলে বড় আদিল নবাব এবার দুর্গাময়ী আকাডেমি থেকে দিল্লি বোর্ডের আওতায় সেকেন্ডারি পরীক্ষা দেবে। সে ফুটবল খেলে। পুরো পরিবার ফুটবল জগতের সঙ্গে রয়েছে।

এতো বড় পরিবারে দারিদ্রতা জর্জরিত রয়েছে। এই ভিক্টোরিয়া জুট মিল চত্বরটায় মুসলমান সম্প্রদায়ের বসবাস। সামনেই মসজিদ এখন সব খাঁ খাঁ করছে। তার আম্মা নাসিমা খাতুন ছেলেকে ফুটবলে উৎসাহ দেন। ভালো খেলতে হবে। সম্প্রতি মুম্বইয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তাঁর হাতে শংসাপত্র তুলে দিয়েছেন নীতা আম্বানী। অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন বিগ-বি অমিতাভ বচ্চন, অভিষেক বচ্চন, রনবীর কাপুর, শচীন তেন্ডুলকার, যুগরাজ সিংয়ের মতো ক্রীড়াবিদরা। অনেক বড় ফুটবলার হওয়া সেটাই তাঁর স্বপ্ন। ২০২১-এ দেশের জার্সিতে জুনিয়ার বিশ্বকাপ খেলা। তাঁর ভারতীয় মধ্যে পছন্দের ফুটবলার সুনীল ছেত্রী। তবে এই উদ্যোগ আগামী প্রতিশ্রুতিবান খেলোয়াড়দের পক্ষে সহায়ক হবে বলে সকলের মত।

ঘরের মাঠে দুরমুশ টিম ইন্ডিয়া

কমল নস্কর

আগে দেখা যেত ভারতীয়রা ক্রিকেটাররা যতই ঘরের বাইরে গিয়ে গো-হারা হেরে আসুক না কেন দেশের মাটিতে ফিরলেই ফের জয়ের পতাকা তুলত তারা। এই জন্য কার্যত প্রবাদ হয়ে উঠেছিল যে ভারতীয় ক্রিকেটাররা বিদেশে যতই কেঁচো হোক না ঘরের মাঠে তারা বাঘই। নবাব পতৌদির পরবর্তীকালের অধিনায়ক অজিত ওয়াড়েকরের অধিনায়কত্বে ভারত তৎকালীন দাপুটে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ইংল্যান্ড বা অস্ট্রেলিয়ার মাটিতেও জয় পাওয়া শুরু করেছিল। আজহারউদ্দিন ভারত অধিনায়ক থাকার সময় তিন স্পিনারের পুরনো ফর্মুলায় দেশের মাটিতে অপরাজিত হয়ে ওঠে ভারতীয় দল। এই জায়গা থেকে দেশকে পুনরায় টেনে ধরেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। বস্তুত বাংলার মহারাজের আমলে টিম ইন্ডিয়া কনসেপ্টে ভর করে বিদেশের মাটিতে একের পর এক জয় পায় ভারত। পরে ধোনি সেই পরম্পরা খানিকটা বজায় রাখলেও আবারও বিদেশি দলের জুজু ভারতীয় ক্রিকেটকে প্রবলভাবে গ্রাস করতে শুরু করেছে। ধোনির ক্রিকেট কেরিয়ারের প্রায় শেষ লগ্নে বিদেশের মাটিতে নয় খোদ দেশে ভারতীয় ক্রিকেটের দফারফা হতে বসেছে। দুপ্লেসির নেতৃত্বাধীন দক্ষিণ আফ্রিকা দলের কাছে যেভাবে ঘরের মাটিতে দুরমুশ হচ্ছে টিম ইন্ডিয়া তাতে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে দেশের মাটিতেও কি নিরাপদ নয় ভারতীয় ক্রিকেট।

ইতিমধ্যেই ভারতীয় দলকে টি-২০ সিরিজে ২-০ হারিয়ে হোয়াইট ওয়াশ সম্পন্ন করেছে প্রোটিয়ারা। পাশাপাশি প্রথম একদিনের আন্তর্জাতিকে কানপুরের মাটিতে হার দিয়ে শুরু করতে হয়েছে ধোনিবাহিনীকে। ডিভিলিয়ার্সের মারমুখী ইনিংসের সুবাদে তিনশো রান পার করে দক্ষিণ আফ্রিকা। জবাবে রোহিত শর্মার অসাধারণ সেঞ্চুরি সত্বেও হার স্বীকার করতে হয়েছে ভারতীয় দলকে। রোহিত ছাড়া অধিনায়ক ধোনি এবং রাহানে লড়াই দিয়েছেন কিছুটা। এখন দেখার সিরিজের বাকি ম্যাচে জেতার লড়াইয়ে ফিরতে পারে কিনা ভারত।

কলেজ স্কোয়ারে জাদু প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলেজ স্কোয়ারের ভিতরে অবস্থিত ক্লাব হাউসে প্রতি রবিবার বিকালে জাদু শেখাচ্ছেন যুবা জাদু প্রতিভা অমরনাথ দাস। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে অমরনাথ সোম থেকে শনিবার ব্যস্ত থাকেন অতি দায়িত্বপূর্ণ কাজে। আবার ছুটির দিনে নিয়মিত পেশাদারি জাদু প্রদর্শনীও দেন। এরই মধ্যে রবিবার বিকালে জাদু শেখান সকলকে উপরোক্ত স্থানে। গত ২০শে সেপ্টেম্বর তিনি উক্ত স্থানে ব্যবস্থা করেন এক 'ঘরোয়া জাদু'-র আসরের। আসরে খেলা দেখায় জাদু শিক্ষার্থী সাত্যকি দত্ত চৌধুরী, ঋতব্রত জানা, ঋষভ চৌধুরী ও সুরজিৎ শীল। আরও জাদু দেখালেন অমরনাথেরই ছাত্র তরুণ জাদুকর অর্ণব বড়াল। বিবিধ রসের এরা জাদু দেখালো, বোঝা গেলো অমর নাথের তালিম যথাযথভাবেই চলছে। আসরে আমন্ত্রিত ছিলেন আর এক যুবা জাদু প্রতিভা রাজীব লাল মৃধা। রাজীবের বৈঠকী জাদুর ভীষণ ভক্ত এই প্রতিবেদক। কারণ একটাই - অতি ধীর লয়ে সুন্দর বাচনের সাথে রাজীব বিবিধ খেলা দেখান, যা শুধুই বিস্ময় সমৃদ্ধ আনন্দ দেয় না, রচনা করে যেন 'কবিতা'। আবার জাদুকর অমরনাথের জাদুতে ছাপ পড়ে পেশাদারিত্বের

- যে কটি খেলা এদিন অমর দেখালেন তা ছিল অতি কৌতুক সমৃদ্ধ পরিবেশন। আসরে আমন্ত্রিত বরিষ্ঠ জাদুকর শৈলেশ্বর মুখার্জীও দুটি জাদু সুচারু ভাবে দেখালেন। কিছু জাদু শেখাবার প্রয়াসও রাখলেন (এর প্রয়োজন ছিল না, কারণ ওখানে ছোটদের নিয়মিতভাবে বিবিধ খেলার রুটিন করে জাদু শেখাচ্ছেন অমরনাথ)। আর এক আমন্ত্রিত বরিষ্ঠ জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কয়েকটি বৈঠকী খেলা দেখান। ধন্যবাদ জানান আসরে উপস্থিত দিলীপ দাস (সুন্দর জাদু দেখালেন!), প্রসেনজিৎ পান-শ্রীমতী সুদীপ্ত পান, লাল্টু পাত্র-শ্রীমতী শর্মিষ্ঠা পাত্রকে যাঁদের ব্যবস্থাপনাতে জাদুকর অমরনাথ জাদু শেখাচ্ছেন জাদু আগ্রহী নতুন প্রজন্মকে। সব শেষে ওনাদের সংগঠনের নামও উল্লেখ করতে হয় : চিলড্রেনস গার্ডেন অ্যান্ড ক্যালকাটা হাডুডু ক্লাব (সাহেবরা বোধহয় আমাদের কাছ থেকে শিখেছেন 'হাউডু ইয়ুডু' বলা।) জাদু শিখতে আগ্রহী ছোটদের জন্যে অভিভাবকেরা যোগাযোগ করতে পারেন জাদুকর অমরনাথ দাসের সঙ্গে : ৯৮৩১৯০৭০০৩

সংযোজন : এদিন তাস, দেশলাই বাক্স, চাবি, মুদ্রা প্রভৃতি নিয়ে বৈঠকী জাদুর মালা গাঁথলেন নবীন প্রবীন জাদুককেরা। সকলকে চা জলপানের 'ম্যাজিকে'ও আপ্যায়ন করা হয়...

মাস্টারমশাইয়ের ফুটবল পথ দেখায় ছাত্রদের

নিজস্ব প্রতিনিধি : শুধুমাত্র ফুটবলই পারে সকল মানুষকে একজোট করতে। ফুটবল মানে এক ঝলক টাটকা বাতাস ফুটবলকে বাদ দিয়ে কিছু হয় না। সেদিন তাই আকর্ষণীয় প্রাণবন্ত ফুটবল খেলল গৃহশিক্ষক সুশান্ত স্যারের (বল্টু) কোচিংয়ের ছাত্ররা ভদ্রেশ্বর গৌরহাটি অ্যাঙ্গাস ইএসআই হাসপাতালের মাঠে। অষ্টম শ্রেণি থেকে কলেজের প্রথম বর্ষের পড়ুয়া ছাত্ররা সারাদিন মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে চুটিয়ে খেলল। বিভিন্ন ক্লাসের ছাত্রদের গ্রুপ থেকে মূলপর্বে বিজয়ী হল দ্বাদশ শ্রেণির কলা বিভাগ। রানার্স একাদশ কলা বিভাগ, খেলার পর দামি পুরস্কার পেল ছাত্ররা। মাস্টারমশাই গাঁটের পয়সা খরচ করে অনাবিল স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করলেন। উল্লেখ্য, তিনি পঠনপাঠনের সঙ্গে টিচার্স ডে, বিজয়া দশমী, খ্রিস্টমাস ডে, পিকনিক, ভ্রমণ সব উৎসবে ছাত্রদের সঙ্গে খরচের হাত একাই বাড়িয়ে দেন। একসময় সুশান্ত জেলা ও কলকাতা ফুটবল লিগে রীতিমত বড় ম্যাচে রেফারিং করত। তাই এখনও সময় পেলেই কালো হাফপ্যান্ট আর হাফহাতা জামা পরে বাঁশি নিয়ে মাঠে নেমে পড়েন। এদিন তাকে সহযোগিতা করেন সন্দীপ পরামাণিক (লাল্টু)।

এই ফুটবলের উপভোগ্য ম্যাচ দেখতে ছাত্রীরাও ফুটবল মাঠে হাজির হয়। তাই অবিবাহিত সুশান্তকে ছাত্রধারা কবিতার সঙ্গে তুলনা করা যায়। প্রতিবছর বহু ছাত্রছাত্রীরা এই কোচিং ক্লাস থেকে পাশ করে চাকরি সূত্রে বিদেশে চলে যায়। একসময় মাস্টারমশাই নস্টালজিক হয়ে খেয়াল বসে আবছা তাদের মুখগুলো ভেসে ওঠে। শেষে একটা কথা বলতেই হবে মানুষ ইচ্ছা করলে অনেক কিছুই করতে পারেন। এরকম প্রয়াস যেন থেমে না যায়। এই প্রজন্মের আপামর ফুটবল প্রেমী। ফুটবল বলে নয় পুরো ক্রীড়াজগত এমন এক মাধ্যম যা নিমেষে অনেক যুযুধান প্রতিপক্ষকে এক জায়গায় নিয়ে আসে। এই যেমন ধরুন না ইস্টবেঙ্গল বা মোহনবাগানে এখন জমানার হাত ধরে শাসক দলের লোকেদেরই ঘোরাফেরা বেশি। তাও ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে গেলে দেখা যায় কট্টর বামপন্থী নেতা তথা সিপিএম-এর প্রাক্তন এমএলএ মানস মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে শাসক ঘনিষ্ঠ কোনও নেতা চর্চা করছেন। যতীন চক্রবর্তী যখন বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী তখন তাঁকে দেখা গিয়েছে তৎকালীন বিরোধী কংগ্রেসের সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ক্লাবের ভালোমন্দ নিয়ে কথা বলতে। বস্তুত এটাই খেলাধূলার জগত, যা মিলিয়ে দিতে পারে অনেক অসাধ্য অঙ্ককে। রাজনৈতিক ঐক্যের ছবিটা শুধু ফুটবলের গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ক্রিকেট বা অন্যান্য খেলাতেও প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনীতিবিদরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রশাসন চালান।

আমরাও এবার হোয়াটস অ্যাপে

আপনার এলাকার যে কোনও খবর, ছবি, ভিডিও ক্লিপিং পাঠিয়ে দিন আমাদের অ্যাপস অ্যাকাউন্টে কারণ আপনারাই এখন 'অ্যাপস রিপোর্টার'

চিঠি মেলের দিন শেষ

এবার আপনার মতামত, ভালো লাগা, খারাপ লাগা সবই এক মুহূর্তে পাঠাতে পারেন আমাদের অ্যাপসে

আমাদের নম্বর ৯০৩৮৬৪০০৩০

LIONS SHARAD SAMMAN' 15

ORGANISED BY

Lions Clubs of Behala Care & Service
Lions Clubs International District 322C1
Presidents
Lion P.K. Desarkar
Lion Kanakballav Saha

Welfare and wellness
(A Project of Lion Club of Behala Care & Service)
President
Lion B. Jha

SPONSORED BY

Astrologer, Astropalmist, Vastubid, Gupta Press Panjika Rajganak

Pandit Achinta Bhattacharya
M: 98300-63291/9830063292

Leather Galaxy
Retailers, Wholesalers & Exporters of all Ladies & Gents Leather Accessories and bags.
Phone : 033-2343-1942,9331028625 8620066706,8100616760
146, G.S. Bose Road, Opposite SBI (Picnic Garden Branch) Kol-39

Bidhannagar North Society for Social Welfare.
Regn. No- S/2L-39964 of 2015-2016
Address : CF-109, Sector - 1 Saltlake City, Kolkata - 700 064

PRERANA & PRAGATI
Manufacturer and Exporter of leather Goods
Proprietor : Mr. B.Jha
Ph : 033-2343-1942,9331028625, 8820066706,8100616760
www.preranaandpragati.com
Office : 146, Dr. G.S. Bose Road, Kolkata - 700 039
Factory : 145, Dr. G.S. Bose Road, Kolkata - 700 039

LIFE LONG NURSING HOME AND DIAGONISTIC CENTRE
(A UNIT OF LIFE MEDICAL ASSOCIATE PVT. LTD.)
ICU, ITU, NEURO SURGERY, ORTHOCARDIO, PLASTIC SURGERY
12A, S.N. ROY ROAD, KOLKATA- 700038
PH:- (033) 2397 1626 3245 1355
Dr. ASHIM DAS, MD

Well Wishers
Prof. Subhendu Barik, Mrs. Aneeta Chandra, Dr. Misti Roy, Mrs. Kanika Chakraborty, Mr. Sujit Sarkar, Mr. Malay Mondal
Mr. Tapan Ghosh, Mrs. Karabi Chatterjee, Mr. Sitangshu Chakraborty, Mr. Madhusudan Chakraborty, Mr. Amal Karmakar, Mr. Pradip Debdas

Media Partner
Alipur Barta

Pandit Achinta Bhattacharya
President
Mr. Nimai Ghosh
Chairman
Mr. B. Jha
Vice-Chairman

Amit Singh
Sudip Goswami
Atrayee Dutta
9804075591(call), 7278779415(whatsapp only)

M/s. JS Contractor & General Order Suppliers.
(Civil Contractor)
Office : M.N. Roy Road, Harinavi, Chakraborty Para. Kolkata - 700 148
Email: rsarkar686@rediffmail.com
website : www.jscontractor.com
Mob : 9874473314 / 9883230901 / 9748412618

RPLUS
সবার আগে সবার পাশে
Convenors:
Goutam Dutta
Pijush Chatterjee
Mob : 9903127470 8296170336

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com